পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 131 Sunday, 12 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৩১ সংখ্যা ❋ ২৮ চৈত্র ১৪৩২, রবিবার, ১২ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আমার মনোনয়ন বাতিলের ষড়যন্ত্র হয়েছে, কেশিয়াড়ির সভা থেকে বিস্ফোরক মমতা

নিজস্ব সংববাদদাতা,কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের উত্তপ্ত আবহে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন করে চাঞ্চল্য ছ।াল কেশিয়া।রি জনসভা। সেখান থেকেই বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, তাঁকে নির্বাচনী লড়াই থেকে সরিয়ে দিতে সুপরিকল্পিত ষ।যন্ত্র করা হয়েছিল, এমনকি তাঁর মনোনয়ন বাতিল করানোর জন্য ভুয়ো হলফনামা পর্যন্ত দাখিল করা হয়। এই বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক এবং পাল্টা প্রতিক্রিয়ার ঢেউ। কেশিয়াড়ির সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর নির্বাচনী এলাকায় তাঁর নাম বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর নামে দুটি পৃথক হলফনামা জমা দিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করে মনোনয়ন বাতিল করার চেষ্টা হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমার নির্বাচনী এলাকায় আমার নাম কেটে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। আমার নামে দুটি আলাদা হলফনামা জমা দিয়ে মনোনয়ন বাতিল করার চেষ্টা হয়েছে। আমাকে অপমানিত করার চেষ্টা হয়েছে যাতে আমি নির্বাচনে লড়তে না পারি। এই বক্তব্যে তিনি শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণের কথা বলেননি, বরং গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, এবারের নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে। এই কেন্দ্রটি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূল

কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। এই পরিস্থিতিতে তাঁর মনোনয়ন নিয়ে বিতর্ক আরও তাপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই অভিযোগ ভোটের আগে ব। ইস্যু হয়ে উঠতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী শুধু মনোনয়ন বিতর্কেই থেমে থাকেননি। তিনি ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়াকেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তাঁর বক্তব্যে, এই প্রক্রিয়াটি একটি বড় কেলেঙ্কারি এবং এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি সরাসরি নিশানা করেন নির্বাচন কমিশন এবং ভারতীয় জনতা পার্টি-কে। মমতা বলেন, এই প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ নয়। এর উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট একটি দলকে সুবিধা দেওয়া। এই অভিযোগ নির্বাচন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে ব। প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিপত্রে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর প্রতিশ্রুতি নিয়েও কড়া প্রতিক্রিয়া জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এই ধরনের নীতি কার্যকর হলে দেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ওপর আঘাত আসবে। তাঁর মতে, ভারতবর্ষের বহুত্ববাদী চরিত্রকে রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট যে, নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, রাজনৈতিক লড়াই ততই তীব্র হচ্ছে। একদিকে শাসকদলের অভিযোগ, অন্যদিকে বিরোধীদের পাল্টা প্রতিক্রিয়া-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের অভিযোগ ভোটারদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং নির্বাচনের ফলাফলেও তার প্রতিফলন দেখা যেতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে, মনোনয়ন প্রক্রিয়া কতটা সুরক্ষিত? ভুয়ো নথি জমা দেওয়ার মতো ঘটনা কীভাবে সম্ভব? নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা কতটা নিরপেক্ষ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর নির্ভর করবে ভবিষ্যতের তদন্ত এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপের উপর। এই অভিযোগের পর নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যদি বিষয়টি তদন্তের আওতায় আসে, তাহলে তা নির্বাচনের আগে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়া, রাজনৈতিক দলগুলিও এই ইস্যুকে সামনে রেখে নিজেদের প্রচার কৌশল বদলাতে পারে। কেশিয়াড়ির সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-র বিস্ফোরক অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মনোনয়ন বাতিলের ষড়যন্ত্র, ভুয়ো হলফনামা, নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত সংবেদনশীল। আগামী দিনে এই ইস্যু কতটা বড় আকার নেয় এবং তার রাজনৈতিক প্রভাব কী হয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে একথা নিশ্চিত-এই অভিযোগ নির্বাচনের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করতে বিজেপির হাত শক্ত করতে হবে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১১ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করতে বিজেপির হাত শক্ত করতে হবে। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের মঙ্গলজন এর মাঠে বিধানসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুরের বিজেপি প্রার্থী চিত্ত মুখার্জির সমর্থনের নির্বাচনী প্রচারে এসে এমন কথা বললেন দেশের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী। এদিন তিনি বিশেষ হেলিকোপটার এ এসে নামেন সভাস্থলের পাশে মাঠে।এদিন এর নির্বাচনী জনসভাতে মুর্শিদাবাদ জেলার ২২ টি কেঃদ্রের সমস্ত প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন। সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সান্তনু ঠাকুর সহ জেলার নেতৃত্ব। এদিন মোদী সভা শুরুর আগে সমস্ত দলীয় প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার কথা বলে রাজ্যে বিজেপি সরকার তৈরি করবে বলে দাবি করেন।সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন,এই রাজ্যে তৃণমূল সরকার খমতায় আসার পর থেকে একের পর এক দুর্নীতি করেছে। কখনো চাকরি চুরি আবার কখন রেশন চুরি। আমাদের কেন্দ্র সরকার রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য যে ঘরের টাকা পাঠায় সেখান ও দুর্নীতি করে চলেছে এই সরকার এবং তার দলের নেতা মন্ত্রীরা। এই সমস্ত দুর্নীতি রোধ করতে আগামী দিনে এই রাজ্যের বিজেপির সরকার গড়তে হবে।এ দিনের সভা থেকে তিনি আরও বলেন,এই রাজ্যের নির্বাচনী ইস্তেহারে বলা হয়েছে যদি আমাদেরকে বাংলার মানুষ সরকার গ।তে সুযোগ দেয় তাহলে আমার সরকার করার ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারি কর্মীদের কেন্দ্র সরকারের নিয়মে তাদের পে কমিশন অনুযায়ী প্রাপ্য ভাতা প্রদান করবো। সেই সঙ্গে এদিনের সভা থেকে মোদী বলেন, রাজ্যের মহিলাদের জন্য ভাতা বাড়িয়ে প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে সরাসরি তাদের ব্যাংক একাউন্টট এ টাকা যাবে।এই তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের যুবকদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাজের জন্য যেতে হচ্ছে।রাজ্যের জন্য নতুন কোন

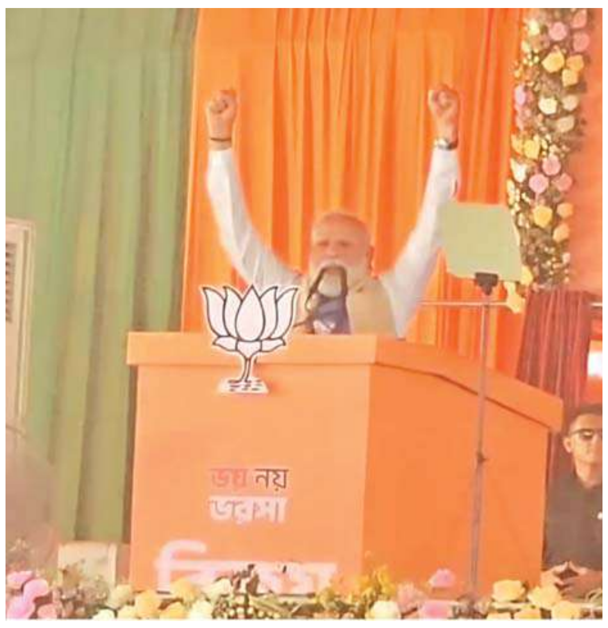

শিল্পের কথা ভাবেনা এই তোলাবাজি সরকার। যারা এখানে শিল্পের জন্য উদ্যোগী হয়ে এসেছেন তাদের থেকে তোলা নেবার কথা আগে জেনে হয়ে নতুন করে রাজ্যে কোনো শিল্পের ভাতা কোনো বিনিয়োগ করতে কেউ আসছেন না।তিনি আরও বলেন, হাই স্কুলে চাকরি দেবার নাম করে এই রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী কত টাকা কাট মানি নিয়েছে।মন্ত্রীর এক কাছের বান্ধবীর থেকে কয়েক কোটি টাকা উদ্ধার করেছে ই ডি, সিবিয়াই।সেই দিন বাংলার মানুষ ভুলে যায়নি। এক ডাক্তারি পড়ুয়া মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করেছে এদের পালিত গুন্ডারা। মহিলা ও নারী সুরক্ষা নিয়েও রাজ্যকে প্রশ্ন করেন মোদী এদিনের সভা থেকে।মোদী এদিন বলেন,আমাদের দেওয়া সমস্ত টাকা নিজের প্রকল্পের নাম দিয়ে বাংলার মানুষকে বোকা বানিয়ে লুট করছে এই সরকার। বাংলার মানুষ সব বুজতে পারছে এবার। তাই সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন বাংলার শান্তি ফেরাতে এবং বাংলার উন্নয়ন করার জন্য বিজেপির হাত শক্ত করতে হবে। মোদী এদিনের সভা থেকে আরও বলেন , এই রাজ্যের ক্ষমতায় এক সময় কংগ্রেস শাসন করেছে।তার পর বামেরা শাসন করতে হয়ে মনে করছিলো এই রাজ্যে তারাই ক্ষমতায় থেকে যা ইচ্ছে তাই করবে।কিন্তু মানুষ তা করতে দেয়নি। বামদের সরাতে গিয়ে মা মাটি মানুষের সরকারকে ক্ষমতা দিয়েছিল। কিন্তু এই মা মাটি মানুষ এর সরকার রাজ্যের সাধারণ মানুষকে লুটে খেয়েছে। তাই আমরা বলি একবার আমাদের সুযোগ দিয়ে দেখুন রাজ্যের যুবকদের কাজের জন্য আর বাইরে যেতে হবে না। নতুন শিল্প রাজ্যে আমাদের বিজেপির সরকার নিয়ে আসবে।

কৃষকদের কল্যাণে সরকার পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঃ রাজনাথ সিং

রাইসেন, ১১ এপ্রিল (হি.স.) ঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার মধ্যপ্রদেশের রাইসেন জেলার দশেরা ময়দানে তিন দিনব্যাপী 'উন্নত কৃষি মহোসব'-এর উদ্বোধন করেছেন। ১১ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত চলা এই উসবে ড্রোন, সৌর পাম্প এবং ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার মতো আধুনিক প্রযুক্তির সরাসরি প্রদর্শনী থাকছে। চারটি সেমিনার হলে ২০টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন আলোচনার বিষয়গুলোর মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার থেকে শুরু করে সমন্বিত কৃষিপদ্ধতি পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই উসবে ৩০০-রও বেশি প্রদর্শক অংশগ্রহণ করছেন এবং ৫০ হাজারেরও বেশি কৃষক এতে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ১৩ এপ্রিল কেঃদ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গ।করির উপস্থিতিতে উসবের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। কেঃদ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের উদ্যোগে আয়োজিত এই জাতীয় স্তরের উসবে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের মহাপরিচালক ছাড়াও সারা দেশ থেকে আগত কৃষি বিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন বলেন, গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্রে অনেক কাজ বাকি রয়েছে এবং আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি, আমাদের সরকার কৃষকদের কল্যাণে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অর্থ কিংবা সম্পদের কোনও ঘাটতি থাকবে না। প্রতিটি কৃষক যাতে যথাযথ সহায়তা পায়, তা নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার সর্বদা কাজ করে এসেছে। আমি দীর্ঘকাল ধরে জনজীবনে যুক্ত আছি এবং কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত ছিল। আমার অন্তরের সেই কৃষকসত্তা কখনোই হারিয়ে যায়নি। আজও প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে আমি পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলতে পারি যে-কৃষকদের প্রতি আমার অঙ্গীকার আজও অপরিবর্তিত রয়েছে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ইডি, বাইরে বাহিনীর ঘেরাটোপ

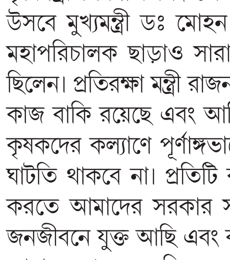

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১১ এপ্রিল ঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ইডি। শনিবার সকাল পৌনে এগারোটা নাগাদ তাঁর নাকতলার বাড়িতে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা। বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপ। ' প্রসন্নকুমার রায়ের নিউটাউনের অফিসেও যান ইডি আধিকারিকরা। আবার এদিকে, পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির স্ক্যানারে সুজিত বসু। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে ভর্তি। তাই নথিপত্র নিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সের ইডি দপ্তরে যান তাঁর ছেলে সমুদ্র। এদিন আবার মধ্যমগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষকেও তলব করা হয়েছে। তিনি এখনও পর্যন্ত সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছননি। ভোটের মুখে ইডির ' নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উঠছে প্রশ্ন। হানার নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র দেখছেন শাসক শিবিরের নেতা-মন্ত্রীরা। ২০২২ সালে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির তল্লাশিতে প্রচুর অর্থ উদ্ধার হয় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে। গত বছরের নভেম্বর থেকে আপাতত জামিনে মুক্ত তিনি। ২০২২ সালে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির তল্লাশিতে প্রচুর অর্থ উদ্ধার হয় তকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে। এরপরই ইডির হাতে প্রথমে গ্রেপ্তার হন অর্পিতা, পরে পার্থকেও গ্রেপ্তার করেন কেঃদ্রীয় তদন্তকারীরা। পরে নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্ত শুরু করার পর থেকেও পার্থকে ' অ্যারেস্ট' বা গ্রেপ্তার করা হয়। সেই থেকে জেলবঃিদ রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ছিলেন তিনি। বারবার অসুস্থতার কথা বলে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। প্রথমে ইডির মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জামিন পান পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীতে অন্য মামলায় নিম্ন আদালতেও জামিন পেয়েছেন তিনি। তবে তাতেও জেলমুক্তি হয়নি তাঁর। এরপর সিবিআইয়ের মামলায় জামিন পান প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। গত বছরের নভেম্বর থেকে আপাতত জামিনে মুক্ত তিনি। এরপর নানা নথিপত্র নিয়ে মাঝেমধ্যে ইডি তলব করে পার্থকে। তবে সেই সময় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ইডিকে জানায়, শারীরিক অসুস্থতায় তাঁর পক্ষে বারবার হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয়। বাড়িতে এসে তাঁকে জেরা করতে পারে ইডি, জানিয়েছিলেন পার্থ। সেই আর্জি মেনে শনিবার সকালে ইডি আধিকারিকরা পার্থর নাকতলার বাড়িতে যান বলেই সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, বাড়িতেই রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী।

ভোটের আগে বড়সড় পুলিশ রদবদল,কলকাতা থেকে বেলডাঙা-কমিশনের কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১১ এপ্রিল ঃ ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই প্রশাসনিক স্তরে সক্রিয় হয়ে উঠছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ফের একবার বড়সড় রদবদল করা হল কলকাতা পুলিশ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন পুলিশ প্রশাসনে। এই সিদ্ধান্তে বদলি করা হয়েছে একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিককে, যার মধ্যে রয়েছেন ১১ জন আইপিএস এবং একজন ডব্লিউবিপিএস অফিসার। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার এসডিপিওকেও সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপ ঘিরে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন করে আলোচনা। এই রদবদলের অন্যতম ব। দিক হল কলকাতা পুলিশ এর শীর্ষস্তরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) পদে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইপিএস অফিসার সোমা দাসকে, যিনি এতদিন ডিআইজি সিআইডি পদে কর্মরত ছিলেন। অন্যদিকে, ডিআইজি পার্সোনাল পদে থাকা সুদীপ সরকারকে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি (হেড কোয়ার্টার) হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। একইভাবে, দেবস্মিতা দাসকে যুগ্ম কমিশনার (ইন্টেলিজেন্স) পদে পাঠানো হয়েছে। এর আগে তিনি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর ডিআইজি পদে ছিলেন। এই পরিবর্তনগুলি স্পষ্ট করে দেয় যে, নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র নিচু স্তরে নয়, বরং উচ্চপদেও নজরদারি বাড়াতে চাইছে।শুধু শীর্ষপদেই নয়, কলকাতা পুলিশের একাধিক ডিভিশনেও বড়সড় রদবদল হয়েছে। সাউথ, নর্থ এবং সাউথ-ইস্ট ডিভিশনের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের বদলি করা হয়েছে। এছাড়াও, একাধিক থানার আইসি (ইনস্পেক্টর-ইন-চার্জ) এবং ওসি (অফিসার-ইন-চার্জ) পদেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই

পদক্ষেপের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছে যে, ভোট পরিচালনায় কোনও ধরনের পক্ষপাতিত্ব বা প্রভাব খাটানো বরদাস্ত করা হবে না। এই রদবদলের তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা-এর এসডিপিওকে সরানোর সিদ্ধান্ত। নির্বাচনের আগে এই ধরনের পদক্ষেপ সাধারণত সেইসব এলাকায় নেওয়া হয়, যেখানে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই সিদ্ধান্ত স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সরাসরি প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচন কমিশন ধারাবাহিকভাবে প্রশাসনিক রদবদল করে চলেছে। এর আগে রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব পদেও পরিবর্তন আনা হয়। এমনকি কলকাতা পুলিশ কমিশনার পদেও বদল করা হয়েছিল। এই ধারাবাহিক পদক্ষেপ থেকে স্পষ্ট যে, নির্বাচন কমিশন ভোটের আগে প্রশাসনিক কাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখতে চায়। এই ধরনের রদবদল নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি একাধিকবার অভিযোগ করেছেন যে, নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই ইস্যু নিয়ে আদালতের দ্বারস্থও হওয়া হয়। কলকাতা হাই কোর্টে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে এই ধরনের বদলির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। তবে কলকাতা হাই কোর্ট এই মামলাটি খারিজ করে দেয়। আদালতের এই সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপকে আইনি বৈধতা দেয় এবং তাদের ক্ষমতার সীমা স্পষ্ট করে। এই রায় কমিশনের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং ভবিষ্যতে এমন পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। নির্বাচনের সময় প্রশাসনিক রদবদল নতুন কিছু নয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলঃ প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা, স্থানীয় প্রভাব কমানো ভোটারদের আস্থা বাড়ানো, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, এই প্রেক্ষাপটে, কলকাতা পুলিশ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে এই পরিবর্তনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রদবদলের প্রভাব আগামী নির্বাচনে সরাসরি প।তে পারে। নতুন অফিসাররা দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রশাসনিক কাজকর্মে কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে। এছাড়া, রাজনৈতিক দলগুলিও এই পরিবর্তনের ভিত্তিতে নিজেদের কৌশল নির্ধারণ করতে পারে।

ভোটের আগে মাঠে নামছে কমিশন বাংলায় আসছেন জ্ঞানেশ ভারতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১১ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। আগামী ২৩ এপ্রিল শুরু হতে চলেছে ভোটগ্রহণ, আর তার আগেই রাজ্যের নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সরাসরি মাঠে নামছে নির্বাচন কমিশন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে আসছেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-সহ কমিশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন ইস্যু-বিশেষত ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিতর্ক-যখন সামনে এসেছে, তখন এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে প্রথম দফার ভোট, যেখানে উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যের মোট ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। সময় যত এগোচ্ছে, ততই নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ বাড়ছে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট আয়োজনের। এই প্রেক্ষাপটে সরাসরি মাঠে নেমে প্রস্তুতি যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন, যা প্রশাসনিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জানা গিয়েছে, রাজ্যে পৌঁছে প্রথমেই জ্ঞানেশ ভারতী যাবেন দূর্গাপুর-এ। সেখান থেকেই শুরু হবে ভোট প্রস্তুতি পর্যালোচনা। দুর্গাপুরে পৌঁছে তিনি সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করবেন। এই পদক্ষেপ থেকে বোঝা যাচ্ছে, কমিশন শুধু কাগুজে রিপোর্টে ভরসা না করে বাস্তব পরিস্থিতি নিজেরা যাচাই করতে চাইছে। দুর্গাপুরের পাশাপাশি রাজ্যের আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জেলায় পরিদর্শন চালানো হবে। এই

জেলাগুলিতে ভোট প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম খতিয়ে দেখা হবে। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গেও বিশেষ নজর দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের একটি পৃথক দল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পরিদর্শনে যাবে।এই জেলাগুলিতেও স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করে ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হবে। নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সম্প্রতি ভোটারদের নাম নিয়ে যে জটিলতা ছিল, তা অনেকটাই কাটানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই একটি সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করেছে, যেখানে নতুন নাম যুক্ত করা এবং অযোগ্য নাম বাদ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন শুরু হয়েছে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের কাজ। বুথভিত্তিক এই তালিকা জেলায় জেলায় পাঠানো হচ্ছে এবং অনলাইনেও তা ডাউনলোডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই সফরের গুরুত্ব কয়েকটি কারণে অত্যন্ত বেশি- ভোটের আগে বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়ন, ভোটারদের আস্থা বৃদ্ধি। বিশেষ করে যখন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তখন এই সফর তাদের সক্রিয়তা এবং দায়িত্বশীলতার প্রমাণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত। ভোটার তালিকা, প্রশাসনিক বদলি এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় জ্ঞানেশ ভারতী এর নেতৃত্বে কমিশনের এই সরেজমিন পরিদর্শন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রথম দফার ভোটের আগে নির্বাচন কমিশন এর এই সক্রিয় পদক্ষেপ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, তারা কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। জ্ঞানেশ ভারতী-সহ আধিকারিকদের সরাসরি মাঠে নামা নির্বাচনী প্রস্তুতিকে আরও সুসংহত করতে সাহায্য করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, এই পরিদর্শনের পর কী কী পরিবর্তন বা নির্দেশিকা সামনে আসে এবং তা নির্বাচনের উপর কী প্রভাব ফেলে। তবে একথা নিশ্চিত-ভোটের আগে প্রশাসনিক তৎপরতা এখন তুঙ্গে।

ইরান-আমেরিকা বৈঠক ,হরমুজ-লেবানন ইস্যুতে অচলাবস্থা

ইসলামাবাদ, ১১ এপ্রিল ঃ আন্তর্জাতিক কূটনীতির মঞ্চে নাটকীয় মোড়-দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে ইসলামাবাদে শুরু হল ইরান ও আমেরিকার বহুল প্রতীক্ষিত শান্তি বৈঠক। তবে শুরুতেই তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তার মেঘ। নির্ধারিত সময়ের প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে বৈঠক শুরু হলেও, মূল আলোচনায় এখনও অগ্রগতি নেই বলেই সূত্রের খবর। এই বৈঠককে ঘিরে বিশ্বজুড়ে নজর, কারণ পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুরুতেই ইঙ্গিত মিলছে-সমঝোতার পথ মোটেই সহজ নয়। ইসলামাবাদে আয়োজিত এই বৈঠক নির্ধারিত সময়ের বহু পরে শুরু হয়, যা থেকেই বোঝা যায় আলোচনার আগে থেকেই মতভেদ গভীর ছিল। সূত্রের দাবি, ইরান যে শর্তগুলি আগেই সামনে রেখেছিল, তা নিয়ে এখনও কোনো ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেনি দুই পক্ষ। এই প্রেক্ষাপটে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেও সতর্ক সুরে বলেন, আলোচনা কোন দিকে যাবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। সময়ের সঙ্গে বোঝা যাবে ইরানের আসল মনোভাব। এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট-ওয়াশিংটন নিজেও পরিস্থিতি নিয়ে পুরোপুরি আশাবাদী নয়। এই বৈঠকের অন্যতম প্রধান ইস্যু হল হরমুজ প্রণালী-বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ, যার মাধ্যমে

বিপুল পরিমাণ তেল পরিবহন হয়। ইরান এই প্রণালী দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজের উপর ' ফি' বা কর আরোপের দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে, আমেরিকা এই দাবিকে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে। ট্রাম্প অবশ্য ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে এই প্রণালী খোলা থাকবে এবং বিকল্প জ্বালানি সরবরাহ পথও বিবেচনায় রয়েছে। তবে বাস্তবে এই ইস্যুতে সমাধান না হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বড় প্রভাব পড়তে পারে। ইরানের অন্যতম প্রধান শর্ত হল লেবাননে ইজরায়েলি সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করা এবং যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করা। পাশাপাশি, তারা দাবি করেছে যে পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে মার্কিন সেনা মোতায়েন বা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা যাবে না। এই শর্তগুলি আমেরিকা-এর কৌশলগত স্বার্থের সঙ্গে সরাসরি সংঘাত তৈরি করছে। ফলে আলোচনায় অচলাবস্থা তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল-ইসলামাবাদে দুই দেশের প্রতিনিধি দল উপস্থিত থাকলেও, এখনও পর্যন্ত ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে সরাসরি বৈঠক শুরুই হয়নি। কারণ, ইরানের দেওয়া শর্তগুলি নিয়ে ওয়াশিংটন সম্মত না হওয়ায় আলোচনার টেবিলে বসা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এগিয়ে এসেছে পাকিস্থান। পাকিস্তান এই বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যেই পাক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন মার্কিন প্রতিনিধি দল।

জন্মবার্ষিকীতে জ্যোতিবা ফুলেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী-সহ বিশিষ্টদের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ এপ্রিলঃজন্মবার্ষিকীতে মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলেকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলো গোটা দেশ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ বিশিষ্টজনেরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সংসদ চত্বরের প্রেরণা স্থলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার সকালে মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের ২০০-তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানান।এছাড়াও উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী প্রমুখ মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের ২০০-তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানান। উল্লেখ্য, জ্যোতিরাও ফুলে, যিনি জ্যোতিবা ফুলে নামেও পরিচিত, তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রের একজন সমাজকর্মী, সমাজ সংস্কারক এবং লেখক। তাঁর কর্মজীবন বহু ক্ষেত্রে বিস্তৃত ছিল, যার মধ্যে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদপ্রথার নির্মূল এবং নারী ও নিপীড়িত জাতির মানুষদের শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা অন্যতম।

রাসবিহারীতে প্রচারে দেবাশীষ কুমার, উন্নয়নেই জয়ের আত্মবিশ্বাস তৃণমূল প্রার্থীর

কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জোরকদমে প্রচারে নেমেছেন রাসবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাশীষ কুমার। শনিবার তিনি ৮৯ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক এলাকায় ঘুরে জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের সমস্যার খোঁজখবর নেন এবং গত পাঁচ বছরে এলাকার উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন।প্রচারের ফাঁকে দেবাশীষ কুমার জানান, গত পাঁচ বছরে রাসবিহারী কেন্দ্রে যে পরিকাঠামোগত ও সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে, তার ভিত্তিতেই মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের উপর ভরসা রাখবে। বিরোধীরা অনুন্নয়নের অভিযোগ তুললেও, তা মানুষের মধ্যে কোনও প্রভাব ফেলবে না বলেই তাঁর দাবি। পাশাপাশি তিনি বিরোধীদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে বলেন, কোথায় উন্নয়ন হয়নি তা স্পষ্ট করে দেখাতে হবে।উল্লেখ্য, গত নির্বাচনে তিনি প্রায় ২১ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। এবারে সেই ব্যবধান আরও বাড়তে পারে কিনা, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষের সমর্থন থাকলে জয় নিশ্চিত। এছাড়াও এসআইআর সংক্রান্ত ইস্যুতে অধিকাংশ হিন্দু নাম বাদ পড়ার অভিযোগ নিয়েও সরব হন তৃণমূল প্রার্থী। গোটা বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক বলে জানান।

পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আবহে আবু ধাবিতে এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি ও আবু ধাবি, ১১ এপ্রিল ঃ পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আবহে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর আবু ধাবিতে শনিবার গেলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। সেখানে তিনি ১১ দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা পর্যালোচনা ও ব্যাপক কৌশলগত বৈঠক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। আজ ও ১২ এপ্রিল দুই দিন দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা পর্যালোচনা ও ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন জয়শঙ্কর।এর আগে ৯ ও ১০ এপ্রিল মরিশাস সফরে যান বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। সেখান থেকেই তিনি সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর আবু ধাবিতে ছিলেন। পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আবহে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের এই সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার ওপর জোর দিলেন তিনি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

তামিলনাড়ুতে এবার পরিবর্তন অবশ্যসম্ভাবী, জয় হবে এনডিএ-রঃতামিলসাই সৌঃদররাজন

চেন্নাই, ১১ এপ্রিল ঃতামিলনাড়ুতে এবার পরিবর্তন অবশ্যসম্ভাবী, জয় হবে এনডিএ-র, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন বিজেপি প্রার্থী তামিলসাই সৌন্দররাজন। শনিবার চেন্নাইয়ে নির্বাচনী প্রচারের ফাঁকে তামিলসাই সৌন্দররাজন বলেন, প্রচার অভিযান খুব ভালোভাবে চলছে, মানুষ ব্যাপক উৎসাহ দেখাচ্ছে। তাদের অভিব্যক্তি, শারীরিক ভাষা এবং স্নেহ সবই বিজয় এবং একজন আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল বিধায়কের আকাঙ্ক্ষার দিকে ইঙ্গিত করছে। আগের বিধায়ক জনগণের অর্থের অপব্যবহার করেছেন এবং নিজেকে

তাঁদের থেকে দূরে রেখেছেন, কিন্তু আমরা জনগণের কাছে সহজলভ্য থাকব।তিনি আরও বলেন, গতকাল আমি মস্যজীবীদের এলাকা পরিদর্শন করেছি, যেখানে জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কেউ কেউ তাদের জমি রক্ষার জন্য কারারুদ্ধও হয়েছেন। নির্মিত বাড়িগুলি যোগ্য প্রান্তিকদের না দিয়ে বিত্তবানদের দেওয়া হয়েছে, যা স্পষ্ট অনিয়ম প্রদর্শন করে। প্রতিটি রাস্তার যত্ন প্রয়োজন এবং মাইলাপুর ও সমগ্র তামিলনাড়ুতে পরিবর্তন নিশ্চিত। এদিকে, ডিএমকে বদলি নিয়ে অনিযমের অভিযোগ করছে, কিন্তু নির্বাচনের সময় এগুলো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তাদের দাবির কোনও ভিত্তি নেই। কঠোর পরিশ্রম করা যে কোনও সরকারের কর্তব্য, তবুও মানুষ এখন প্রকৃত পরিবর্তন চায়। রাজ্যে এবার সরকার পরিবর্তন হবে এবং এনডিএ জিতবে।

উত্তর প্রদেশে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, মোট ভোটার ১৩.৩৯ কোটি

লখনউ(সংবাদ ংসস্থা), ১১ এপ্রিলঃ দীর্ঘ ১৬৬ দিনের এসআইআর প্রক্রিয়া শেষে উত্তর প্রদেশের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নবদীপ রিনওয়া. শুক্রবার লখনউয়ে সাংবাদিক বৈঠকে এই তালিকা প্রকাশ করেন।নতুন তালিকা অনুযায়ী, উত্তর প্রদেশে মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭৯২। আগের

তুলনায় ভোটার বেড়েছে ৮৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৬৭। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৭ কোটি ৩০ লক্ষ ৭১ হাজার ৬১, মহিলা ভোটার ৬ কোটি ৯ লক্ষ ৯৫২৫ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৪,২০৬ জন। এছাড়া ১৮-১৯ বছর বয়সী নতুন ভোটারের সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৬০। মোট ভোটারের মধ্যে ৫৪.৫৪ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৫.৪৬ শতাংশ মহিলা ভোটার।প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কারণে ৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৯৯৬ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৩৬ জনের ক্ষেত্রে নোটিসের পরও সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় নাম বাতিল করা হয়েছে।রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে কয়েকটি জেলায়-প্রয়াগরাজঃ৩.২৯ লক্ষ বৃদ্ধি ।লখনউঃ২.৮৫ লক্ষ বৃদ্ধি। বরেলিঃ২.৫৭ লক্ষ বৃদ্ধি,গাজিয়াবাদঃ২.৪৩ লক্ষ বৃদ্ধি,জৌনপুরঃ২.৩৭ লক্ষ বৃদ্ধি।বিধানসভা কেন্দ্রগুলির মধ্যে সাহিবাবাদ, জৌনপুর, লখনউ পশ্চিম এবং ফিরোজাবাদে সর্বাধিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে।৬ জানুয়ারি প্রাথমিক খসড়া তালিকা প্রকাশের পর ৬ মার্চ পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি গ্রহণ করা হয়। এই সময়ে প্রায় ৮৬.৬৯ লক্ষ আবেদন (ফর্ম-৬) জমা পড়ে নতুন নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য এবং ৩.১৮ লক্ষ আবেদন (ফর্ম-৭) জমা পড়ে নাম বাদ দেওয়ার জন্য।মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, যাঁদের নাম এখনও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তাঁরা ফর্ম-৬ জমা দিয়ে পরবর্তীতেও নাম যোগ করতে পারবেন।প্রশাসনের দাবি, পুরো প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল- বিজেপি, সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস ও বিএসপি-সহ অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করে অভিযোগ ও সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বুথ স্তরেও এজেন্ট দের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ভোটকুশলীদের মতে, এত বড় আকারে ভোটার তালিকার সংশোধন আসন্ন নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে যেসব আসনে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি, সেখানে কয়েক হাজার ভোটারের হেরফেরেই ফলাফল বদলে দিতে পারে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলিও এই চূড়ান্ত তালিকার দিকে কড়া নজর রাখছে বলে জানা গেছে খবর সূত্র থেকে।

বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১এপ্রিলঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। নির্দেশ অনুযায়ী, বিএলওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ (ভিআইএস) বিতরণ করতে হবে এবং ভোটের অন্তত পাঁচ দিন আগে এই কাজ শেষ করতে হবে। কোনওভাবেই একসঙ্গে বা বাল্ক আকারে স্লিপ বিলি করা যাবে না। নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এই কাজ করতে হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট বিএলওর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছে।এছাড়া ভোটকেন্দ্রে ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা, ক্যামেরার সঠিক অবস্থান এবং তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করার দায়িত্বও বিএলও ও সেক্টর অফিসারদের উপর দেওয়া হয়েছে। ভোটের দিনে ভোটারদের সহায়তার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে ' অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ' (ভিএবি) চালু রাখার নির্দেশ রয়েছে, যেখানে ভোটারদের নাম খোঁজার সুবিধাও থাকবে।নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত আলো থাকতে হবে, তবে এমনভাবে যাতে ভোটদানের গোপনীয়তা বজায় থাকে। ভোটের দিন বিএলওদের অন্য কোনও দায়িত্ব না দিয়ে তাঁদের ভোটার সনাক্তকরণের কাজে নিয়োজিত রাখার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীদের উপস্থিতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে নেই জাতি-ধর্মের ভেদাভেদ, গড়বেতার জনসভা থেকে বিজেপিকে তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১১এপ্রিলঃপশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায় নির্বাচনী জনসভা থেকে গত মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলির খতিয়ান তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাধ্যায়। এদিন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত সভা থেকে নাম না করে বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়ে তিনি স্পষ্ট করে দেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে কোনও ধর্ম, বর্ণ বা জাতির ভিত্তিতে ভেদাভেদ করা হয় না।গ।বেতা বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী উত্তরা সিংয়ের সমর্থনে আয়োজিত এই জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যাঁরা আবেদন করা সত্ত্বেও এখনও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পাননি, তাঁরাও খুব শীঘ্রই তা পেতে শুরু করবেন। রাজ্যের মা-বোনেরা আজীবন এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এই প্রকল্পে জাতি-ধর্ম-বর্ণের কোনও স্থান নেই, সকলেই এর সমান অংশীদার।এদিন মুখ্যমন্ত্রী আলু চাষিদের সমস্যার কথা উল্লেখ করে আশ্বস্ত করেন যে, রাজ্য সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে। তিনি বলেন, অন্যান্য ফসলের মতো আলু চাষিদের জন্যও বিমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হয়, তবে সরকার কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবে।গড়বেতার উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তাঁর সরকারের আমলে এই অঞ্চলে শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আইটিআই), সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প, উন্নত মানের রাস্তা ও সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও ' জল স্বপ্ন' প্রকল্পের অধীনে ৩৫টি কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং একটি নতুন বাস টার্মিনাস তৈরি করা হয়েছে। লালগ। সংলগ্ন এই অঞ্চলের পুরনো অশান্ত দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, এক সময় এই এলাকায় হিংসা ও ভয়ের পরিবেশ ছিল, কিন্তু এখন মানুষ শান্তিতে আছেন এবং পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর তিনটি জনসভা নির্ধারিত ছিল। এদিন চন্দ্রকোণা ও গড়বেতার পর বিষ্ণুপুরেও দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার সারেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

মহারাষ্ট্রে মৃদু ভূমিকম্প, রিখটার স্কেলে তীব্র ৪.৭

হিঙ্গোলি, ১১ এপ্রিল ঃ মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্র । শনিবার সকাল ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলি, নান্দেদ এবং পারভানি জেলা জু।ে রিখটার স্কেলে ৪.৭ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়। নান্দেদ জেলার নান্দেদ শহর, আরধাপুর, মুদখেদ, লোহা, নাইগাঁও, হাদগাঁও এবং হিমাযত়নগর তালুকা-সহ অনেক এলাকায় এই কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল-উভয় এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের তথ্য মতে, ভূমিকম্পটির উপকেন্দ্র ছিল হিঙ্গোলি জেলার ভাসমত তালুকের শিরলি গ্রামের উত্তরে। হিঙ্গোলি, পারভানি এবং নান্দেদ জেলার কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের আতঙ্কিত না হতে এবং কোনও ধরনের গুজবে কান না দিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

মুম্বইয়ে দেহব্যবসার পর্দাফাঁস, উদ্ধার ৩ মহিলা, গ্রেফতার ৩

মুম্বই, ১১ এপ্রিল ঃ মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার বোইসারে একটি স্পা সেন্টারে পুলিশের হানায় দেহব্যবসার চক্রের পর্দাফাঁস হয়েছে। অভিযানে তিন মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং স্পা-সংযুক্ত তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মূল অভিযুক্ত এখনও পলাতক। শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বোইসার পূর্বের বেতগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত

অসমে ঘোষিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল, পাশের হার ৬৫.৬২ শতাংশ

গুয়াহাটি, ১১ এপ্রিল ঃ প্রকাশিত 'অসম রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ' (আসাম স্টেট স্কুল এডুকেশন বোর্ড, সংক্ষেপে এএসএসইবি), (পূর্ববর্তী সেকেন্ডারি এডুক্যাশন বোর্ড অব আসাম, সংক্ষেপে এসইবিএ বা সেবা) পরিচালিত মাধ্যমিক (দশম শ্রেণি) পরীক্ষা (এইচএসএলসি) ২০২৬-র ফলাফল। গত শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় এএসএসইবি-র চারটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী সার্বিকভাবে পাশের হার ৬৫.৬২ শতাংশ। শতাংশের হারে এবারও মেয়েদের টেক্কা দিয়েছে ছেলেরা। এবার উল্লেখযোগ্যভাবে মাধ্যমিকের পাশের হার বেড়েছে। গতবার (২০২৫) পাশের হার ছিল ৬৩.৯৮ শতাংশ, তবে ২০১৪ সালে পাশের হার ছিল ৭৫.৭ শতাংশ।মেধা তালিকায় প্রথম তিন স্থান দখল করেছে চার শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বজালি জেলার অন্তর্গত পাটাসারকুচির শংকরদেব শিশু নিকেতনের জ্যোতির্ময় দাস। জ্যোতির্ময় লাভ করেছে সব্বমোট ৫৯১ নম্বর। এছাড়া বিশ্বনাথ জেলার অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী জাতীয়

বিদ্যালয়ের আকাঙ্ক্ষা ভুইয়াঁ। আকাঙ্ক্ষা ভুইয়াঁ পেয়েছে সব্বমোট ৫৮৯ নম্বর। তৃতীয় স্থান দখল করেছে দুই শিক্ষার্থী। তারা ডিব্রুগড়ের লিটিল ফ্লাওয়ার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের জিয়া ফারাহ ইসলাম এবং নলবাড়ির লিটিল ফ্লাওয়ার স্কুলের সুরজি আখতার। জিয়া এবং সুরজিতের প্রাপ্ত মোট নম্বর ৫৮৮।গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল ৪,২৯,২৪৯ জন। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১,৮৬,৪৬৮ জন ছিল ছেলে এবং ২,৪২,৭৮১ জন ছিল মেয়ে। তাদের মধ্যে মোট ২,৮১,৭০১ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। মোট ৪,৩৮,৫৬৪ জন পরীক্ষার্থী আবেদন করেছিল। এর মধ্যে ৯,৩১৫ জন অনুপস্থিত ছিল ১৩৫ জন পরীক্ষায় অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত অভিযোগে বহিষ্কৃত হয়েছিল। এছাড়া পাঁচজনের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। ফলাফলের হিসাবে ছেলেদের পাশের হার ৬৭.৭৮ শতাংশ, আর মেয়েদের ৬৩.৯৬ শতাংশ।বিভাগভিত্তিক ফলাফলে দেখা গেছে, ৮৫,১৮৯ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ৩,৯৮৩ জন ডিস্টিংশন এবং ১৩,৬৮১ জন স্টার মার্ক পেয়েছে। মোট ১,৫০,১৬৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৪৬,৩৪৫ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে ৯৯,০৬২ জন লেটার মার্ক অর্জন করেছে।জেলাভিত্তিক ফলাফলে ডিমা হাসাও ৮৮.২৩ শতাংশ পাশের হার নিয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছে। গত বছর রাজ্যের ৩৩টি জেলার মধ্যে ৮১ শতাংশ পাশ করে ডিমা হাসাও জেলার অবস্থান ছিল নবম স্থানে। এবার ৮৪.০৮ শতাংশ পাশ করে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে শিবসাগর এবং ৭৮.৪৬ শতাংশ পাশ করে তৃতীয় স্থান দখল করেছে ডিব্রুগড় জেলা। সবচেয়ে কম পাশের হার কাছাড় জেলায়। কাছাড়ে পাশের হার মাত্র ৪৯.১৩ শতাংশ। শ্রেণিভিত্তিক ফলাফলে সমতল তফশিলি জনজাতি (এসটি-পি) শ্রেণির পাশের হার সর্বোচ্চ ৭৩.৬৫ শতাংশ। এর পরেই অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণি ৭১.৬৫ শতাংশ, সংখ্যালঘু অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণি ৭০.৯৪ শতাংশ এবং চা-জনজাতি শ্রেণির পাশের হার ৫০.৫১ শতাংশ।

সফল চন্দ্রাভিযান, নাসার চার মহাকাশচারী ফিরলেন নির্বিঘ্নেই

ক্যালিফর্নিয়া, ১১ এপ্রিল ঃ সফল চন্দ্রাভিযান সেরে নাসার চার মহাকাশচারী ফিরলেন নির্বিঘ্নেই। ১০ দিন পর শনিবার সকালে (ভারতীয় সময়) নাসার মহাকাশচারীরা পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ার উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে নির্বিঘ্নেই নেমেছে ক্যাপসুল। নাসার এই চন্দ্রাভিযানের নাম 'আর্টেমিস ২'। ২০২৮ সালে এই অভিযানের তৃতীয় পর্যায়ে চাঁদে ফের মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে নাসার।গত ২ এপ্রিল ভোরে (ভারতীয় সময়) চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল নাসার মহাকাশযান। তাতে ছিলেন কমান্ডার রিড ওয়াইসম্যান, পাইলট ভিক্টর গ্লোভার, অভিযান বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টিনা কচ এবং জেরেমি হানসেন। প্রায় ১০ দিন পৃথিবীর বাইরে কাটিয়ে চাঁদের কাছ থেকে ঘুরে আবার তাঁরা ফিরে এলেন। ' আর্টেমিস ২'-এর লক্ষ্য চাঁদের মাটিতে পা রাখা নয়। বরং চাঁদের সামনে থেকে ঘুরে আসা। সব কিছু ঠিক থাকলে ২০২৮ সালে অভিযানের তৃতীয় ধাপে চাঁদে নামবে মানুষ।পৃথিবী থেকে ৪ লক্ষ ৬ হাজার ৭৭৮ কিলোমিটার দূরে গিয়ে আবারও পৃথিবীতে ফিরে এলেন চার মহাকাশচারী। তাঁদের এই রুদ্ধশ্বাস অভিযানের দিকে নজর ছিল গোটা বিশ্বের। শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীতে প্রবেশ করে মহাকাশযানটি। সেই সময় প্রায় ছ'মিনিট মহাকাশচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে শেষ পর্যন্ত সব কিছু ভালভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। তবে চার মহাকাশচারীর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন মোটেই সহজ ছিল না। কারণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় ঘর্ষণের জেরে আগুনের লেলিহান শিখা কার্যত গ্রাস করে ওরিয়ন ক্যাপসুলটিকে।

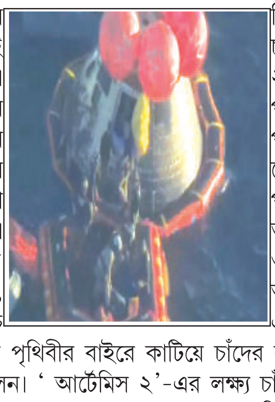

১২-১৪ এপ্রিল প্যারিস ও বার্লিন সফরে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ এপ্রিল ঃ আমেরিকার পর এবার ফ্রান্স ও জার্মানি সফরে যাচ্ছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি। ১২-১৪ এপ্রিল পর্যন্ত প্যারিস ও বার্লিন সফর করবেন তিনি। প্যারিসে ফরাসি বিদেশ মন্ত্রকের মহাসচিব মার্টিন ব্রিয়েন্সের সঙ্গে যৌথভাবে ভারত-ফ্রান্স পররাষ্ট্র দফতর পরামর্শ সভার সহ-সভাপতিত্ব করবেন বিক্রম এবং প্রতিরক্ষা, বেসামরিক পারমাণবিক শক্তি, মহাকাশ, সাইবার ও ডিজিটাল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), উদ্ভাবন এবং জনগণের মধ্যে আদান-প্রদান ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন। এছাড়াও তিনি সাম্প্রতিক বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ঘটনাবলী নিয়েও কথা বলবেন।বার্লিনে বিদেশ সচিব মিস্রি জার্মান বিদেশ দফতরের স্টেট সেক্রেটারি ডঃ গেজা আন্দ্রেয়াস ফন গেয়ারের সঙ্গে যৌথভাবে ভারত-জার্মানি বিদেশ দফতর পরামর্শ সভার সহ-সভাপতিত্ব করবেন। এই আলোচনায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, প্রযুক্তি, সবুজ শক্তি, উন্নয়ন সহযোগিতা, শিক্ষা এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক-সহ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বিদেশ সচিব উভয় স্থানেই অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গেও সাক্ষা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনকাল পশ্চিমবঙ্গে ভয় ছাড়া কিছুই দেয়নিঃনরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কাটোয়া, ১১ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নির্বাচনী জনসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনকাল পশ্চিমবঙ্গে ভয় ছাড়া কিছুই দেয়নি। নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ এবার পরিবর্তনের জন্য তৈরি।প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গকে উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে। গত শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি নির্বাচনী সংকল্প পত্র প্রকাশ করেছে। এতে আমার দেওয়া ৬টি নিশ্চয়তা বাস্তবায়নের একটি রূপরেখা রয়েছে। এই চমকার ইস্তেহারের জন্য আমি আমার পশ্চিমবঙ্গের সকল বিজেপি সহকর্মীকে অভিনন্দন জানাই। মোদীর নিশ্চয়তা হলো তৃণমূলের নির্মম সরকারের ভয়কে আস্থায় রূপান্তরিত করা। আর এই নিশ্চয়তা

কীভাবে পূরণ করা হবে... তার সম্পূর্ণ নীলনকশা বিজেপির ইস্তেহারে রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসন বাংলার প্রতিটি নাগরিক ও প্রতিটি পরিবারের মনে কেবল ভয়ই এনেছে। এই নির্বাচন সেই ভয় দূর করার জন্য। আমাদের এমন এক বাংলা গড়তে হবে যা তৃণমূলের ভয়মুক্ত এবং বিজেপি-র আস্থায় পরিপূর্ণ। একটি উন্নত বাংলার পথে এটাই হবে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ।

বাসের চালক ও খালাসিদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের ব্যবস্থা চালু করেছে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,১১এপ্রিলঃভোটের দায়িত্বে থাকা বাসের চালক ও খালাসিদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের ব্যবস্থা চালু করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে প্রায় ১৫০০ বাস ও মিনিবাস নির্বাচন কাজে নিয়োজিত থাকবে। এতে প্রায় ৫০০০ বাসকর্মী সরাসরি যুক্ত থাকবেন বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। ভোটের দিন ডিউটির কারণে তাঁরা যাতে নিজেদের কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে না পারার সমস্যায় না পড়েন, সেই কারণেই এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে গাড়ির মালিক ও সংগঠনগুলিকে নিকটবর্তী পাবলিক ভেহিকেলস ডিপার্টমেন্ট (পিভিডি) অফিস থেকে ফর্ম ১২ সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট চালক ও খালাসিদের মধ্যে বিলি করতে বলা হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, চালক ও খালাসিদের সেই ফর্ম যথাযথভাবে পূরণ করে জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন দফতরে। সঙ্গে জমা দিতে হবে ইপিক কার্ডের প্রতিলিপি, গাড়ির মালিকের ঘোষণাপত্র এবং গাড়ি রিকুইজিশনের কপিও।কমিশন সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, আগামী ১৩ এপ্রিলের মধ্যে সমস্ত নথি-সহ ফর্ম ১২ জমা দিতে হবে। যদিও বাস মালিকদের একাংশ এই সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানাতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই বাস মালিক সংগঠনগুলির তরফে রাজ্য পরিবহণ দফতরের কাছে এই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। তাঁদের দাবি ছিল, নির্বাচন ডিউটিতে থাকা বাসকর্মীদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কমিশনের এই সিদ্ধান্তে সেই দাবিরই বাস্তবায়ন হল বলে মনে করা হচ্ছে।

আইপিএলে খেলার দুয়ার খুলে গেল জর্জ লিন্ডার

লখনউ, ১১ এপ্রিলঃ আইপিএলে খেলার দুয়ার খুলে গেল জর্জ লিন্ডার। দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডারকে দলে নিল লখনউ সুপার জায়ান্টস।চোটে ছিটকে পড়া ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার বদলি হিসেবে লিন্ডাকে নেওয়ার কথা শুক্রবার জানিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ৩৪ বছর বয়সী ক্রিকেটারকে ভিত্তিমূল্য ১ কোটি টাকাতে নিয়েছে লখনউ। এই প্রথম আইপিএলে খেলার সুযোগ পেলেন প্রোটিয়াদের হয়ে তিনটি টেস্ট, চারটি ওয়ানডে ও ৩৭ টি-টোয়েন্টি খেলা লিন্ডা। দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এসএটোয়েন্টি , ইংল্যান্ডের একশ বলের টুর্নামেন্ট দা হান্ড্রেড, যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেট ও পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) খেলার অভিজ্ঞতা আছে তার।

রাশিফল

মেষঃ মেষ রাশির জন্য দিনটা সমৃদ্ধি আর আনন্দে ভরা থাকবে। আপনার আত্মবিশ্বাস আর এনার্জি লেভেল অনেক উঁচুতে থাকবে, যার জন্য আপনি চারপাশের মানুষদেরও পজিটিভ এনার্জি দিতে পারবে।

বৃষঃ অন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। আপনার মামা বা মাতামহের পক্ষে আপনাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা সম্ভব। আপনি পরিচিত কেউ অর্থকড়ি সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে অত্যধিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে, যা ঘরে অস্বস্তিকর মূহুর্ত নিয়ে আসবে।

মিথুনঃ আপনার চারপাশের পরিস্থিতি বুঝতে কিছুটা অসুবিধা হতে পারে। বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলার সময়. আপনি বিরক্তি বা হতাশা অনুভব করতে পারেন, যা আপনার মনের উপর প্রভাব ফেলবে। আপনি হয়তো অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যেতে পারেন।

কর্কট রাশি ঃআপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছেন, তাই আপনার প্রকৃত সম্ভাবনা উপলব্ধি করুন। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। আপনার পরিবারের সাথে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রত্যেককে এক হালকা এবং আনন্দদায়ক মেজাজে রাখবে।

সিংহঃ আজকের দিনটা সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য খুবই ইতিবাচক আর আনন্দময. হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

কন্যাঃকিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। অর্থ যে কোনও সময় প্রয়োজন হতে পারে, তাই আপনার আর্থিক পরিকল্পনা করুন এবং এখনই যতটা সম্ভব সঞ্চয়. করা শুরু করুন। ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াও কিছু দাতব্য কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন। এটা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কোন সাহায্য করবে না। আপনাকে উভয়ের প্রতি সমান মনোযোগ দিতে হবে।

তুলাঃ আজকের দিনটা তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নানা রকম অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। আজ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে হালকা মনোমালিন্য বা মতবিরোধের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। কাছের মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় পুরোপুরি স্বস্তি নাও পেতে পারেন, যার ফলে টেনশন বাড়তে পারে।

বৃশ্চিকঃ আপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। শুভদিন

ধনুঃ আজ ধনু রাশিদের জন্য দিনটা খুবই ইতিবাচক। আজ আপনার এনার্জি অনেক বেশি থাকবে, আর আপনি জীবনে নতুন কিছু চেষ্টা করার জন্য খোলা মনে থাকবেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে

মকরঃ আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। সাময়িক ঋণের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন। প্রেম আসতে পারে।

কুম্ভঃ আজ কুম্ভ রাশির জন্য দিনটা অনেক পজিটিভ এনার্জিতে ভরা। আজ আপনি আশপাশের মানুষদের সঙ্গে মজার আর ইন্টারেস্টিং কথাবার্তা বলার সুযোগ পাবেন, যা আপনার মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

মীনঃ কোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে। সন্তান হতে পারে আজ। ব্যবসায় সাফল্য হতে পারে আজকে । শুভ রং লাল হবে

আবহাওয়া

চৈত্র মাস শেষ হতে আর হাতেগোনা কয়েক দিন বাকি। তার পরেই গ্রীষ্মের আগমন। তবে বৈশাখ পড়ার আগেই পারদ চড়বে পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যের বিস্তীর্ণ প্রান্তে পাঁচ থেকে সাত ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। গরম বাড়বে কলকাতাতেও। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি কম।পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মূলত শুষ্ক হাওয়া বইছে। তার ফলে ১৩ থেকে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়া থাকবে। আপাতত ঝ।-বৃষ্টির আর সম্ভাবনা নেই। উল্টে চ।বে তাপমাত্রার পারদ। আগামী পাঁচ দিনে সাত ডিগ্রি পর্যন্ত দিনের তাপমাত্রা বা।তে পারে দক্ষিণবঙ্গে। তার পর কিছু দিন পারদ একই রকম থাকবে। উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়তে পারে তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯২ শত করা এবং সর্বনিম্ন ৫০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টি হয়নি আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০২ টা ৫১ মিনিটে। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৪২মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৫মিনিটে হতে পারে।

এক নজরে কলকাতায় বন্দরের বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিং

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১১ এপ্রিল ঃ রাকেশ সিং এবার কলকাতায় বন্দর এলাকায় বিজেপির প্রার্থী। রাকেশ সিং আর যাই হোক তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাজ হাকিমকে জে একটা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কে এই রাকেশ সিং? মাদক পাচার থেকে শুরু করে দাঙ্গায় উসকানি, খুনের চেষ্টা, দখলদারি, এমনই একাধিক মামলার খাঁড়া মাথায় ঝুলছে। নয় নয় করে এই সংখ্যা নব্বইয়ের বেশি। অর্ধেকটা সময়ই কেটেছে কারাবাসে। কোনও কোনও মামলায় জামিন পেলেও জেলের বাইরে বেরনোর সুযোগ হয়নি। তবে ছাব্বিশের ভোটের মুখেই চমক! বন্দর এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতী রাকেশ সিংকে জামিন দেয় আদালত। পরদিনই তাঁর জেলমুক্তি ঘটে। এবং বিজেপি ঘোষণা করে, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতা বন্দরে তাদের প্রার্থী রাকেশ সিং। তিনি লড়বেন রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে। এহেন 'দাগি' প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর থেকে আমজনতার কৌতূহল তাঁর সম্পত্তি ও মামলার দিকে। কিন্তু হলফনামায় দেখা গেল, রাকেশ ধনী নন মোটেও। বাড়ি, গাড়ি কিছুই তাঁর নেই। একনজরে দেখে নিন কলকাতা বন্দরের বিজেপি প্রার্থীর সম্পত্তি কত। নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী, রাকেশ সিংয়ের হাতে নগদ রয়েছে ৩৯ হাজার টাকা। ব্যাঙ্কে জমা অর্থের পরিমাণও বেশ কম, মাত্র ৪৬ হাজার ৭২৪ টাকা। গয়না রয়েছে মোট ২১০ গ্রাম, যার বাজারমূল্য ২৫ লক্ষ টাকা। বিনিয়োগ নেই কোথাও। তবে প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যক্তিগতভাবে ধার দেওয়া তাঁর, তা ফেরতের গ্যারান্টি নেই। এছাড়া রাকেশ সিংয়ের ব্যক্তিগত গাড়ি বা ঋণ কিছুই নেই। সবমিলিয়ে তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ মোট ১ কোটি ৪ লক্ষ ১২ হাজার ১৫২ টাকা। স্থাবর সম্পত্তি বলতে তাঁর বাড়ি বা কৃষিজমি নেই। রয়েছে কিছু অকৃষিজ জমি। যার মোট মূল্য ৫২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। বিজেপি প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ।

কলকাতা পুলিশে ফের বড়সড় রদবদল, বদলি একাধিক শীর্ষ আধিকারিক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ ভোটের মুখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও কড়া করতে ফের একবার কলকাতা পুলিশে ব্যাপক রদবদল করল নির্বাচন কমিশন। এবার বদলি করা হয়েছে ১১ জন আইপিএস এবং একজন ডব্লু বি পি এস অফিসারকে। এই তালিকায় রয়েছেন কলকাতা পুলিশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা আধিকারিকরা, যার মধ্যে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) পদও রয়েছে। পাশাপাশি আরও দুই যুগ্ম কমিশনারকেও বদলি করা হয়েছে। শুধু কলকাতা নয়, জেলার পুলিশ প্রশাসনেও প্রভাব পড়েছে এই সিদ্ধান্তে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার এসডিপিওকেও সরানোর নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। একই সঙ্গে একাধিক থানার আইসি ও ওসি পদেও রদবদল করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ডি আই জি সি আই ডি পদে থাকা আইপিএস সোমা দাসকে কলকাতা পুলিশের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ডিআইজি পার্সোনাল পদে থাকা সুদীপ সরকারকে জয়েন্ট সিপি (হেড কোয়ার্টার) পদে আনা হয়েছে। আবার এসটিএফের ডিআইজি পদে থাকা দেবাশিস দাসকে কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ইন্টেলিজেন্স) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও সাউথ, নর্থ এবং সাউথ ইস্ট ডিভিশনের নেতৃত্বেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। তালিকায় রয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্তা, যাঁদের দায়িত্বে রদবদল করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ভোট ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের প্রশাসনে একাধিক পরিবর্তন আনছে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব পদে রদবদল করা হয়েছে। এমনকী কলকাতা পুলিশ কমিশনার পদেও পরিবর্তন আনা হয়। এই ধারাবাহিক রদবদল নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্কও কম হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এমনকী এই বদলির বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টে মামলাও করা হয়েছিল, যদিও আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। সব মিলিয়ে ভোটের আগে প্রশাসনিক স্তরে কড়া নজরদারি বজায় রাখতে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

ভোটের আগে কড়া নজরদারি, কলকাতায় কোটি টাকার নগদ, অস্ত্র ও মাদক বাজেয়াপ্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই শহর জুড়ে নজরদারি জোরদার করেছে কলকাতা পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং অবৈধ লেনদেন রুখতে একাধিক অভিযান চালিয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নগদ টাকা, অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত এই সংক্রান্ত যে পরিসংখ্যান সামনে এসেছে, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসন মহল। লালবাজার সূত্রে খবর, ১ জানুয়ারি থেকে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে মোট ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা হিসাব-বহির্ভূত নগদ হিসেবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে নগদ লেনদেনের উপর বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেই জানিয়েছে পুলিশ। একইসঙ্গে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে, যা আইনশৃঙ্খলার দিক থেকে উদ্বেগজনক বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ে মোট ৩৪টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ২২৮টি বোমা এবং ৮৩টি গোলাবারুদ। এর সঙ্গে রয়েছে প্রায় ৩৪.২ কেজি বিস্ফোরক। এই সমস্ত ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৩৪টি মামলা রুজু হয়েছে এবং গ্রেফতার করা হয়েছে ২৭ জনকে। পুলিশ সূত্রে দাবি, এই অভিযানগুলি আরও জোরদার করা হবে এবং শহরের প্রতিটি সংবেদনশীল এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। অন্যদিকে, মাদকবিরোধী অভিযানেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে কলকাতা পুলিশ। গাঁজা ও হেরোইনের মতো নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। পরিসংখ্যান বলছে, মোট ১৬১.৫৪ কেজি গাঁজা এবং ০.৫৪৩ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৫০টি কাশির ওষুধের শিশি উদ্ধার হয়েছে, যেগুলি বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে সন্দেহ। এই সমস্ত ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি, বেআইনি মদের বিরুদ্ধেও অভিযান চালিয়ে ৮৩৬.৯৩ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। শুক্রবারও শহরের বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালানোর সময় একাধিক ঘটনা সামনে আসে। জোড়াসাঁকো এলাকায় নাকা চেকিংয়ের সময় একটি বড় অঙ্কের নগদ টাকা উদ্ধার হয়। এমডি রোড ও স্ট্র্যান্ড রোডের সংযোগস্থলে তল্লাশির সময় পুলিশের ফ্লাইং স্কোয়াড এক যুবককে আটক করে। তাঁর নাম প্রেমকুমার দাস। তাঁর ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৫০০ টাকা। এই বিপুল পরিমাণ নগদের উৎস সম্পর্কে সন্তোষজনক কোনও উত্তর দিতে পারেননি তিনি। জিজ্ঞাসাবাদে জানান, এই টাকা তাঁর ব্যবসা সংক্রান্ত, তবে সেই দাবির পক্ষে কোনও বৈধ নথি দেখাতে না পারায় সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এছাড়াও, ময়দান এলাকায় কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি নারকোটিক সেলের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ গাঁজা। শুক্রবার সকালে চালানো ওই অভিযানে প্রায় ২০ কেজি নিষিদ্ধ গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই ঘটনায় জয়দেব পাইক, রাজু সর্দার এবং উষা সর্দার নামে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় মাদক চক্র সক্রিয় ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছিল। সব মিলিয়ে, নির্বাচনকে সামনে রেখে কলকাতা পুলিশের এই ধারাবাহিক অভিযান শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, কোনওভাবেই অবৈধ কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। ভোটের আগে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মতুয়াগড়ে পারিবারিক লড়াই, বাগদায় মেয়ে বনাম বউমা-সম্পত্তির হিসেব ঘিরে চর্চা তুঙ্গে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১১ এপ্রিল ঃ এসআইআর-পরবর্তী বাংলার ভোটে মতুয়াগড় তথা বাগদা কেন্দ্র ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। তবে এবারের লড়াই শুধুমাত্র দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা যেন ঢুকে পড়েছে একেবারে পরিবারের অন্দরেও। ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে এক ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি, যেখানে মুখোমুখি লড়াইয়ে নেমেছেন একই পরিবারের দুই সদস্য;মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুর এবং বউমা সোমা ঠাকুর। একজন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, অন্যজন বিজেপির হয়ে লড়ছেন। ফলে এই কেন্দ্র ঘিরে রাজনৈতিক কৌতূহল যেমন বাড়ছে, তেমনই তাঁদের হলফনামায় প্রকাশিত সম্পত্তির হিসেব নিয়েও শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর, যিনি মতুয়া সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব মমতাবালা ঠাকুরের কন্যা, ইতিমধ্যেই এলাকায় নিজের রাজনৈতিক পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। গত উপনির্বাচনে বাগদা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে তিনি নজর কাড়েন এবং এবারও দল তাঁর উপর আস্থা রেখেছে। তাঁর জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তাঁর কাছে নগদ ছিল ৩২ হাজার ৫২০ টাকা। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তাঁর একাধিক অ্যাকাউন্ট রয়েছে, যেখানে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ১০ টাকা। অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে মধুপর্ণা বেশ এগিয়েই রয়েছেন। তাঁর কাছে রয়েছে ১৩৮.৬২ গ্রাম সোনার গয়না, যার বাজারমূল্য প্রায় ১৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৭০ টাকা। সব মিলিয়ে তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫০১ টাকা। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট শক্ত অবস্থানে রয়েছেন। তাঁর নামে রয়েছে দুটি কৃষিজমি, যার বর্তমান বাজারদর প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। এছাড়া রয়েছে দুটি বাড়ি, যার মোট মূল্য ২২ লক্ষ ৬২ হাজার ৮১০ টাকা। সব মিলিয়ে তাঁর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৩২ লক্ষ ৬২ হাজার ৮১০ টাকা। অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুর, যিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী, তিনিও এই লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুখ। ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করা সোমা নিজেকে সমাজকর্মী এবং 'গুরু মা' হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর হলফনামা অনুযায়ী, মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তাঁর কাছে নগদ ছিল ৪০ হাজার ২৫০ টাকা এবং ব্যাঙ্কে সঞ্চয় ছিল ১ লক্ষ ৬ হাজার ৪০৭ টাকা। তাঁর নামে কোনও ব্যক্তিগত গাড়ি নেই। অস্থাবর সম্পত্তির হিসেবে সোমার অবস্থান তুলনামূলকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে। তাঁর কাছে রয়েছে ৭০ গ্রাম সোনার গয়না, যার বাজারদর ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮২৩ টাকা। এছাড়া স্বামীর সঙ্গে যৌথভাবে রয়েছে ৮৬ হাজার ৯০০ টাকার ঋণ। সব মিলিয়ে তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৮০ টাকা। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে তাঁর নামে কোনও পৃথক জমি নেই। তবে স্বামীর সঙ্গে যৌথ মালিকানায় ২ কাঠা ৪ ছটাক জমির উপর নির্মিত একটি বাড়ি রয়েছে, যার বাজারমূল্য ১ লক্ষ ৯ হাজার ৩৩ টাকা। এখানেই শেষ নয়, এই সমীকরণে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, যার সম্পত্তির পরিমাণ সোমার তুলনায় বহু গুণ বেশি। তাঁর হলফনামা অনুযায়ী, মনোনয়ন জমার সময় তাঁর হাতে ছিল ৬০ হাজার ৫১৫ টাকা নগদ। ব্যাঙ্কে তাঁর সঞ্চয়ের পরিমাণ ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৩ টাকা। এছাড়া রয়েছে দুটি গাড়ি এবং ২৫০ গ্রাম সোনার গয়না, যার বাজারমূল্য ১৮ লক্ষ ৩ হাজার ৭৫০ টাকা। সব মিলিয়ে তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৩ হাজার ৩০৮ টাকা। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেও তাঁর নামে কোনও আলাদা জমি নেই, তবে একই যৌথ মালিকানাধীন বাড়ির অংশীদার তিনি। এই প্রেক্ষাপটে বাগদা কেন্দ্রের নির্বাচন এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। একদিকে মায়ের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বহন করা মেয়ে, অন্যদিকে স্বামীর রাজনৈতিক পথ অনুসরণ করা বউমা;এই পারিবারিক দ্বন্দ্বই এখন ভোটের ময়দানে বড় আকর্ষণ। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের মতে, মতুয়া ভোটব্যাঙ্কের উপর এই লড়াইয়ের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সব মিলিয়ে, সম্পত্তির নিরিখে মধুপর্ণা ঠাকুর যেখানে এগিয়ে, সেখানে সোমা ঠাকুর তুলনামূলকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে। তবে ভোটের ফলাফল শুধুমাত্র সম্পত্তির উপর নির্ভর করে না, বরং মানুষের সমর্থনই শেষ কথা বলে। এখন দেখার, এই পারিবারিক ও রাজনৈতিক লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কার মুখে হাসি ফোটে। বাগদার ভোটের ফলাফলই দেবে সেই উত্তর।

সুপ্রিম নির্দেশে বকেয়া ডিএ-ডিআর মেটাতে উদ্যোগী রাজ্য, অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ প্রদান প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় এবার পেনশনভোগী এবং পারিবারিক পেনশনভোগীদের বকেয়া ডিএ-সহ মহার্ঘ ত্রাণ বা ডিআর মেটানোর উদ্যোগ নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। প্রশাসনিক স্তরে এই সিদ্ধান্তকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে, কারণ দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া ডিএ ও ডিআর প্রদানের দাবিতে সরব ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রক্রিয়া জানিয়ে সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল (অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড এন্টাইটেলমেন্ট), পশ্চিমবঙ্গ দফতর। কলকাতার ট্রেজারি বিল্ডিংস থেকে প্রকাশিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০০৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের বকেয়া ডিএ ও ডিআর প্রদান করা হবে। তবে পুরো অর্থ একসঙ্গে মেটানো হচ্ছে না। প্রথম পর্যায়ে ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া মেটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই এই অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে দীর্ঘদিনের আইনি জট কাটিয়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা তাঁদের প্রাপ্য অর্থ পাওয়ার আশা করছেন। রাজ্য সরকারের তরফে এই প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও দ্রুত করার জন্য একটি বিশেষ ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক পেনশনভোগীর জন্য আলাদা হিসাব তৈরি করা হচ্ছে, যাতে নির্ভুলভাবে তাঁদের প্রাপ্য বকেয়া নির্ধারণ করা যায়। প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের তত্ত্বাবধানে এই পুরো কাজটি পরিচালিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা পুরসভা এলাকার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পেনশনভোগীদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই তথ্যের ভিত্তিতেই প্রতিটি পেনশনভোগীর বকেয়া অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে এবং তা সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। এই বিষয়ে সম্প্রতি রাজ্যের অর্থ দফতর, প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের দফতর এবং বিভিন্ন অনুমোদিত ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলি দ্রুত পেনশনভোগীদের প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দেবে। ইতিমধ্যেই কিছু ব্যাঙ্ক সেই তথ্য জমা দিয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। বাকি ব্যাঙ্কগুলিকেও দ্রুত তথ্য পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে গোটা প্রক্রিয়া বিলম্বিত না হয়। তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ধাপে ধাপে পেনশনভোগীদের অ্যাকাউন্টে বকেয়া অর্থ পাঠানো হবে। এই পুরো প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও ধরনের গড়মিল না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের দাবি, স্বচ্ছতা বজায় রেখে এবং নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে দ্রুত এই অর্থ প্রদান করা হবে। তবে এখনও কিছু বিষয় অনিশ্চিত রয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে কীভাবে বকেয়া ডিএ ও ডিআর প্রদান করা হবে, সে বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত নির্দেশ জারি হয়নি। সংশ্লিষ্ট দফতর সূত্রে খবর, এই বিষয়ে আলাদা নির্দেশ খুব শীঘ্রই প্রকাশ করা হতে পারে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই সংক্রান্ত একাধিক সরকারি আদেশ ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে, যেখানে বকেয়া ডিএ ও ডিআর প্রদানের নিয়ম ও পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা রয়েছে। ফলে প্রশাসনিক স্তরে প্রস্তুতি অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রাজ্যের পেনশনভোগীদের জন্য এই উদ্যোগ স্বস্তির বার্তা বয়ে এনেছে। এখন সকলের নজর, কবে থেকে এবং কীভাবে ধাপে ধাপে এই বকেয়া অর্থ তাঁদের হাতে পৌঁছয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, দ্রুততার সঙ্গে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে এবং কোনও পেনশনভোগী যাতে তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করা হবে।

আজ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে শুরু হলো নতুন অধ্যায় - একই দিনে কেন্দ্র ও রাজ্যের ৪ প্রথম সারির নেতার ১১টি সভা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ হ্যাঁ, আজ রাজ্য আবার আসছেন প্রধানমন্ত্রী। আছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। আর এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী, অভিষেক ব্যানার্জীর একাধিক সভা তো আছে। সব মিলিয়ে জমজমাত ভোটের মিটিং। রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন ২৩ এপ্রিল। হাতে আর মাত্র ১২ দিন। বঙ্গ রাজনীতির হাওয়া উত্তপ্ত। ক্রমশ সেই পারদ চড়ছে। কর্মীদের চাঙ্গা করতে ও দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে আজ, শনিবার ফের রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজ্যের তিন জায়গায় সভা করবেন তিনি। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যজুড়ে প্রচার করছেন।এদিন তাঁর চারটি সভা রয়েছে।সাঁইথিয়ায় রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা। মেমারিতে রয়েছে রোড শোও। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি ও বাঁকুড়ার ছাতনাতে থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সব মিলিয়ে মেগা শনিবার রাজনৈতিক বাক-যুদ্ধ দেখতে চলছেন রাজ্যবাসী। ছাব্বিশের নির্বাচনী যুদ্ধে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে চলছে মহিলা ভোট। দিনের আলোর মতো তা পরিষ্কার। সেই অস্ত্রেই শান দিচ্ছে সব রাজনৈতিক দল। সেই ভোট যেন বিজেপির দিকেই থাকে সংকল্পপত্র প্রকাশের সেই লক্ষ্যেই শনিবার পূর্ব বর্ধমানের কালনায় প্রথম সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তারপর জঙ্গিপুর ও বালুরঘাটের কুশমণ্ডিতে তাঁর জনসভা রয়েছে। এদিকে আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়াতে কেশিয়াড়ি, গোপীবল্লভপুর ও ঝাড়গ্রাম শহর, ও বড়জোড়ায় জনসভা করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চারটি সভায় মূল লক্ষ্য হবেন মোদি -শাহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজ্যের উন্নয়ন ও আগামিদিনের পরিকল্পনা তুলে ধরবেন তৃণমূলনেত্রী।

ঋতুপর্ণার হলফনামায় কোটি টাকার সম্পত্তির খতিয়ান প্রকাশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১১ এপ্রিল ঃ উত্তর ২৪ পরগনা বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন ঋতুপর্ণা আঢ্য। রাজনীতির পাশাপাশি ব্যবসা ও সোশ্যাল মিডিয়া জগতে তাঁর পরিচিতি থাকায় সাধারণ মানুষের আগ্রহও তাঁকে ঘিরে অনেকটাই বেশি। অতীতে তাঁর নাম কিছু বিতর্ক ও তদন্তের সঙ্গেও জড়িয়েছিল বলে জানা যায়। ফলে এবারের নির্বাচনে তাঁর প্রার্থীপদ ঘোষণার পর থেকেই কৌতূহল বেড়েছে বহু গুণ। সেই কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামা, যেখানে উঠে এসেছে তাঁর আয় ও সম্পত্তির বিস্তারিত হিসাব। হলফনামা অনুযায়ী, মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় ঋতুপর্ণা আঢ্যর কাছে নগদ ছিল ৯১ হাজার ৬৬ টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তাঁর মোট আয় ৩৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৮৮ টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একাধিক ব্যাঙ্কে তাঁর মোট ছয়টি অ্যাকাউন্ট রয়েছে, যেখানে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার ২৯৬ টাকা। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ছড়িয়ে থাকা এই সঞ্চয়ের মধ্যে আই ডি বি আই ব্যাঙ্কের বনগাঁ শাখায় দুটি অ্যাকাউন্টে যথাক্রমে ২৩ হাজার ২৬১ টাকা এবং ৭১ হাজার ৬৮৩ টাকা রয়েছে। আই সি আই সি আই ব্যাঙ্কের বনগাঁ শাখায় রয়েছে ৬৪ হাজার ৬২ টাকা এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বনগাঁ শাখায় রয়েছে ১ হাজার ৭০ টাকা। এছাড়া পোস্ট অফিসে তাঁর সঞ্চয় রয়েছে ১০ লক্ষ ১৮ হাজার ২৬৫ টাকা এবং আরও একটি অ্যাকাউন্টে রয়েছে ৬ হাজার টাকা। ব্যাঙ্ক সঞ্চয়ের পাশাপাশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ঋতুপর্ণা যথেষ্ট সক্রিয়। একটি সংস্থার পার্টনারশিপে তাঁর বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬১২ টাকা। এছাড়াও একাধিক ক্ষেত্রে তাঁর বিনিয়োগ রয়েছে বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পদের মধ্যে একটি গাড়িও রয়েছে তাঁর, যার বাজারমূল্য প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা। তবে ওই গাড়ির জন্য তাঁর উপর ঋণের বোঝাও রয়েছে, যা ১৩ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। গয়নার ক্ষেত্রেও তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ কম নয়। ঋতুপর্ণার কাছে রয়েছে ১৫০ গ্রাম সোনা, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ২২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। সব মিলিয়ে তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩৭০ টাকা, যা তাঁকে এই নির্বাচনের অন্যতম ধনী প্রার্থীদের মধ্যে স্থান করে দিয়েছে। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেও তিনি পিছিয়ে নেই। হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর নামে রয়েছে দুটি কৃষিজমি এবং দুটি বাড়ি। এই সমস্ত স্থাবর সম্পত্তির মোট মূল্য প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। ফলে অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি মিলিয়ে তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ বেশ উল্লেখযোগ্য। উচ্চমাধ্যমিক পাশ ঋতুপর্ণা আঢ্যর এই সম্পত্তির পরিমাণ প্রকাশ্যে আসার পর রাজনৈতিক মহলে যেমন চর্চা শুরু হয়েছে, তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যেও তৈরি হয়েছে কৌতূহল। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, অল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে তিনি এত বিপুল সম্পত্তির মালিক হলেন, আবার অন্য একাংশ তাঁর ব্যবসায়িক দক্ষতার প্রশংসাও করছেন। তবে আপাতত তাঁর হলফনামায় প্রকাশিত সম্পত্তির অঙ্কই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

শোক ভুলে দায়িত্বে অবিচল প্রধানমন্ত্রীর সভায় হাজির কালনার বিজেপি কর্মী

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১১ এপ্রিল ঃ মায়ের মৃত্যুজনিত গভীর শোকের মাঝেও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র জনসভায় হাজির হলেন এক বিজেপি কর্মী; এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কালনায় সৃষ্টি হয়েছে মানবিক আবেগের এক বিশেষ মুহূর্ত শনিবার কালনা এলাকার জনসভায় অংশ নিতে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সভাতেই উপস্থিত ছিলেন কালনার রামকৃষ্ণপল্লী এলাকার বাসিন্দা বিজেপি কর্মী রনজিত গাজী। জানা গিয়েছে, ঠিক আগের দিনই তিনি নিজের মাকে হারিয়েছেন। শোকাহত অবস্থায় থাকার কথা থাকলেও, দলের প্রতি দায়িত্ববোধ ও রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকেই তিনি নিজের সহকর্মীদের নিয়ে জনসভায় উপস্থিত হন। গলায় কাঁচা কাপড় পরিহিত অবস্থায় তাকে সভাস্থলে দেখা যায়, যা সাধারণত শোকের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। এই অবস্থাতেই তিনি জনসমাগমের মাঝে দাঁড়িয়ে নিজের বক্তব্যে বলেন, 'পরিবর্তন চাই, তাই শোকের মধ্যেও হাজির হয়েছি।' রনজিত গাজীর এই উপস্থিতি শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, মানবিক দিক থেকেও অনেকের মন ছুঁয়ে গিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, ব্যক্তিগত শোককে পাশে রেখে আদর্শ ও দলের প্রতি তাঁর এই নিষ্ঠা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক বিরল উদাহরণ।এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। কেউ একে দায়িত্ববোধের নজির হিসেবে দেখছেন, আবার কেউ বলছেন, এমন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত শোককেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত ছিল। তবে সবমিলিয়ে রনজিত গাজীর এই পদক্ষেপ জনমানসে একটি গভীর ছাপ ফেলেছে।

অরূপ বিশ্বাসের সম্পত্তির খতিয়ান প্রকাশ, আয়-সম্পদের তথ্য জানালেন হলফনামায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের আবহে প্রার্থীদের হলফনামা ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই জনমনে কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। সেই তালিকায় এবার উঠে এল রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের নাম। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের নানা পর্যায় পেরিয়ে আজ তিনি রাজ্যের অন্যতম প্রভাবশালী মুখ। ছাত্রজীবনে নিউ আলিপুর কলেজে পড়ার সময় থেকেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি, তারপর ধাপে ধাপে উঠে আসা;কাউন্সিলর, বরো চেয়ারম্যান থেকে বিধায়ক এবং পরবর্তীতে মন্ত্রিত্ব;অরূপ বিশ্বাসের রাজনৈতিক পথচলা একাধিক উত্থান-পতনের সাক্ষী। এবারের নির্বাচনের আগে নিয়ম মেনে জমা দেওয়া তাঁর হলফনামায় উঠে এসেছে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে আয় ও সম্পত্তির বিস্তারিত হিসাব। হলফনামা অনুযায়ী, অরূপ বিশ্বাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তাঁর মোট বার্ষিক আয় ২৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ২০৪ টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নগদ অর্থ হিসেবে তাঁর কাছে রয়েছে ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৩০০ টাকা। পাশাপাশি ব্যাঙ্ক ও বিমা খাতে তাঁর বিনিয়োগের পরিমাণ ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭২৯ টাকা, যা তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। চমকপ্রদভাবে, হলফনামা অনুযায়ী তাঁর নামে কোনও ব্যক্তিগত গাড়ি নেই। বর্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলাও বিচারাধীন নেই বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সোনার গয়না হিসেবে তাঁর কাছে রয়েছে মোট ১২৫ গ্রাম অলংকার, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ১৪ লক্ষ ৩ হাজার ৭৪২ টাকা। সব মিলিয়ে তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭৭১ টাকা। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেও তুলনামূলকভাবে সংযত চিত্রই উঠে এসেছে। হলফনামা বলছে, অরূপ বিশ্বাসের মোট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। আলিপুর এলাকায় তাঁর একটি বাসভবন রয়েছে। এছাড়াও একটি ব্যবসায়িক জমি রয়েছে, যার মূল্য ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৯১ টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যের বহু নেতার তুলনায় তাঁর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ কম বলেই রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে। রাজনৈতিক জীবনে অরূপ বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। প্রথম মন্ত্রিসভা গঠনের সময় তিনি জায়গা না পেলেও পরবর্তীতে খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। বর্তমানে তিনি রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এবং দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য মুখ হিসেবে বিবেচিত হন। প্রতিবারের মতো এবারের নির্বাচনেও তাঁর আসন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শোনা যাচ্ছে। বিরোধীরা দাবি করে আসছে, তাঁর আসন নাকি ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। তবে বাস্তবে প্রতিবারই ভোটের লড়াইয়ে জয় ছিনিয়ে এনেছেন অরূপ বিশ্বাস। ফলে দলীয় মহল যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী যে, এবারের নির্বাচনী যুদ্ধেও তিনি জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন। সব মিলিয়ে, হলফনামায় প্রকাশিত তথ্য শুধু তাঁর আর্থিক অবস্থান নয়, অরূপ বিশ্বাসের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের একটি স্বচ্ছ ছবি তুলে ধরেছে। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে ভোটাররাই। নির্বাচনের ফলাফলের দিকেই এখন তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

শনিবারের খেলা জমে উঠেছে কেশিয়ারি ও কালনায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ একেই বলে ভোট বড়ো বালাই। শনিবার বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে দুই দলের ৪জন হেভিওয়েট নেতার একাধিক কর্মসূচি। ইতিমধ্যে কেশিয়ারিতে মমতা ও কালনায় মোদী শুরু করেছেন তাদের মিটিং। কালনার সভার জনসমুদ্র দেখে আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী। চৈতন্য মহাপ্রভুর নামে ভাষণ শুরু করে তিনি বললেন, তএটা তো ট্রেলার মাত্র।দ অন্যদিকে কেশিয়ারির সভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন মমতা। বললেন, 'ওরা অত্যাচারী।' ছাব্বিশে বাংলা দখলে মরিয়া বিজেপি। দফায় দফায় রাজ্যে আসছেন মোদি। শনিবার কালনার সভা থেকে তৃণমূলকে একহাত নিলেন তিনি। বললেন, 'চৈতন্য মহাপ্রভুর পবিত্র ভূমিতে তৃণমূল পাপের রাজত্ব চালাচ্ছে। কিন্তু এটা আর চলবে না। ১৫ বছরের দুর্নীতির হিসেব হবে। ওরা মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু আর পারবে না। আমি এসেছি আপনাদের ভরসা দিতে।' মোদি বলেন, জনপ্লাবন বলে দিচ্ছে, বাংলার মানুষ পরিবর্তনের জন্য তৈরি। আরও একবার আমজনতার সামনে তুলে ধরলেন ৬ গ্যারান্টি। আশ্বাস দিলেন বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে মাসে ঢুকবে ৩০০০ টাকা। চাকরি পাবেন বেকাররা। মোদির আশ্বাস, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে সরকারি সমস্ত শূন্যপদ পূরণ হবে। শিল্প আসবে বাংলায়।' কালনার মঞ্চ থেকেই মোদির মুখে শোনা গেল নতুন স্লোগান, 'ভয় আউট, ভরসা ইন, বিজেপিকে ভোট দিন।' পালটা কেশিয়ারির সভা থেকে বিজেপিকে তুলোধোনা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকে রাখা, ভিনরাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্থা-সহ একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে আক্রমণ করেন তিনি। তাঁর মনোনয়ন বাতিলের চক্রান্ত করা হয়েছিল বলেও এদিন মন্তব্য করে তিনি।

রবিবার থেকে রাজ্যে যোগীর ১২ কর্মসূচি

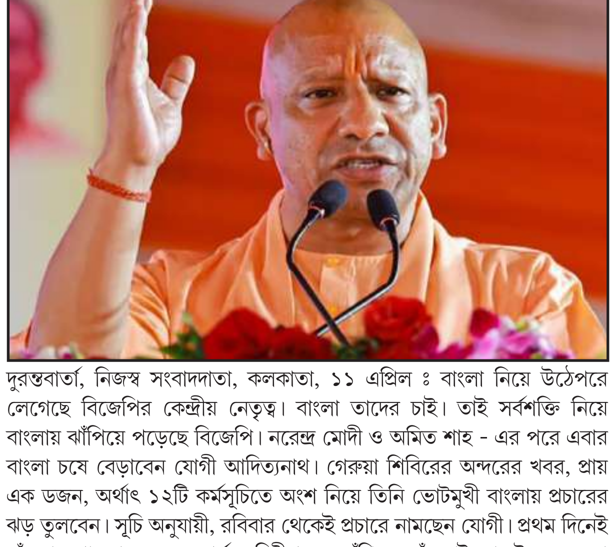

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ বাংলা নিয়ে উঠেপরে লেগেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বাংলা তাদের চাই। তাই সর্বশক্তি নিয়ে বাংলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ - এর পরে এবার বাংলা চষে বেড়াবেন যোগী আদিত্যনাথ। গেরুয়া শিবিরের অন্দরের খবর, প্রায় এক ডজন, অর্থাৎ ১২টি কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি ভোটমুখী বাংলায় প্রচারের ঝড় তুলবেন। সূচি অনুযায়ী, রবিবার থেকেই প্রচারে নামছেন যোগী। প্রথম দিনেই বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের এবং পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে তাঁর হাইভোল্টেজ জনসভা হওয়ার কথা রয়েছে। প্রয়োজনে এই কর্মসূচির সংখ্যা আরও বাড়ানো হতে পারে বলেও বিজেপি সূত্রে ইঙ্গিত মিলছে। অর্থাৎ, বাংলার নির্বাচনী ময়দানে যোগীকে পূর্ণ শক্তিতে ব্যবহার করতে চাইছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বিজেপি কর্মীদের কাছে যোগী আদিত্যনাথ শুধু একজন মুখ্যমন্ত্রী নন, তিনি হিন্দুত্ব রাজনীতির অন্যতম মুখ। উত্তরপ্রদেশে অপরাধ দমনে তাঁর 'বুলডোজার' নীতি এবং দৃঢ় অবস্থান তাঁকে জাতীয় স্তরে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে। সেই ভাবমূর্তিকেই সামনে রেখে বাংলার ভোটে হিন্দুত্বের বার্তা জোরালো করতে চাইছে বিজেপি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ইতিমধ্যেই বাংলায় জোরদার প্রচার চালাচ্ছে পদ্ম শিবির। তার মধ্যেই যোগীর এই ধারাবাহিক কর্মসূচি দলের কর্মী-সমর্থকদের আরও উজ্জীবিত করতে পারে। পাশাপাশি, হিন্দু ভোটব্যাঙ্ককে একত্রিত করার কৌশল হিসেবেও এই প্রচার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। সব মিলিয়ে, বাংলার ভোটযুদ্ধে নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে যোগী আদিত্যনাথের এই ঝড়ো প্রচার।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৩১ সংখ্যা, রবিবার, ২৮ চৈত্র, ১৪৩২

হোমিওপ্যাথির জনক

হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির জনক। হ্যানিম্যানের সম্পূর্ণ নাম স্যামুয়েল ক্রিস্টিয়ান ফ্রেডারিক হ্যানিম্যান। তিনি ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল রাতে ইউরোপের জার্মান রাজ্যে, স্যাক্সনি অন্তর্গত মিসেন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ক্রিস্টিয়ান গটফ্রায়েড এবং মাতা জোহানা ক্রিস্টিয়ান হ্যানিম্যান। এক হাউস নামক যে বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেই বাড়িটির অস্তিত্ব আজ আর নেই। হ্যানিম্যানের পিতা চিনামাটির বাসনের উপর কারুকার্য করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তবুও তিনি পাঁচ বছর বয়স্ক হ্যানিম্যানকে প্রত্যেকদিন নির্দিষ্ট সময়ে চিন্তা করতে শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, সব বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখে যেটি সত্য বলে মনে হবে সেটিকেই গ্রহণ করতে বলতেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই হ্যানিম্যান খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মাত্র ১২ বছর বয়সেই তাঁর শিক্ষক মাস্টার মুলার তাঁকে অন্যান্য ছাত্রদের গ্রিক ভাষার প্রাথমিক অংশ শিক্ষা দেবার ভার দিয়েছিলেন। এসব সত্ত্বেও তাঁর পিতা তাঁকে পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে নেবার প্রস্তাব দিলে শিক্ষক মুলার হ্যানিম্যানের ফ্রি স্টুডেন্টশিপ করে দেন। তা সত্ত্বেও তাঁর পিতা বছর হ্যানিম্যানকে বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে অন্য কাজে নিযুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষকদের অনুরোধে হ্যানিম্যানকে বিদ্যালয়ে পুনরায় প্রেরণ করেছিলেন তাঁর বাবা। হ্যানিম্যান রাতের বেলা প্রদীপ জ্বেলে পড়াশোনা করতেন। তার জন্য তেলের খরচ বহন করতেও তাঁর পিতা বিরক্ত হতেন। হ্যানিম্যান একটি মাটির প্রদীপ নির্মাণ করে গোপনে ঘরের এক কোণে বসে পাঠ করতেন। হ্যানিম্যান এভাবে কুড়ি বছর বয়সেই ল্যাটিন গ্রিক হিব্রু ইতিহাস পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি ও শিক্ষা লাভ করেছিলেন। হ্যানিম্যানের পিতা বুঝলেন এবার ছেলের অদম্য জ্ঞানলিপ্সাকে আর বাধা দেওয়া উচিত নয়। তার জন্য ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ২০ টালার বা ডলার মাত্র সম্বল করে হ্যানিম্যানকে লিপজিক যেতে এবং সেখানে নিজের জীবনের গন্তব্যপথ নির্ধারণ করতে অনুমতি দিলেন। লিপজিকে তিনি দিনেরবেলা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতেন এবং রাতে ইংরেজি থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করতেন এবং একজন গ্রিককে জার্মান ও ফ্রেঞ্চ ভাষা শিক্ষা দিতেন। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে এনলার্জেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হ্যানিম্যান এম ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডেসাউ নগরের ওষুধ বিক্রেতা কুচলারের কন্যা জোহানা হেনরিয়েটা লিওপোল্ডাইন কুচলারকে বিয়ে করেন। এর কিছুদিন আগে তিনি গোমারন ধর্মমন্দিরের অধীনে চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং এখানে থাকাকালীন 'পুরাতন ক্ষত চিকিৎসা' নামক পুস্তক লেখেন। পুরনো চিকিৎসা পদ্ধতিতে আস্থাহীন হয়ে চিকিৎসা বিষয়ে জার্মানির মন্ত্রিস্বরূপ হুফল্যান্ডকে তিনি 'চিকিৎসাশাস্ত্রের পুনর্জন্মের প্রয়োজন' শীর্ষক এক পত্র লেখেন এবং ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে গোমারন ধর্মমন্দিরের অধীনে চিকিৎসাকার্য পরিত্যাগ করেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় হ্যানিম্যানের নাম আজকে সারা বিশ্ব জুড়ে সমৃদ্ধ।

বিপ্লবী বিনোদবিহারী

অগ্নিপুরুষ। তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের মহানায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের হাতে তৈরি শিষ্য এবং ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল যখন মাস্টারদার নেতৃত্বে ৬৫ জন মৃত্যুপাগল যুবক নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করে চট্টগ্রামের অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার দখল করেন তখন তিনিও ওই ৬৫ জনের মধ্যে ছিলেন। ১৮-২২ এপ্রিল এই তিনদিনের জন্য সমস্ত চট্টগ্রাম শহরকে তার ব্রিটিশ শাসনমুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। যাইহোক অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার দখলের পর তারা দামপাড়া পুলিশ লাইনে যে অস্ত্রের গুদাম ছিল সেটাও তারা দখল করেন এবং এই দলে ছিলেন আনন্দ গুপ্ত ,হিমাংশু সেন ,মাস্টারদা সূর্য সেন নিজে ,গণেশ ঘোষ এবং অনন্ত সিংহ। অন্যদিকে চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের পর বিপ্লবীরা স্থানীয় জালালবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেন এবং ১৮-২২ এপ্রিল এই তিনদিন তারা কাঁচা আম, তরমুজ ইত্যাদি খেয়ে কাটান এবং আরেক বিপ্লবী অমরেন্দ্র নন্দী শহরের অবস্থার খবর নিতে গিয়ে শহিদের মৃত্যু বরণ করেন, যাইহোক ২২ এপ্রিল দুপুরবেলা সুর্মা ভ্যালি ফোর্স ও ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস জালালাবাদ পাহাড় ঘেরাও করে এবং বিপ্লবীদের সঙ্গে তাদের তুমুল যুদ্ধ শুরু হয় , এই যুদ্ধে শহিদ হন ১২ জন বিপ্লবী (এদের মধ্যে হরিগোপাল বল বা টেগরা ছিলেন ১৩ বছর বয়স্ক) এবং অন্তত ৬৫ /১০০ জন ব্রিটিশ সেনা নিহত হয় এবং গুরুতর ভাবে আহত হন তিনি নিজেও। মাস্টারদার শিষ্য এবং শেষ জীবিত বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরীর জন্মদিন, ১৯১১ সালের ১০ জানুয়ারী তিনি চট্টগ্রামের বোয়ালখালি থানায় জন্মগ্রহণ করেন, তার বাবা ছিলেন কামিনী কুমার চৌধুরী ছিলেন পেশায় উকিল এবং মা রমা চৌধুরী ছিলেন গৃহবধূ। তার শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত হয় ৮১ নং উত্তরভূর্ষি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এবং তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত সেখানেই তিনি পড়াশোনা করেন এবং এরপর তিনি ফটিকছড়ি থানার রাঙামাটিয়া বোর্ড স্কুল এবং সেখান থেকে ফটিকছড়ি করোনেশন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, বোয়ালখালির পি সি সেন সারোয়ারতলি উচ্চ বিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম কলেজে পড়াশোনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৪ ও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের দেউলি বন্দীনিবাসে বন্দী থাকাকালীন তিনি প্রথম শ্রেণীতে আইএ ও বিএ পাশ করেন।এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরেজিতে এমএ ও আইন বিভাগে পাশ করেন। বিনোদবিহারী চৌধুরী ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস চট্টগ্রাম জেলার সহ সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া ১৯৪০-৪৬ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন,মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান।

তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। তিনি জ্ঞানের আলো দিয়ে থাকেন। অন্ধকার দূর করেন। জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেন,দিনের পর দিন কালী নাম মন্ত্র রচনা করে তাঁর নাম কীর্তন শুরু করতে হবে। তারাপীঠে শ্মশানে কালী মায়ের মন্দিরে জবা ফুল দিয়ে পুজো সারতে হবে। সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধনা করতে শুরু করে দিলেন মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য। তারাপীঠ তন্ত্র সাধকদের পীঠস্থানে পরিণত হলো । দুর্গা চণ্ডী পাঠ বা মা কালীর তন্ত্রপাঠ। বাংলায় বহু তান্ত্রিক ছিল। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে ভক্তি রসের আধার। তারাপীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তিরূপিনী। ভক্তিধারিনী। তিনিই ধ্যান। তিনিই ধারক এবং বাহক। তিনিই সাধনা। তিনিই মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষায় নয়, নারী পুজো করার চেয়ে মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করলে কালী মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। তিনি পুজা অর্চনা সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে।

গান্ধিজি, জওহরলাল এবং সুভাষ দর্শনের মধ্যে যে সংঘাত তা নিয়ে আজও রীতিমতো গবেষণা হয়

রবীন্দ্রকুমরা শীল

(দক্ষিণ আফ্রিকাতে গান্ধিজি যখন সেখানে আন্দোলনে রত ছিলেন তখন লালা লাজপত রায় গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জানান। গান্ধিজি লালা লাজপত রায়ের কথা আকৃষ্ট হয়ে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কংগ্রেস তখন ছিল একটি মাত্র সংগঠন যারা ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে পড়ে। কিন্তু গান্ধিজি তখন কংগ্রেস দলের একছত্র অধিপতি। তাঁর নির্দেশে কংগ্রেসের পরিচালন নীতি ধার্য হতে শুরু করেছে। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে কট্টরপন্থীরা সুবিধা করতে পারে না। সুভাষচন্দ্র বোস কট্টরপন্থী ছিলেন বলেই তাকে কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সরে আসতে হয় এবং তারপরে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন

শাসকদের সঙ্গে মত মিলিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ের সরকার বিরোধী আন্দোলন অংশ গ্রহণ করতো। কোনও রকমভাবে সরকারের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম করা ব্যাপারে মত প্রকাশ করতো না। এর ফলে বিপ্লবী অরবিন্দ এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ কংগ্রেস আন্দোলনে প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে তাঁরা গুপ্ত সমিতি তৈরি করেন। কংগ্রেসের তখন লক্ষ্য ছিল সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার মধ্যে দিয়ে দাবি আদায় করা। বাংলার বিপ্লবীরা কংগ্রেসের এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। কংগ্রেসের মধ্যে কট্টরপন্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সেই কট্টরপন্থীরা সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংঘাত আচরণের পক্ষে সায় দিতে থাকে এবং বিপ্লবীদের আন্দোলনকে সমর্থন করতে থাকে। কিন্তু কংগ্রেসের নরমপন্থীরা সেখানে বেশি তাদের জোর খাটাতে পারছিল না। কংগ্রেস ক্রমশ কট্টরপন্থী ঘেঁষা হয়ে পড়লে তাকে রোধ করার জন্য নরমপন্থীরা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধিজিকে ভারতে ডেকে নিয়ে আসে এবং স্বদেশি আন্দোলনের হাল ধরতে উৎসাহ দেয়। গান্ধিজিও কংগ্রেসের আন্দোলনে প্রবেশ করে কংগ্রেসের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং কংগ্রেস থেকে কট্টরপন্থীদের বিদায় করিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেসকে সমান রেখে অসহযোগ আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলে কট্টরপন্থীরা গান্ধিজি দেশের বাইরে বিশেষ করে জাপানে গিয়ে রাসবিহারী সঙ্গে যোগ দিয়ে মিলিত শক্তিতে ভারত আক্রমণ করে ব্রিটিশ শক্তিকে পরাস্ত করে ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করবেন।) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে যখন জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল গান্ধিজির নেতৃত্বে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বোস। গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন করার ওপরে বেশি করে জোর দিতে থাকেন। তিনি তখন কংগ্রেসকে তাঁর আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে গ্রহণ করে সেখান থেকেই তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার জন্য তিনি তৎকালীন জাতীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, গুজরাতের বল্লভভাই প্যাটেল, লালা রাজপত রায় থেকে শুরু করে বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং এই সব নেতাদেরকে কংগ্রেস দলের নিয়ে এসে তাঁর অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশল নেন গান্ধিজি। তিনি পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে বিপ্লবী আন্দোলন বা সশস্ত্র সংগ্রাম করে কোনও সময়ে স্বাধীনতা আনা একেবারে অসম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অহিংসা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আসবে। সেই কারণে তিনি কংগ্রেসের সদস্যদের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে আবেদন করেন। শহিদ গোপীনাথ সাহা এবং শহিদ ভগৎ সিংয়ের ব্যাপারে গান্ধিজি একেবারে উগ্র মেজাজ দেখিয়েছিলেন। সেখানে তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে যাঁরা হিংসার মধ্যে দিয়ে স্বদেশি আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিনক্ষণকে ক্রমশ পিছিয়ে দিতে শুরু করে দিয়েছেন। ইংরেজ শাসকেরা বলশালী। তাদের কাছে শক্তি প্রয়োগ করলে তারাও পাল্টা শক্তি প্রয়োগ হতে থাকবে। তার ফলে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে লড়াই হবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করা একেবারে অসম্ভব হবে। গান্ধিজি যখন কংগ্রেস দলের অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তখন তিনি দুইজন বলিষ্ঠ কংগ্রেসী নেতারকে পেয়েছিলেন। একজন হচ্ছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহগু এবং দ্বিতীয়জন হচ্ছেন সুভাষ চন্দ্র বোস। প্রথম জন পুরোপুরি গান্ধিজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর স্ত্রী কমলা নেহরু এবং জওহরলালের মা স্বরূপরানি গান্ধিজির প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেন। জওহরলালের স্ত্রী কমলা নেহরু খদ্দর পরতে শুরু করেছেন এবং নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে থাকেন। যার ফলে মতিলালের পরিবারের সদস্যরা বলতে গেলে সেই সময়ে গান্ধিজির পথ ধরে জীবন ধারন করে। কিন্তু বিপরীত দিকে দেখতে দেখতে পাওয়া গেল যে সুভাষ চন্দ্র বোস গান্ধিজির প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে চললেও তিনি কিন্তু একেবারে পুরোপুরি অহিংসা বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ওপরে বিশ্বাস অর্জন করতে পারছেন না। তিনি গোপীনাথ সাহা থেকে শুরু করে সেই সময়ে যেসব বাংলার বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদেরকে নৈতিক সমর্থন দিতে শুরু করেন। এর ফলে গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষের মতভেদ দেখা দিল। জওহরলালের দর্শনের সঙ্গে সুভাষ চন্দ্র বোস কোনও সময়ে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারেননি। এমনকী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গেও তাঁর মত পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। গান্ধিজি, জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বোস এই তিন অসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের জটিল রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই তিন নেতা সম্পর্কে আরও বেশি করে বিতর্কিত আলোচনা ভবিষ্যতে চলতে থাকবে। '' গান্ধির নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দানের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হলেও তিনি গান্ধির মোহে আচ্ছন্ন হননি। পরাধীন জাতির মুক্তি সংগ্রামে অহিংসার অপরিহার্যতা বিষয়ে গান্ধিজি বিশ্বাস এবং সংগ্রাম পরিচালনার কৌশল সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারনা সুভাষচন্দ্র প্রথম থেকেই নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারেননি।"

এই কয়েকটি কথা বলার মধ্যে দিয়ে প্রায় সব সত্যই প্রকাশ করে দিলেন। গান্ধিজির আন্দোলন সম্পর্কে একটি দোদুল্যমান মানসিকতা বহণ করে চলছিলেন সুভাষ সেটা পরিস্কার হয়ে যায়। সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করে ১৯২১ সালের ১৬ জুলাই গান্ধিজির সঙ্গে মুম্বইতে গিয়ে গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করেন সুভাষচন্দ্র। সেই সময়ে গান্ধিজির সঙ্গে কথা বলে সুভাষ অনুভব করতে পেরেছিলেন যে গান্ধিজি স্বয়ং নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে তাঁর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা আসবে। তবে গান্ধিজির আন্দোলন যে জাতীয় গণজাগরণ নিয়ে এসেছিল সেটাকে সুভাষ চন্দ্র কোনও সময়ে অস্বীকার করেননি।

২ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ সালে সুভাষ তাঁর বন্ধু ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লেখেন। সেখানে তিনি গান্ধিজির সম্পর্কে উল্লেখ করে লিখেন, '' গান্দি ইজ এ ম্যান অব টাইম'। এই সময়ে গান্ধিজিকে খুবই প্রয়োজন। কেম্ব্রিজ থেকে শরৎ বোসকে সুভাষ লিখছেন, '' একটি সরকারের পতন ঘটানোর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল তা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া। টলস্টয়ের মতবাদ বা গান্ধির উপদেশ বল আমি একথা বলছি না, বলছি এই কারণে যে এ বিষয়ে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে বলে।" সুভাষ চন্দ্র বোস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের হাত ধরে কংগ্রেসের প্রবেশ করে অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু গান্ধিজির সম্পর্কে সুভাষ চন্দ্রের মোহ কাটতে শুরু করে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনার পরই গান্ধিজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। তখন সুভাষ চন্দ্রের মনে হয়েছিল যে ''জনগণের উৎসাহ যখন চরম সীমায় পৌছতে চলেছে ঠিক তখনই পশ্চাদপররণের আদেশ দেওয়া জাতীয় বিপর্যয় থেকে কম কিছু নয়।" ঠিক এই সময় থেকেই গান্ধির ওপরে সন্দিহান হতে শুরু করে দিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে 'বন্দেমারতম' বন্দনায় রাজ্যপাল

বুদ্ধদেব মিশ্র

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর এন রবি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসের দিন কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল দ্বারা আয়োজিত 'বন্দেমাতরম ১৫০' অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। এদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কিউরেটর এবং ডিরেক্টর সায়ন ভট্টাচার্য একটি প্রদর্শিনীর আয়োজনও করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যেসব অমূল্য সম্পদ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কোষা

গারে রয়েছে সেগুলোকে বাইরে নিয়ে এসে দর্শকদের সমানে তুলে ধরেন একটি প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রে একটি প্রাচীন প্রট্রেট রয়েছে সেটাও এদিন দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা হয়। রাজ্যপাল আর এন রবি এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। তিনি এই প্রদর্শনী দেখে খুশি হয়েছেন এবং এই প্রদর্শনী আয়োজন করতে যে ধরনের পরিশ্রম করেছে সেখানকার কর্মীরা তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুণ্য তিথিতে কৃতজ্ঞ জাতির বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। পরাধীনতার অন্ধকার যখন ভারতের আত্মিক শক্তিকে বিপন্ন করার চেষ্টা করেছিল, তখন তাঁর কালজয়ী শব্দরাশি এক অমোঘ শক্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল এবং অদম্য প্রত্যয় ও স্পষ্টতায় দেশবাসীর আত্মমর্যাদাবোধকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রের মাধ্যমে তিনি মুক্তি সংগ্রামকে এক অবিভাজ্য সংহতি প্রদান করেছিলেন;যা সমগ্র দেশের অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামীকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল এবং ভারতমাতার প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও গৌরব জাগ্রত করেছিল। তাঁর সেই অবিনশ্বর উত্তরাধিকার আজও আমাদের প্রেরণার উৎস। ২০৪৭ সালের মধ্যে এক শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ এবং 'বিকশিত ভারত' গড়ার যে জাতীয় সংকল্প, তা বাস্তবায়নে তাঁর আদর্শ আমাদের নিরন্তর শক্তি যোগায়।'

'When the darkness of subjugation sought to imperil India spiritual strength– his timeless words blazed forth with an invincible force– awakening national consciousness and reviving the sense of self respect among the people with unyielding conviction and clarity. Through the mantra of 'Vande Mataram'– he bestowed an indivisible unity upon the freedom strug gle— one that bound countless independence fighters across the entire nation in a single thread and awakened profound affection and pride for Mother India. at immortal legacy of his remains a source of inspiration for us even today. The national resolve to build a strong– united– and 'Developed India' by 2047 draws ceaseless strength from his ideals in its realization.'

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে। সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াতেন 'বন্দে মাতরম'। জাতীয় চেতনা শক্তিকে বলিয়ান করতে কবিগুরু বঙ্কিমবাবুর রচিত এই গানটিকে অস্ত্র করে ইংরেজদের বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ফলে সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রে 'বন্দে মাতরম' বাংলা তথা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হতে থাকে। মহাত্মা গান্ধি তাঁর রচিত 'স্বরাজ হিন্দ' বইতে লিখেছেন বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই ভারতের জাতীয় জগরণের পথ তৈরি করে দেয়। আজও তা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

লালন ফকিরের মানধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ বাউল সঙ্গীতে ভক্ত হন

কৌশিক দাস

লালনের মানবধর্ম ও রবীন্দ্র মানসে লালনের প্রভাব। পলাশী যুদ্ধের সতের বছর পর বাংলার এক ক্রান্তিকালে লালনের জন্ম। এর মাত্র নয় বছর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেছে। লালনের দীর্ঘ জীবন ব্রিটিশ শাসনের গুরুত্বপূর্ণ সময়কে স্পর্শ করেছে। এই সময় কালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, বাবু সংস্কৃতির জনক ও পৃষ্ঠপোষক নতুন সামন্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একের পর এক বিদ্রোহ হয়েছে - ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের সংগ্রাম, সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি সংগ্রাম উপমহাদেশ দেখেছে। এই সময়ের মধ্যে হিন্দুমেলা, জাতীয় কংগ্রেস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে বাঙালির জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলকাতা হিন্দু কলেজ, বেথুন কলেজ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি ইত্যাদি। এছাড়া এ সময়ের মধ্যে বাঙালির সমাজ, সাহিত্য ও ধর্মীয় জীবনে এসেছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, মধুসূদন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর নানা কর্মকাণ্ডে বাঙালির জীবন স্পন্দিত। তবে জরুরি বিষয় হল বাঙালির এই প্রাণস্পন্দন শুধুমাত্র কলকাতাকেন্দ্রিক এবং তা এই মহানগরীর ভেতরই সীমাবদ্ধ ছিল। এর সুফল সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়তে ঢের সময় লেগেছিল। বাউলতত্ত্বের পটভূমিকা... কলকাতাকেন্দ্রিক নব জাগরণ সার্বজনীন মানবচেতনাকে অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয়নি। একদিকে বাঙালি মুলসলমানের রক্ষণশীল মনোভাব, আর একদিকে জাতিগত স্বাতন্ত্র্য চিন্তার পরিপোষক বাঙালি হিন্দুর অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য এই নবজাগৃতিতে মুসলিমদের অংশগ্রহণে অন্তরায় হয়েছিল। এই নবজাগরণ বা রেনেসাঁ হিন্দু-মুসলিম মিলিত প্রয়াসের ফসল নয়, বরং তা উভয়ের মধ্যেকার ভেদনীতি ও বিদ্বেষকে ত্বরান্বিত করেছিল।

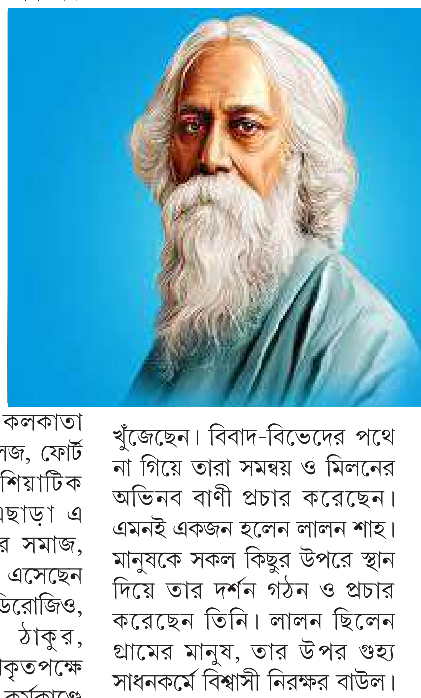

সকল কালেই একদল মানুষ শাস্ত্রাচারের গণ্ডীর বাইরে মানবমুক্তি ও ঈশ্বরলাভের পথ খুঁজেছেন। বিবাদ-বিভেদের পথে না গিয়ে তারা সমন্বয় ও মিলনের অভিনব বাণী প্রচার করেছেন। এমনই একজন হলেন লালন শাহ। মানুষকে সকল কিছুর উপরে স্থান দিয়ে তার দর্শন গঠন ও প্রচার করেছেন তিনি। লালন ছিলেন গ্রামের মানুষ, তার উপর গুহ্য সাধনকর্মে বিশ্বাসী নিরক্ষর বাউল। শিক্ষিত বাঙালির নবজাগৃতিমূলক কর্মকাণ্ডের খবর জানা বা এর সাথে পরিচিত হবার সুযোগ ও প্রয়োজন কোনোটাই তাঁর ছিল না বললেই চলে। তবুও গ্রামীণ জীবনে নিজ সাধনা ও উপলব্ধির মাধ্যমে যে তরঙ্গ তিনি তুলেছিলেন, তা বিস্ময়কর ও অসাধারণ।

বাউলমতের প্রবর্তনের পেছনে ধর্মজিজ্ঞাসা ও আধ্যাত্মজ্ঞান অন্বেষণের পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য, অবিচার, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও জাতিভেদের মতো বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব ছিল। সামাজিকভাবে বৈষম্যগ্রস্ত ও ধর্মীয় আচার বঞ্চিত মানুষের জন্য একটি শাস্ত্রাচারহীন উদার ধর্মমত বা দর্শনের সন্ধান অতি স্বাভাবিক ছিল। লালনের জীবনের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতাও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। এক তীর্থযাত্রায় লালন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর সঙ্গীরা পথিমধ্যেই তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে। এক মুসলিম পরিবার তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করে সে যাত্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু বাড়ি তাঁর আর ফেরা হয়নি। মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করার কারণে নিজ গৃহে, হিন্দু সমাজে তাঁর আর জায়গা হয়নি। স্বজন বিচ্ছিন্ন, ভগ্নহৃদয় লালন শেষে সিরাজ সাঁইয়ের সান্নিধ্যে এসে বাউলমতে দীক্ষা নেন। লালনের মানবধর্ম ঃ লালনের গানে ধর্ম সমন্বয়, আচারসর্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধতা, জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গের প্রতি ঘৃণা ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের সাথে তাঁর আদর্শ ও জীবনাচরণের কোনো অমিল পাওয়া যায়নি। ফোঁটা, তিলক, টিকি-টুপি নিয়ে ধর্মের বাহ্যিক যে আচার, তার প্রতি লালনের কোনো আগ্রহই ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলেছেন -'মাটির ঢিবি কাঠের ছবি ভূত ভাবে সব দেবা-দেবী ভোলে না সে এসব রূপি ও যে মানুষ রতন চেনে।।' প্রাণহীন অসার বস্তু, অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তির তুলনায় মানবীয় কর্ম ও মহিমাকে বড় করে দেখিয়েছেন লালন। তাঁর এই মানব মহিমা কীর্তন সেই যুগে দুর্লভ ছিল। নিচের এই গানটিতে লালন মানববন্দনার যে সুর তুলেছেন তার তুলনা গ্রাম্য সাহিত্যে তো নেই-ই, ভদ্র সাহিত্যেও বিরল - 'অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই শুনি - মানবের উত্তম কিছুই নাই। দেব-দেবতাগণ করে আরাধন জন্ম নিতে মানবে।। কত ভাগ্যের ফলে না জানি মন রে পেয়েছো এই মানবতরণী বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায় যেন ভারা না ডোবে।।' শ্রেণী-বর্ণবিভক্ত ধর্মীয় আচার-শাসিত সমাজে ছুঁৎমার্গ, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ যে প্রবল সামাজিক ও মানবিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তার বিরুদ্ধে লালন সবসময়ই উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। ভেদনীতির বিরুদ্ধে সদর্পে তিনি বলেছেন- 'জাত না গেলে পাই না হরি কি ছার জাতের গৌরব করি ছুঁসনে বলিয়ে? লালন কয় জাত হাতে পেলে পুড়াতাম আগুন দিয়ে।।'

সেই সময় হিন্দু-মুসলিমের সামাজিক বিরোধ তো ছিলই, সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে লালন দেখলেন এখানেও রয়েছে ভেদ-বিরোধ। সাধনার রীতিনীতি আর ফলাফল সবই বিভক্ত। বিরক্ত হয়ে লালন উভয় মতকেই খারিজ করে দিয়ে বললেন- ' ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোন রাগে? আছে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাগে।। থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন ভেস্ত-স্বর্গ ফাটক সমান কার বা তা ভালো লাগে।।'

মানবগোষ্ঠী যে এক ও অখণ্ড, তারই আভাস দিয়েছেন লালন এই গানে। লালনের আচার-আচরণ ও কথাবার্তা দেখেশুনে সমকালীন মানুষ ধাঁধাঁয় পড়েছিল তাঁর জাতিত্ব নিয়ে। জাতগর্বী সেই মানুষগুলোর কাছে জাতি পরিচয়ই ছিল মানুষের বড় পরিচয়। লালনও বহুবার নিজের জাত নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন। সাম্প্রদায়িক জাতিত্বে অবিশ্বাসী লালন পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন - 'কেউ মালা কেউ সবি গলায় তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায় যাওয়া কিম্বা আসার বেলায় জাতের চিহ্ন রয় কাররে।। ' রবীন্দ্রনাথের উপর লালনের প্রভাব ঃ বাউল দর্শন ও সঙ্গীত বাংলার অনেক কৃতী মানুষদেরই আকৃষ্ট করেছে। তবে রবীন্দ্রনাথ বাউল দর্শনের উঠোনে বিচরণ করেননি শুধু, এর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন। বাউল সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগের কথা বিভিন্ন সূত্রে নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতায় বাউলের প্রসঙ্গ ও বাউল দর্শন নানাভাবে এসেছে। যেমন তাঁর 'অভিসার' কবিতাটির কথাই ধরা যায়। 'আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসবদত্তা!' - প্রাণের গভীরে গিয়ে আঘাত করে সে কবিতার মর্মবাণী। আবার তাঁর আত্মজৈবনিক কবিতাতেও বাউল চেতনার সাথে একাত্মতার পরিচয় ঘোষিত হয়েছে - 'তরুণ যৌবনের বাউল সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে ডেকে বেড়ালে নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে।'। লালনের 'মনের মানুষ'কে রবীন্দ্রনাথ নিজেও খুঁজেছেন তাঁর নিজের মনোভূবনে। ক্রমশ তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন 'রবীন্দ্র বাউলে'। বাউল গানের সুর, বাণী ও তত্ত্বকথা তাঁকে যেমন আকৃষ্ট করেছে, তেমনি তিনি প্রভাবিত হয়েছেন বাউলের বেশভূষায়। বাউলের আলখাল্লা রবীন্দ্রনাথের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

জমিদারী পরিচালনার সূত্রে শিলাইদহ এসে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বাউল-ফকির ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সংস্পর্শে আসেন। এখানেই বাউলতত্ত্বের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। তিনি লিখেছেন - 'কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে, যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙ্গে ফেলতে। দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে মনের মানুষকে সন্ধান করবার গভীর নির্জন পথে। ' রবীন্দ্রনাথ প্রথম লালনের গানের উল্লেখ করেন প্রবাসী পত্রিকার ভাদ্র-১৩১৪ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর গোরা উপন্যাসে- 'আলখাল্লা পরা এক বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায়। ' একই গানের উদ্ধৃতি মেলে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের' গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে। উপরের দু'টি পঙক্তিই উদ্ধৃত করে তিনি বলেন - 'দেখিলাম, বাউলের গানেও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বন্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির যাওয়া আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে!' ১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভায় The Philosophy of Our People ভাষণে লালনের 'অচিন পাখি' গানটির উল্লেখ করে লালন ও শেলীর মধ্যে তুলনা করে। তিনি বলেন, only Shelley utterance is for the cultural few– while the Baul Song is for the tillers of the soil– for the simple folk of our village households– who are never bored by the mystic transcendentalism."

'এমন মানব জনম আর কি হবে ও মন যা কর তা ত্বরায় কর।'

বাধামুক্ত যাত্রাঃ দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য স্বাধীনতার নতুন সংজ্ঞা লিখছে পূর্ব রেল

কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ বহু বছর ধরে কল্পনা দাস (নাম পরিবর্তিত) এক নীরব উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতেন, যা তার দৈনন্দিন জীবনের অন্ধকারেরই প্রতিফলন ছিল। দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর, নিয়মিত

ডাক্তার দেখানোর জন্য ট্রেনে চড়া তাঁর কাছে এক দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের মতো মনে হতো। তিনি জানালার ধারে বসে পরিবারের কোনো সদস্যের অবসর হওয়ার অপেক্ষায় থাকতেন তাঁর স্বাধীনতা ছিল অন্যের সময়ের ওপর নির্ভরশীল। একইভাবে, এক দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনায় পা হারানো প্রতীক গুহ (নাম পরিবর্তিত) অনুভব করতেন যেন তাঁর চারপাশের পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রেনের উঁচু কামরাগুলো তাঁর কাছে এমন এক দুর্গের মতো মনে হতো, যা তিনি আর জয় করতে পারবেন না। কিন্তু আজ গল্পের মোড় ঘুরেছে। পূর্ব রেল বিশ্বাস করে যে প্রতিটি যাত্রীর সমান মর্যাদা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং বাধাহীনভাবে ভ্রমণের সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। নিজেদের স্টেশনগুলোকে প্রকৃত অর্থেই দিব্যাঙ্গজন বান্ধব কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে, রেলওয়ে কল্পনা ও প্রতীকের ভয়কে ট্রেনে চলার স্বাধীনতায় বদলে দিয়েছে। হাওড়া, শিয়ালদহ, মালদা এবং আসানসোল-এই চারটি প্রধান ডিভিশন জুড়ে এক বিশাল পরিকাঠামোগত ভোলবদল নিশ্চিত করছে যে, কোনো যাত্রীই যেন পিছিয়ে না থাকেন। দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য পূর্ব রেল অডিও ও ভিডিও ব্রেইল ম্যাপের পাশাপাশি যাত্রীদের পথ দেখানোর জন্য বিশেষ ব্রেইল সাইনেজ বা দিকনির্দেশক চালু করেছে। শ্রবণ অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করতে ২৫টি স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন পরিষেবার ঘোষণা এবং ৩৬টি স্টেশনে নির্দিষ্টভাবে দিব্যাঙ্গজন কামরার অবস্থান ঘোষণা করা হচ্ছে, যাতে যাত্রীরা ঠিক কোথায় দাঁড়াতে হবে তা জানতে পারেন। যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ১৩৭টি স্টেশনে এখন স্পর্শযোগ্য (ট্যাকটাইল) গাইডসহ সহজগম্য পথ রয়েছে। এছাড়া ২৪৮টি স্টেশনের প্রবেশপথে ডাবল-হাইট হ্যান্ডরেল ও ট্যাকটাইলসহ র‍্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসেবে রয়েছে আলোকিত সাইনেজ, যা প্রত্যেকের জন্য দিকনির্দেশনাকে সহজ করে তোলে। আরামদায়ক ভ্রমণের এই প্রতিশ্রুতি স্টেশনের প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য ভ্রমণের শুরু থেকেই স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে ৫৭টি স্টেশনে বিশেষ পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্টেশনে ঢোকার পর যাত্রীরা ৪১১টি সহজগম্য শৌচালয় এবং পানীয় জলের বুথ ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছেন। টিকিট কাটার প্রক্রিয়াকেও সহজ করা হয়েছে বিশেষ টিকিট বুকিং কাউন্টার এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি হ্যান্ডরেলের মাধ্যমে। তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য ৪১টি স্টেশনে এখন হেল্প বুথ রয়েছে এবং ১১১ টি স্টেশনে হুইলচেয়ারের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। জোন জুড়ে মোট ১৩টি লিফট এবং ৭৭ টি এস্কেলেটর স্থাপনের ফলে সীমিত চলাফেরা করতে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যাতায়াত এখন আর কোনো কঠিন কাজ নয়। প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রেনের ভেতরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মর্যাদা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর। ট্রেনের অপেক্ষায় থাকার সময় আরাম নিশ্চিত করতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বসার ব্যবস্থা (Priority Seating) করা হয়েছে এবং ২৫২ টি স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা উন্নত কোচ সুবিধা রয়েছে। স্টেশনের প্রবেশপথে ডাবল-হাইট হ্যান্ডরেলসহ র‍্যাম্প হোক বা পথপ্রদর্শক বিশেষ ট্যাকটাইল পথ-প্রতিটি বিষয় এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে যাত্রীদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন যে, হাওড়া, শিয়ালদহ, মালদা এবং আসানসোল ডিভিশন জুড়ে এই ব্যাপক আধুনিকীকরণ কেবল পরিকাঠামোর উন্নয়ন নয়, বরং দেশের প্রতিটি নাগরিকের মনে পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে ভ্রমণ করার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়ার একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা।

আজই হাইকোর্টে মামলা, প্রকাশ্যে আনা হবে 'বিতর্কিত' গোটা ভিডিওটি ঘোষণা হুমায়ুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১১ এপ্রিল ঃ সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও নিয়ে সম্প্রতি ঘোর বিপাকে পড়েছেন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। ভিডিওটিতে (যার সত্যতা যাচাই করেনি) হুমায়ুন কবীরকে মুর্শিদাবাদের তাঁর পরিকল্পিত বাবরি মসজিদ এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে তার যোগ এবং টাকা নেওয়া নিয়ে একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য করতে শোনা যাচ্ছে। এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর ইতিমধ্যেই হুমায়ুন কবীরের 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র সঙ্গ ছেড়েছেন আসাদউদ্দিন ওয়াইসির রাজনৈতিক দল মিম। ওই বিতর্কিত ভিডিওর জন্য হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে মামলাও রুজু হয়েছে। শনিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন হুমায়ুন কবীর। তিনি জানান, ওই ভিডিওর জন্য আজই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা রুজু হচ্ছে। এই মামলার জন্য যাবতীয় কাগজপত্রে গতকালই স্বাক্ষর করে দিয়েছি। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে হুমায়ুন তাঁর দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি পীরজাদা খোবায়েব আমিন এবং পশ্চিমবঙ্গের মিম নেতৃত্ব সম্পর্কেও একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই হুমায়ুন কবীর, বিজেপির একাধিক নেতা এবং উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির ছবি দেখিয়ে দাবি করেন, আগামী দু-তিন দিন আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। তারপর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের জন্য অভিষেক ব্যানার্জি এবং মমতা ব্যানার্জি কী করেছে তাও আমরা দেখাবো। তারা কতটা বাংলার মুসলমানদের জন্য হিতাকাঙ্খী এবং কোথায় গিয়ে আরএসএস-এর সঙ্গে বৈঠক করেন তাও সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে ডেকে আমি দেখাবো। সেই সমস্ত তথ্য তৈরির কাজ চলছে। নিজের বিতর্কিত ভিডিওটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হুমায়ুন কবীর আজ বলেন, যে ঘটনার ছবি দেখানো হচ্ছে তার প্রকৃত ভিডিওটি প্রায় ৫০ মিনিটের। কিন্তু ভিডিওটি এডিট করে ১৯ মিনিটের করা হয়েছে। আমি দু-এক দিনের মধ্যেই পুরো ভিডিও দেখিয়ে দেবো। গোটা ভিডিওটি এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি হুমায়ুন আজ দাবি করেছেন, ওই ভিডিওর পেছনে থাকা মূল কুশীলবদেরও তিনি 'তুলে এনে' সংবাদমাধ্যমের সামনে হাজির করবেন। তিনি দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেস আমাকে সাসপেন্ড করার পর শিলিগুড়ি থেকে মহারাজের বেশে একজন এবং দিল্লির সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে একজন দেখা করতে এসেছিলেন। তারাই এই কাণ্ড করেছেন। রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন জামাই ইয়াসের হায়দারকে পাশে বসিয়ে আজ হুমায়ুন কবীর দাবী করেন- তৃণমূল নেতৃত্ব ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে বহু কথা বলেন অথচ রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের স্ত্রী ওয়াকফ বোর্ডের প্রায় পাঁচ বিঘা জায়গা দখল করে সেখানে টাইলস-মার্বেলের ব্যবসা করছেন। হুমায়ুন কবীরের 'অনৈতিক' কাজের প্রতিবাদ করে শুক্রবারে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র রাজ্য সভাপতির পদ ছেড়েছেন পীরজাদা খোবায়েব আমিন। আজ তাঁকেও এক হাত নেন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা। হুমায়ুন বলেন, ওই ব্যক্তি নিজেকে রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বলে দাবি করে আমার সঙ্গে পরিচয় করেছিলেন এবং আমার সঙ্গে বহরমপুরের একটি হোটেলে দেখা করতে এসেছিলেন।

'শুভঙ্কর সরকারের কংগ্রেসে' সম্মান পাচ্ছে না বলে উনি আমার কাছে কাকুতি মিনতি করেছিলেন আমার দলে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়ার জন্য। খোবায়েবের একটি 'খারাপ ছবি' আমার সামনে আসায় আমি তাঁকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। সেই সময় আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন খোবায়েব। হুমায়ুনের দাবি, রাজ্য সভাপতির পদ পেয়ে খোবায়েব কলকাতা এবং সংলগ্ন একাধিক এলাকায় আমার দলের প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করতে থাকে। যদিও সব নামে আমি সিলমোহর দিইনি। কয়েকটি নাম বাদ দিতেই সেই প্রার্থীরা আমাকে অভিযোগ জানিয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকে ২-৫ লক্ষ টাকা নিয়েছিল খোবায়েব, 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতীক দেওয়ার জন্য। কলকাতার এক প্রার্থীকে ও ৩৩ লক্ষ টাকায় আমাদের দলের প্রতীক 'বিক্রি' করেছে। যদিও আমরা তাঁকে ভোটে সমর্থন করছি না। হুমায়ুনের আরও অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রার্থী দেওয়ার নাম করে খোবায়েব 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র একাধিক প্রার্থীর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা তুলেছেন। তাঁদের মধ্যে আবার পূর্বস্থলী কেন্দ্রের মতো একাধিক প্রার্থী তৃণমূলের কাছে 'বিক্রি' ও হয়ে গেছে বলে আজকের সাংবাদিক বৈঠকে হুমায়ুন জানিয়েছেন। সাংবাদিক বৈঠকে হুমায়ুন আরও জানিয়েছেন, রাজ্যের ১৮১ টি আসনে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রার্থী দেওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন কারণে শেষ পর্যন্ত ১২৯ টি কেন্দ্রে তাঁর দলের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছেন। মিমের ১৪ টি কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার কথা থাকলেও তারা ১২টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আসন্ন নির্বাচনে রাজ্যে মিমের সঙ্গে হুমায়ুনের দলের জোট ভেঙে যাওয়ার জন্য মিমের রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি এবং মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি আসাদুল শেখকে দায়ী করে হুমায়ুন বলেন, ওই দুই নেতার সঙ্গে জঙ্গিপুরের তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমান এবং তৃণমূলের প্রতিনিধির ২০ কোটি টাকার 'ডিল' হয়েছে। ইতিমধ্যেই তারা ২ কোটি টাকা 'অ্যাডভান্স' পেয়েছেন। হুমায়ুন অভিযোগ করেন, আমার যে ভিডিওটি প্রকাশ্যে এসেছে তার সত্যতা যাচাই না করেই মিমের এই নেতারা তৃণমূল নেতাদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে তা আসাউদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই কারণেই এই জোট ভেঙে গিয়েছে। যদিও মিমের মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি আসাদুল শেখ বলেন, হুমায়ুন কবীরের মাথা কাজ করছে না। যতদিন না উনি প্রমাণ করতে পারবেন ওই ভিডিও 'ফেক' ততদিন মিম দল উনার পাশে থাকতে পারে না। ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পর আমরা ব্যারিস্টার আসাদউদ্দিন সাহেবকে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম। তার ভিত্তিতেই দল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, আসন্ন নির্বাচনে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বো না। আগামী ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে আসাদউদ্দিন ওয়াইসি রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় আমাদের দলের প্রার্থী ইমরান সোলাঙ্কির সমর্থনে তিন দিন প্রচার করবেন। মিম রাজ্যের একাধিক আসনে জয়ী হবে। হুমায়ুনের দলের বহু প্রার্থী এখন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। উনি নিজেই আমাদের দলের নাম ব্যবহার করে ভোটে জিততে চেয়েছিলেন। তৃণমূলের বহরমপুর- মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান নিয়ামত শেখ বলেন , এই বিষয়ে যা বলার রাজ্য নেতৃত্ব বলবে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত ময়না, প্রচারে গিয়ে বাধার মুখে তৃণমূল প্রার্থী চন্দন মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১১ এপ্রিল ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভা এলাকায় ভোটের আগেই ফের উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপির প্রভাব থাকা বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েতের হালিশহর গ্রামে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে হামলার অভিযোগের মুখে পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী চন্দন মণ্ডল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শাসকদলের অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্বে পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে, যদিও বিরোধী দল সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে চন্দন মণ্ডল তাঁর দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে হালিশহর গ্রামে প্রচার বের হন। সেই সময় আচমকাই একদল মহিলা ও কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁদের পথ আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অভিযোগ, মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের উপর ঝাঁটা, লাঠি, কাঠ ও রড নিয়ে চড়াও হয় বিক্ষোভকারীরা। এমনকি ইট ছোঁড়ার ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এক তৃণমূল সমর্থকের মাথা ফেটে যায় এবং আরও কয়েকজন আহত হন বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার পেছনে 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' প্রকল্পের টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়াকেই অন্যতম কারণ হিসেবে তুলে ধরেছে শাসকদল। কয়েক মাস আগে অভিযোগ উঠেছিল, ওই অঞ্চলের কয়েক হাজার মহিলার অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পের টাকা ঢোকা বন্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং পরবর্তীতে হাই কোর্টের হস্তক্ষেপে সেই টাকা আবার মহিলাদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়তে শুরু করে। কিন্তু তাতেও ক্ষোভ পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি বলে দাবি তৃণমূলের। তৃণমূল প্রার্থী চন্দন মণ্ডল এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে জনসংযোগ করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিজেপির দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে আমাদের পথ অবরোধ করে। তাঁদের হাতে ঝাঁটা, লাঠি, রড ছিল। আমাদের কর্মীদের উপর চড়াও হয়ে মারধর করা হয়, ইট ছোঁড়া হয়। অনেকেই গুরুতর জখম হয়েছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ভোটের আগে এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার জন্যই এই ধরনের হামলা চালানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষ যাতে ভোট দিতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই সন্ত্রাস বলে দাবি তাঁর। চন্দন মণ্ডল আরও বলেন, ময়না বিধানসভার বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি ছাপ্পা ভোট দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছি যাতে সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট নিশ্চিত করা হয়। তাঁর বক্তব্য, প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। ময়না বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক দিন্দা বলেন, এখানে কোনও পরিকল্পিত হামলা হয়নি। এলাকার মহিলারা নিজেরাই ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছিলেন না, সেই ক্ষোভ থেকেই তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। তাঁর দাবি, এই ঘটনায় বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই এবং তৃণমূল রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য মিথ্যে অভিযোগ করছে। অশোক দিন্দা আরও বলেন, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভকে তৃণমূল এখন রাজনৈতিক রঙ দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্যই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ভোটের আগে তৃণমূল নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতেই এই ধরনের অভিযোগ সামনে আনছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জেরে সাধারণ মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। ভোটের আগে এই ধরনের ঘটনা তাঁদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া না গেলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নজর রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। সব মিলিয়ে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকে ঘিরে শুরু হওয়া অসন্তোষ যে এখন রাজনৈতিক সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে, তা এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই ময়না বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এখন দেখার, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন কীভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং আদৌ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট সম্পন্ন করা সম্ভব হয় কিনা।

হাওড়াতেও জমে উঠেছে বিধানসভা ভোটের প্রচার

শ্রেয়া আদর, হাওড়া, ১১ এপ্রিল ঃ হাওড়াতেও জমে উঠেছে বিধানসভা ভোটের প্রচার। ডান, বাম সব প্রার্থীরাই জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়েছেন। শনিবার সকালে দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নন্দিতা চৌধুরী ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে এক নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন। ভোটের প্রচারে মানুষের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক অয়ন ব্যানার্জি, ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিত বসু রায়, যুব সভাপতি বুলবুল আলি হালদার সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিনের মিছিল শেখ পাড়া লেন, বলাই মিস্ত্রি লেন, ওঙ্কারমল জেটিয়া রোড সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। মিছিলে তৃণমূল কংগ্রেসের বহু কর্মী-সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে, ডোমজুড়ের বিজেপি প্রার্থী গোবিন্দ হাজরা শুক্রবার জগদীশপুর বাঁইগাছি ষষ্ঠীতলা থেকে জগদীশপুর শনি মন্দির পর্যন্ত এক প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেন। এর পাশাপাশি শনিবার সকালে তিনি নিশ্চিন্দায় বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করেন। দু'দিনের প্রচারেই দলের প্রচুর কর্মী সমর্থক অংশ নেন। প্রার্থীর দাবি, প্রচারে নেমে তিনি মানুষের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন। জয়ের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। এদিকে, হাওড়া মধ্য বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অরূপ রায় শনিবার সকালে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেন। নৃত্য, গীতি, বাদ্য সহযোগে জমজমাট বর্ণাঢ্য প্রচার হয়। ওই প্রচারে কর্মী সমর্থকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। এর পাশাপাশি, এদিন সকালে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনুপম ঘোষ হাঁটাল অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন। তাঁর জনসংযোগ কর্মসূচিতে দলের বহু কর্মী সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমানে জোর কদমে চলছে সেতু নির্মাণের প্রাথমিক সমস্ত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর, ১১ এপ্রিল ঃ সাগর সেতুর মাটি পরীক্ষার কাজ শেষ পর্যায়ে, চলছে ধারণক্ষমতা পরিমাপের কাজ। বর্তমানে জোর কদমে চলছে সেতু নির্মাণের প্রাথমিক সমস্ত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নদীর যে পথ দিয়ে সেতুটি নির্মাণ করা হবে সেখানে বেশ কয়েক মাস ধরে মাটি পরীক্ষার কাজ চলছে। সেতু নির্মাণের বরাদ্দ পাওয়া ঠিকাদার সংস্থা ওজনের বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিকভাবে একটি পরীক্ষা শুরু করেছে। ওই সংস্থা কাকদ্বীপের নতুন রাস্তার মোড়ের কাছে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে চলাচল করা বড় গাড়িগুলির ওজন মাপছে। এক্ষেত্রে ভারী গাড়িগুলির ওজন মাপা হচ্ছে। জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে এই বড় গাড়িগুলি বিভিন্ন জিনিসপত্র বহন করে থাকে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন সামগ্রী বোঝাই করে এই গাড়িগুলি সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করবে। সেজন্য কত ওজনের গাড়ি সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে, তার একটি প্রাথমিক পরীক্ষার কাজ চলছে। জানা গেছে, পরীক্ষার কাজ শেষ হয়ে গেলে সেতুর ওজন ধারণক্ষমতা নির্ধারণ করা হবে। তারপর সেতু তৈরির কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যে ঠিকাদার সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা কাকদ্বীপ এলাকায় আসতে শুরু করেছেন। এমনকি সেতু তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম রাখার জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। কাকদ্বীপ লট এইটের দিকে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু করেছে এল অ্যান্ড টি। সাগরের দিকে কিছু পরিমাণ জমি কিনেছে এল অ্যান্ড টি। তাদের আরও দশ বিঘা জমির প্রয়োজন রয়েছে। সেতু তৈরির জন্য বড় আকারের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী রাখার প্রয়োজনে লাগবে জমি। পাশাপাশি যাঁরা কাজ করবেন তাঁদের থাকারও বন্দোবস্ত হবে। এই সেতু তৈরি হলে সুন্দরবনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব আনবে। মুড়িগঙ্গা নদীর নাব্যতার কথা মাথায় রেখে অত্যাধুনিক নকশা তৈরি হয়েছে। সেতু তৈরির পর পর্যটনে সুবিধা হবে।

রেজিস্ট্রি অফিসে ঢুকে স্ত্রী-শাশুড়িকে এলোপাথারি কোপ, আটক জামাই

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১১ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে একটি রেজিস্ট্রি অফিসে ঢুকে স্ত্রীকে এলোপাথাড়ি কোপ স্ত্রীকে। জখম শাশুড়ি। রেহাই পাননি এক আধিকারিক ও। আর এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বিষ্ণুপুর থানার আমতলা মোহিত কমপ্লেক্সের সুপার মার্কেটে। শনিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আমতলা মোহিত কমপ্লেক্সের একটি রেজিস্ট্রি অফিসে কাজ চলছিল। সেখানে ছিলেন রেজিস্টার অফিসার উদয় শঙ্কর অধিকারী। ছিলেন জনৈক লিপিকা প্রধান ও তাঁর মেয়ে বৈশাখী ঘোষ। অভিযোগ, সেই সময় হঠাৎই ধারাল অস্ত্র হাতে সেখানে চড়াও হন বৈশাখীর স্বামী হারু লাল ঘোষ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই তিন জনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন হারু। এলোপাথাড়ি কোপে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন উদয়বাবু-সহ দুই মহিলা। তাঁদের আর্তচিৎকার শুনে বাজারের অন্যান্য দোকানদাররা ও ছুটে আসেন। ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। আহত তিনজনকে প্রথমে আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আঘাত গুরুতর হওয়ায়, প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে তাঁরা চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, হারুলাল ঘোষের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বৈশাখীর দীর্ঘদিনের পারিবারিক বিবাদ চলছিল। তাঁদের মধ্যে ডিভোর্সের প্রক্রিয়া নিয়েও কথা চলছিল বলে জানা গেছে। সম্ভবত সেই সংক্রান্ত কোনও আইনি কাজ বা আলোচনার জন্যই বৈশাখী তাঁর মাকে নিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়েছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, সেই আক্রোশ থেকেই হারু লাল এই ভয়াবহ হামলা চালিয়েছেন। তবে এই ঘটনার পিছনে পারিবারিক বিবাদ ছাড়া অন্য কোনও পুরোনো শত্রুতা বা কারণ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত হারু লাল ঘোষকে আটক করেছে। হামলায় ব্যবহৃত ধারাল অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের নতুন মহাব্যবস্থাপক

কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ অনিল কুমার জৈন ৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে দক্ষিণ পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পূর্বতন মহাব্যবস্থাপক, অনিল কুমার মিশ্র, ৩১.০৩.২০২৬ তারিখে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর, দক্ষিণ পূর্ব রেলের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক সৌমিত্র মজুমদার ০১.০৪.২০২৬ থেকে ০৯.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে মহাব্যবস্থাপকের পদের দায়িত্ব সামলান। দক্ষিণ পূর্ব রেলে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে যোগদানের পূর্বে, অনিল কুমার জৈন জয়পুরের উত্তর পশ্চিম রেলের 'প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার' হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

অনিল জৈন ১৯৯০ ব্যাচের একজন IRSEE (ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স) আধিকারিক এবং তিনি ১৯৯১ সালে ভারতীয় রেলে যোগদান করেন। তিনি ১১.০৮.২০২১ থেকে ২১.০৭.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত পশ্চিম রেলের রাজকোট ডিভিশনে 'ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিজেপি প্রার্থীর গাড়ির চালককে মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১১ এপ্রিল ঃ নবদ্বীপ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শ্রুতি শেখর গোস্বামীর ব্যক্তিগত গাড়ির চালককে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা আকাশ ওরফে দেবব্রত পালকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শনিবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নবদ্বীপ রেলগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। এরপর ওই যুবকের বিরুদ্ধে মারধোর সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে আদালতে পেশ করে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হলে, দু'দিনের মঞ্জুর করেন বিচারক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় স্টেশন রোড ব্যাদরাপাড়া গুমটি এলাকায় দলীয় কর্মীদের নিয়ে প্রচারে বেরিয়েছিলেন নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্রুতি শেখর গোস্বামী। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, শুক্রবার সন্ধ্যায় দলীয় কর্মীদের নির্বাচনী প্রচার চলছিল আমাদের। সেই সময় ব্যাদরাপাড়া গুমটির মোড়ে আমার ব্যক্তিগত গাড়ির চালকের সঙ্গে গাড়ি ঘোরানোর সময় অন্য একটি চার চাকার গাড়ির চালক সহ দুজনের বিবাদ তৈরি হয়। বিজেপি প্রার্থীর আরও অভিযোগ এই সময় অপর গাড়িতে থাকা যুবক সহ দু'জন আমার ব্যক্তিগত গাড়ির চালকের উদ্দেশ্যে কটুক্তি ও গালিগালাজ করতে থাকে। গালিগালাজের প্রতিবাদ করলে চালককে গলা টিপে ধরে ও মারধর করে যুবক সহ দুজন। পরে অন্য গাড়ির চালক সহ দু'জনকে ধরে ফেললে স্থানীয় সোনু সেখ নামক এক যুবক অভিযুক্তদের পালাতে সাহায্য করে। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ এর পেছনে রয়েছে তৃণমূল। বিজেপি প্রার্থী জানান, এই সময় আমি গাড়িতে ছিলাম না। গাড়িতে থাকলে আমার প্রাণ সংশয় হতে পারতো। শ্রুতি শেখর গোস্বামী বলেন, নির্বাচন যত এগোবে ততই তৃণমূলী সন্ত্রাস বাড়বে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপি প্রার্থী শ্রুতি শেখর গোস্বামীর নেতৃত্বে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত দফায় দফায় রাস্তা অবরোধ ও থানা ঘেরাও করে বিজেপি কর্মীরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি অবিলম্বে সোনু সেখ সহ তিনজনকে গ্রেফতার করতে হবে। বেশি রাতে অভিযুক্ত সোনু শেখ সহ তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নবদ্বীপের বিজেপি প্রার্থী। অভিযোগের ভিত্তিতে আকাশ ওরফে দেবব্রত পাল নামক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। অন্যদিকে নবদ্বীপ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুজিত সাহা বলেন, ওদের পায়ের তলায় মাটি নেই। তাই তারা নাটক করছেন। তৃণমূল সভাপতি দ্ব্যার্থহীন ভাষায় বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। শান্ত নবদ্বীপকে অশান্ত করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার একটা চেষ্টা মাত্র। যদিও বা তা সফল হবে না বলে জানান শহর তৃণমূলের সভাপতি। তৃণমূলের শহর সভাপতি বলেন, এই কেন্দ্রে পুন্ডরীকাক্ষ সাহার ষষ্ঠবারের জন্য জয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। ঘটনার বিষয়ে ধৃত অভিযুক্ত আকাশ ওরফে দেবব্রত পাল বলেন, সমুদ্রগড় থেকে আমি ও আমার বাবা নবদ্বীপে আসছিলাম দিদিকে নিতে। ব্যাদরাপাড়া গুমিটির কাছে বিজেপি প্রার্থীর গাড়ির চালক সাইড না দিয়ে উল্টে আমাদের হুমকি ও আমায় নাকে ঘুষি মারে। আমরা ওই গাড়ির চালককে কোনওভাবেই মারধর করিনি বলে জানান ধৃত যুবক।

আবাসনে প্রচার বিতর্কে ভোটের মুখে তৃণমূল-বিজেপি'র চাপানউতোর ঘিরে সরগরম বালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১১ এপ্রিল ঃ আবাসনে প্রচার বিতর্কে ভোটের মুখে তৃণমূল-বিজেপি'র চাপানউতোর ঘিরে সরগরম বালি। দুই প্রার্থীর অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ ঘিরে চাপানউতোর তুঙ্গে। বালির বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সিং এর অভিযোগ, দলীয় কর্মীদের নিয়ে আবাসনে প্রচারে গেলে তাঁকে গেট 'বন্ধ' করে বাধা দেওয়া হয়। তাঁর দাবি, ওই আবাসনেরই বাসিন্দা বালির তৃণমূল প্রার্থী। আর ওনার নির্দেশেই তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। এদিকে, ওই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র। তাঁর পাল্টা দাবি, তিনি আবাসন কমিটির কোনও পদে নেই। যেকোনও প্রাইভেট প্রপার্টি বা ব্যক্তিগত আবাসনে প্রচারের জন্য আগাম অনুমতির প্রয়োজন হয় যা বিজেপি প্রার্থী নেননি। উল্টে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে জোর করে ঢোকা এবং আগামী ৪ তারিখের পর আবাসনে ও তৃণমূল প্রার্থীর বাড়িতে তালা লাগানোর হুমকির অভিযোগ তুলেছেন তিনি। প্রসঙ্গতঃ অনুমতি ছাড়া জোর করে প্রবেশের অভিযোগে আরও তিনটি আবাসনের পক্ষ থেকে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে। বিজেপিও নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাতে চলেছে। বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সিংয়ের আরও অভিযোগ, বৃহস্পতিবার বেলুড় থানার লিলুয়া এলাকার শেঠ পরশুরাম বাজাজ রোডের একটি বেসরকারি আবাসনে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে তিনি প্রচারে গেলে সেখানে গেট বন্ধ রেখে তাঁকে প্রচারের জন্য ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। বিজেপি প্রার্থীর আরও অভিযোগ ওই আবাসনের বাসিন্দা বালির তৃণমূল প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র। তাঁর নির্দেশেই তাঁকে প্রচারে বাধা দেওয়া হয়েছে। যদিও সাংবাদিকদের কৈলাশ মিশ্র বলেন, তিনি ওই আবাসনের কমিটির সম্পাদক বা সভাপতি এমন কোনও পদেও নেই। তাঁর পাল্টা অভিযোগ, 'প্রার্থীর জানা উচিত ছিল কোনও প্রাইভেট প্রপার্টিতে ঢুকতে গেলে বা প্রচার করতে গেলে অনুমতি লাগে। কোনও ব্যক্তিগত বাড়িতেও দেওয়ালে প্রচার করতে বাড়ির মালিকের অনুমতি লাগে। উনি সেসব না জেনেই হয়তো গিয়েছেন। তাই তিনি ঢুকতে পারেন নি। উল্টে উনি ওই আবাসনে ও আমার বাড়িতে ৪ তারিখের পর তালা লাগানোর হুমকি দিয়েছেন।' ভোটের মুখে এই চাপানউতোর নিয়েই সরগরম বালি।

মেমারিতে অভিষেকের রোড শোয়ে জনজোয়ার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ এপ্রিল ঃ ভোটের প্রচারে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে শনিবার পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে বিশাল রোড শো করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল প্রার্থী রাসবিহারী হালদার-এর সমর্থনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে কার্যত জনজোয়ারের চেহারা নেয় মেমারি শহর। মিছিলটি শুরু হয় মেমারি বিডিও অফিস মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে। বামুনপাড়া মোড় হয়ে তা গিয়ে শেষ হয় নতুন বাস স্ট্যান্ডে। গোটা রুট জুড়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে পুলিশ প্রশাসন। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে বহু সাধারণ মানুষও অভিষেককে দেখতে ভিড় জমান। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভালো না লাগলে ভোট দেবেন না, কিন্তু বিজেপির পক্ষে একটি ভোটও যেন না যায়। পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী মানব গুহ-কে 'বহিরাগত' বলে কটাক্ষ করেন। এদিনের সভা থেকে আরও কড়া ভাষায় বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেন অভিষেক। তিনি বলেন, রাসবিহারী হালদার জিতলে মেমারি বিধানসভার সার্বিক দায়িত্ব আমি নিজের হাতে নেব। তাঁর এই মন্তব্যে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা দেখা যায়। রোড শোকে কেন্দ্র করে মেমারি শহর কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। শহরের রাস্তায় উপচে পড়া ভিড় এবং সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে রাজনৈতিক আবহ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। কর্মসূচিতে জেলা ও ব্লক স্তরের একাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পেটপুজো

‘হেলদি ভাবনায় নতুন ট্রেন্ড-জেন জি-র হাতে রাইস বিয়ার, সত্যিই কি নিরাপদ এই পানীয়?

শহুরে তরুণ প্রজন্মের জীবনযাত্রায় দ্রুত বদল আসছে। পার্টি সংস্কৃতি থেকে খাদ্যাভ্যাস-সব ক্ষেত্রেই এখন সচেতনতার ছাপ স্পষ্ট। বিশেষ করে মদ্যপানের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক সময় যেখানে ককটেল, হুইস্কি বা বিয়ারের দাপট ছিল, সেখানে এখন অনেক তরুণ-তরুণীর হাতে দেখা যাচ্ছে এক ভিন্ন ধরনের পানীয়-রাইস বিয়ার। কলকাতা-র পার্টি সার্কিট হোক বা দিল্লি-র অভিজাত ক্যাফে-নতুন এই পানীয় এখন ট্রেন্ডে। বিভিন্ন সমীক্ষা অনুযায়ী, ১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়সিদের মধ্যে গত কয়েক বছরে অ্যালকোহল গ্রহণের প্রবণতা কমেছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়াই এর অন্যতম কারণ। তবে মদ্যপান পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া নয়, বরং বিকল্প খোঁজার প্রবণতাই এখন বেশি দেখা যাচ্ছে। সেই জায়গা থেকেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে রাইস বিয়ার। রাইস বিয়ার আদতে নতুন কিছু নয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের বহু জনজাতির সংস্কৃতির সঙ্গে এই পানীয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশেষ করে অসম-এর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটি বহু শতাব্দী ধরে তৈরি ও পান করা হয়। স্থানীয়ভাবে এই পানীয় ‘জুডিমা’ ‘আপং বা ‘রোহি’ নামে পরিচিত। মূলত চাল ও ভেষজ উপাদান ব্যবহার করে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ফারমেন্টেশনের মাধ্যমে এটি তৈরি করা হয়। প্রথাগত

পদ্ধতিতে তৈরি রাইস বিয়ারের স্বাদ, গন্ধ ও গঠন অঞ্চলভেদে ভিন্ন হয়। কোথাও চালের গুঁড়োর সঙ্গে বিশেষ ভেষজ মিশিয়ে ফারমেন্টেশন করা হয়, আবার কোথাও সেদ্ধ চাল ঠান্ডা করে তা প্রাকৃতিকভাবে গাঁজন হতে দেওয়া হয়। এতে সাধারণত ৫ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত অ্যালকোহল থাকতে পারে। সম্প্রতি শহুরে ক্যাফে ও রেস্তোরাঁয় এই পানীয় নতুনভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই আধুনিক সংস্করণ ঐতিহ্যবাহী স্বাদ থেকে কিছুটা আলাদা। সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবেও রাইস বিয়ার এখন এক ধরনের ‘ সিম্বল’-এ পরিণত হয়েছে। অনেক তরুণ-তরুণী এটিকে ‘ন্যাচারাল বা ‘অরগ্যানিক বিকল্প হিসেবে দেখছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই পানীয় সত্যিই কতটা স্বাস্থ্যকর? বিশেষজ্ঞদের মতে, রাইস বিয়ারকে পুরোপুরি ‘ বলা ঠিক নয়। হ্যাঁ, ফারমেন্টেশনের ফলে এতে কিছু উপকারী মাইক্রোব বা প্রোবায়োটিক উপাদান তৈরি হতে পারে, যা হজমে সহায়ক। তবে এই সুবিধা কেবলমাত্র সীমিত পরিমাণে পান করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আসলে এটি একটি অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়, এবং অন্যান্য মদের মতোই এরও কিছু ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। নিয়মিত বা অতিরিক্ত রাইস বিয়ার পান করলে লিভারের উপর চাপ পড়ে, যা দীর্ঘমেয়াদে গুরুতর সমস্যা তৈরি করতে পারে। এছাড়া হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি, রক্তচাপের সমস্যা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি-এসব ঝুঁকিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, অনেকেই ‘রাইস বিয়ার’ শব্দটি শুনে এটিকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে ধরে নিচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে অ্যালকোহল মানেই শরীরের উপর প্রভাব ফেলবে, তা সে যেভাবেই তৈরি হোক না কেন। অতিরিক্ত সেবনে ডিহাইড্রেশন, ক্লান্তি ও ঘুমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন, ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি রাইস বিয়ারের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি বজায় না থাকলে সংক্রমণের ঝুঁকিও থাকতে পারে। কারণ ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত না হলে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে। সব মিলিয়ে বলা যায়, রাইস বিয়ার নতুন প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয় বিকল্প হিসেবে উঠে এলেও এটিকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বা স্বাস্থ্যকর পানীয় মনে করা ভুল। এটি ঐতিহ্যবাহী, প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি হলেও মূলত একটি অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্ক, যার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। ট্রেন্ড বা হুজুগের বশে নয়, বরং তথ্য ও সচেতনতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে যেকোনও ধরনের নেশাজাতীয় পানীয়-তা যতই ‘অর্গানিক’ বা ‘প্রাকৃতিক’ হোক না কেন-পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ করাই সবচেয়ে নিরাপদ।

গরমে আরাম, ঘরেই বানান ক্যাফে-স্টাইল ৩ রিফ্রেশিং মকটেল

বসন্ত বিদায় নিয়েছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী। দুপুরের তীব্র রোদ, ভ্যাপসা গরম আর ঘামে নাজেহাল অবস্থা-এই সময় শরীরকে ঠান্ডা ও সতেজ রাখা

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মৌসুমে সুস্থ থাকতে হলে শরীরকে হাইড্রেটেড রাখা অত্যন্ত জরুরি। তবে বাজারের কৃত্রিম পানীয়ের উপর নির্ভর না করে, বাড়িতেই সহজ উপকরণ দিয়ে বানিয়ে নেওয়া যায় স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু মকটেল। এগুলি শুধু তেষ্টা মেটায় না, শরীরকে ভেতর থেকেও ঠান্ডা রাখে। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমনই তিনটি সহজ ও ক্যাফে-স্টাইল মকটেলের রেসিপি।

১. তরমুজ-পুদিনার কুলারঃ গরমে প্রাকৃতিক রিফ্রেশমেন্ট গরমের দিনে তরমুজ একপ্রকার প্রাকৃতিক ‘ এতে জলের পরিমাণ বেশি হওয়ায় এটি শরীরকে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে। সঙ্গে পুদিনা যোগ হলে তৈরি হয় একেবারে ফ্রেশিং পানীয়।

উপকরণঃ বীজহীন তরমুজের টুকরো
এক মুঠো টাটকা পুদিনা পাতা
১ চামচ লেবুর রস
বিট নুন
বরফ কুচি

প্রস্তুত প্রণালীঃ প্রথমে তরমুজ ব্লেন্ড করে রস বের করে নিন। একটি গ্লাসে পুদিনা পাতা ও লেবুর রস দিয়ে হালকা করে থেঁতো করুন, যাতে পুদিনার সুগন্ধ বের হয়। এরপর তরমুজের রস ঢেলে তাতে সামান্য বিট নুন মিশিয়ে দিন। ওপর থেকে বরফ কুচি ছ।য়ে পরিবেশন করুন ঠান্ডা ঠান্ডা মকটেল।

২. আদা-শসার রিফ্রেশ ড্রিংক ঃ ঠান্ডা ও ঝাঁঝের মেলবন্ধন
শসা শরীর ঠান্ডা রাখতে দারুণ কার্যকর, আর আদা হালকা ঝাঁজ দিয়ে ক্লান্তি দূর করে। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে তৈরি মকটেল গরমে দারুণ উপকারী।

উপকরণ- স্লাইস করা শসা
সামান্য আদা কুচি
মধু বা চিনি
সোডা ওয়াটার
বরফ

প্রস্তুত প্রণালীঃ শসা ও আদা সামান্য জল দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। এরপর ছেঁকে রস আলাদা করুন। তাতে মধু বা চিনি মিশিয়ে নিন। একটি গ্লাসে ঢেলে তাতে ঠান্ডা সোডা ওয়াটার যোগ করুন। লেবুর স্লাইস ও বরফ দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

৩. কাঁচা আমের স্পাইসি মকটেলঃ টক-ঝালে জমে যাবে মেজাজ-গরম মানেই কাঁচা আম-এই ফলের গন্ধেই যেন সতেজতা ফিরে আসে। প্রচলিত আমপোড়া শরবতের সঙ্গে একটু আধুনিক টুইস্ট আনলেই তৈরি হবে নতুন স্বাদের পানীয়।

উপকরণঃ সেদ্ধ কাঁচা আমের পাল্প
ভাজা জিরে গুঁড়ো
কাঁচা লঙ্কা কুচি
চিনি
বিট নুন
সোডা ওয়াটার

প্রস্তুত প্রণালী-একটি গ্লাসে আমের পাল্প নিয়ে তাতে জিরে গুঁ।ে ও কাঁচা লঙ্কা কুচি মেশান। স্বাদমতো চিনি ও বিট নুন দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার সোডা ওয়াটার ঢেলে আলতো করে নে।ে নিন। এই টক-ঝাল স্বাদ গরমে মুহূর্তে আপনাকে চনমনে করে তুলবে।

কেন এই মকটেলগুলি উপকারী? পুষ্টিবিদদের মতে, কৃত্রিম পানীয়ের তুলনায় প্রাকৃতিক ফল ও সবজির রস অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। তরমুজ ও শসার মতো উপাদান শরীরের ইলেকট্রোলাইট ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফলে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমে। পাশাপাশি আদা হজমে সহায়ক এবং কাঁচা আম শরীরে লবণ ও খনিজের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে। সব মিলিয়ে, এই গরমে শরীরকে সুস্থ ও সতেজ রাখতে বাজারি ঠান্ডা পানীয় নয়, বরং ঘরোয়া এই মকটেলগুলিই হতে পারে আপনার সেরা সঙ্গী। সহজে তৈরি, সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর-এই তিনের মেলবন্ধনেই মিলবে গরমের আসল স্বস্তি।

তামিলনাড়ুতে ৩২৬ জন কেন্দ্রয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল (হি. স.) ঃ আগামী ২৩ এপ্রিল তামিলনাড়ুর ২৩৪টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে ওই রাজ্যের জন্য মোট ৩২৬ জন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিযে।গ করল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে এই সংক্রান্ত একটি উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ছাড়াও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার ড. এস এস সান্ধু এবং ড. বিবেক যোশী। ভিডিও কনফারেন্সিংযের মাধ্যমে আযে।জিত এই বৈঠকে নির্বাচনের প্রস্তুতি বিস্তারিতভাবে খতিযে. দেখা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তামিলনাড়ুর ২৩৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ১৩৬ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ৪০ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং ১৫০ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা হয়েছে। গণতন্ত্রের এই উৎসবে স্বচ্ছতা বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করাই কমিশনের মূল লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর করা হয়েছে এবং তা লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না, সেদিকে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। এদিনের বৈঠকে ভোটকর্মীদের সুবিধার্থে এবং ভোটারদের জন্য বুথগুলিতে পর্যাপ্ত পানীয় জলের জোগান অব্যাহত রাখার বিষয়েও বিশেষ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষার তারিখ পিছোনোর দাবিতে ডেপুটেশন টিপিএসসিতে

আগরতলা, ১০ এপ্রিল (হি.স.)ঃ ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন (টিপিএসসি) আযে।জিত টিইএস আরডি দফতরের অধীনে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (গ্রেড-১ ও গ্রেড-২) পদে মেইনস পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ পিছিযে. দেওয়ার দাবিতে শুক্রবার কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন চাকরি প্রত্যাশীরা।প্রার্থীদের একাংশ জানান, চলতি বছরের ১২ মার্চ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরপরই মেইনস পরীক্ষার তারিখ আগামী ২ মে ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে করে পরীক্ষার্থীরা প্রস্তুতির জন্য প্রায. দেড় মাসেরও কম সময. পাচ্ছেন, যা তাঁদের মতে পর্যাপ্ত নয়।তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, মেইনস পরীক্ষা মোট ৫০০ নম্বরের, যেখানে টেকনিক্যাল পেপারের পাশাপাশি জেনারেল স্টাডিজও অন্তর্ভুক্ত রযেছে। বিস্তৃত সিলেবাস এবং উচ্চমানের প্রশ্নপত্রের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্তমান নির্ধারিত সময়সীমা প্রার্থীদের জন্য অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় তাঁরা সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষার তারিখ অন্তত কযেক সপ্তাহ পিছিযে. দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।

NAME CHANGE
I, Rezina Khatun W/o- Aktar Uddin Laskar, D/O- Sirajul Laskar, , residing at vill- Mamudpur, P.O & P.S- Magrahat, Dist- South 24 Parganas, Pin-743355, have changed my name and shall henceforth be known as Rajina Bibi as sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24 Pargaans Vide Affidavit No - 12604 Dated 02/04/2026. Rezina Khatun and Rajina Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Neeraj Kumar Jain (old name) S/o- Rajkumar Jain residing at Hatibagan Main road PNB Bank, Jiaganj, Jiaganj, Dist-Murshidabad, Pin-742123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NEERAJ KUMAR JAIN to NIROJ KUMAR JAIN and henceforth I shall be known as NIROJ KUMAR JAIN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/04/2026. NEERAJ KUMAR JAIN (old name) and NIROJ KUMAR JAIN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
OLD NAME KANCHAN BANERJEE S/O ANUP KUMAR BANERJEE RESIDING TAHERPUR/E/19/ 1325 PO+PS TAHERPUR NADIA HAVE CHANGED MY FATHER NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANUP KUMAR BANERJEE AS DECLARE BEFORE THE JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS RANAGHAT COURT VIDE AFFIDAVIT NO.8303 DT 11-2-2026-KANCHAN BANERJEE S/O ANUP BANERJEE AND KANCHAN BENERJEE S/O ANUP KUMAR BANERJEE BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি Sahida Begam,Wo Abdul Hamid Mullick ঠিকানা Vill Eksara Mallick para,P.O-Chamrail, P.S.-Liluah, dist-Howrah -711114 আমার Nick name Khuki Begam, 2002 এর ভোটার লিস্ট ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রে আমার নাম Khuki Begum Mallick হয়ে থাকায় ০৭.০৪.২০২৬ ফার্স্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হাওড়া কোর্টে এফিডেভিট করেছি। Sahida Begam এবং Khuki Begam Mallick উভয়ই এক অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Jadab Ali Halder, So Nek MD.Halder ঠিকানা Vill -Eksara Mullick para ,P O - Chamrail, P.S.-Liluah , dist-Howrah -711114 আমার Nick name Khokan Halder, 2002 এর ভোটার লিস্ট ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রে আমার নাম Khokan Halder হয়ে থাকায় ০৮.০৪.২০২৬ ফার্স্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হাওড়া কোর্টে এফিডেভিট করেছি। Jadab Ali Halder এবং Khokon Halder উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE
I PINKEE KUMARI (Old Name) W/o RAJU SHAW Residing at 13/2, T N MUKHERJEE ROAD, P.o - Makhla, P.s-Uttarpara, District Hooghly, Pin -712245, West Bengal, India, have Changed my name and shall hence-forth be Known as PINKEE SHAW (New Name) as declared before the Notary public Howrah vide affidavit Dated 08-04-2026. PINKEE KUMARI (Old Name) and PINKEE SHAW (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Md Mamunur Rahaman s/o-Habibar Rahaman Laskar, residing at vill- East Belaria, P.O & P.S- Magrahat, Dist- South 24 Parganas, Pin-743355, have changed my name and shall henceforth be known as Md Mamunur Rahaman Laskar as sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Diamond Harbour, South 24 Pargaans Vide Affidavit No - 837 Dated 15/01/2026. Md Mamunur Rahaman and Md Mamunur Rahaman Laskar both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Habibar Rahaman s/o- Mokhlesur Rahaman Laskar, residing at Vill-East Belaria, P.O & P.S- Magrahat, Dist- South 24 Parganas, Pin-743355, have changed my name and shall henceforth be known as Habibar Rahaman Laskar as sworn before the Notary Public at Diamond Harbour, South 24 Pargaans Vide Affidavit No - 15 Dated 06/04/2026. Habibar Rahaman Lasakr and Habibar Rahaman both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, BIVA KARAR W/o Bholanath Karar residing at Naskar Para, Banipur, P.S.-Sankrail, Dist-Howrah, Pin-711304 do hereby solemnly affirm & declare my actual name BIVA KARAR instead of BIMA KARAR and my Husband's actual name BHOLANATH KARAR instead of NOT NON KARAR, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Sadar Howrah dated on 24/12/2025. BIVA KARAR and BIMA KARAR both are same and one identical person. BHOLANATH KARAR and NOT NON KARAR both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, BIVA KARAR W/o Bholanath Karar residing at Naskar Para, Banipur, P.S.-Sankrail, Dist-Howrah, Pin-711304 do hereby solemnly affirm & declare my actual name BIVA KARAR instead of BIBHA DATTA and my father's actual name NAGENDRA CHANDRA DUTTA instead of NAGENDRA NATH DUTTA, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Sadar Howrah dated on 30/12/2025. BIVA KARAR and BIBHA DATTA both are same and one identical person. NAGENDRA CHANDRA DUTTA and NAGENDRA NATH DUTTA both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SHAHNAZ BEGUM (Old Name) W/O- Sk Insan Ali residing at Vill+PO-Mathpalsa Dist-Birbhum, PIN-731234 West Bengal, shall henceforth be known as SAHANAJ BIBI (New Name) as declared before the Notary Public at Bolpur, Birbhum, West Bengal vide Affidavit no. 691 Dated 09/04/2026. SHAHNAZ BEGUM (Old Name) and SAHANAJ BIBI (New Name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Sokina Begum wo sk Alkas ,do Seya ali Mondal ঠিকানা vill- Unsani Laskarpara ,P. O Unsani ,P S.- Jagacha,dist-Howrah 711302 ,আমার Nick name Samina Begum, 2002 এর ভোটার লিস্ট শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আমার নাম Samina Begum হয়ে থাকায় ০৮.০৪.২০২৬ ফার্স্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হাওড়া কোর্টে এফিডেভিট করেছি। Sokina Begum, এবং Samina Begum উভয়ই এক অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Aktar Jahan Mullick WO- Olihosain Mullick ঠিকানা,Vill Eksara,P O - Chamrail, P S- Liluah,Dist-Howrah-711114 আমার Nick name Lili Mallik ,2002 এর ভোটার লিস্ট ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রে আমার নাম Lili Mallik হয়ে থাকায় ০৭.০৪.২০২৬ ফার্স্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হাওড়া কোর্টে এফিডেভিট করেছি। Akter Jahan Mullick এবং Lili Mallik উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

লেবাননে যুদ্ধ থামাতে হবে, নইলে বৈঠক নয়-শান্তি আলোচনার আগেই কড়া অবস্থান ইরানের

তেহেরান, ১১ এপ্রিলঃ মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে আসন্ন ইরান-আমেরিকা শান্তি বৈঠক ঘিরে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বৈঠকের ঠিক আগে কড়া বার্তা দিল ইরান। তেহরান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, লেবানন-এ হামলা বন্ধ না হলে তারা আলোচনার টেবিলে বসবে না। এই অবস্থান ঘিরে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। শুক্রবার ইরানের সংসদের স্পিকার মহম্মদ বাঘের ঘালিবাফ সরাসরি এই হুঁশিয়ারি দেন। তিনি জানান, শান্তি বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে ইরান যে পূর্বশর্তগুলি রেখেছিল, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি এখনও পূরণ হয়নি। প্রথমত, লেবাননে চলা সামরিক অভিযান বন্ধ করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, ইরানের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। নিজের সামাজিক মাধ্যম পোস্টে ঘালিবাফ লেখেন, এই শর্তগুলি পূরণ না হলে আলোচনায় বসার কোনও প্রশ্নই নেই। তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, ইরান এই বৈঠককে কেবল কূটনৈতিক আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেখছে না, বরং বাস্তব পরিবর্তনের নিশ্চয়তা চায়। এই একই সুর শোনা গিয়েছে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস অরাঘচি-র বক্তব্যেও। তিনি বলেন, আমাদের শর্ত পরিস্কার। যুক্তরাষ্ট্র-কে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই হবে। লেবাননে মারণ সংঘর্ষ বন্ধ না হলে কোনও আলোচনা অর্থহীন। তাঁর মন্তব্যে বোঝা যাচ্ছে, ইরান আলোচনায় বসার আগে

পরিস্থিতির বাস্তব পরিবর্তন দেখতে চায়। এই প্রেক্ষাপটে আসন্ন বৈঠকটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ-এ শনিবার এই বৈঠক হওয়ার কথা। কিন্তু ইরানের এই কড়া অবস্থানের ফলে বৈঠক আদৌ নির্ধারিত সময় অনুযায়ী হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, আলোচনায় অংশ নিতে ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, আমেরিকা এই আলোচনার বিষয়ে আশাবাদী এবং ইতিবাচক মনোভাব নিয়েই এগোচ্ছে। তাঁর মতে, ইরান যদি আন্তরিকভাবে আলোচনায় অংশ নেয়, তাহলে ওয়াশিংটন সহযোগিতার হাত বাড়াতে প্রস্তুত। তবে সতর্কবার্তাও দিয়েছেন ভ্যান্স। তিনি বলেন, যদি ইরান আলোচনায় প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তাহলে তার ফল ভালো হবে না। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, আমেরিকাও এই বৈঠককে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে এবং কোনও ধরনের কূটনৈতিক কৌশল বা সময়ক্ষেপণ বরদাস্ত করবে না। ভ্যান্স আরও জানান, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে, এবং সেই অনুযায়ীই তারা আলোচনায় অংশ নেবে। যদিও ট্রাম্পের এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কিছু প্রশ্ন উঠেছে, তবুও আমেরিকার কৌশল যে পূর্বনির্ধারিত, তা স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের সামগ্রিক স্থিতিশীলতা অনেকটাই নির্ভর করছে এই বৈঠকের উপর। একদিকে ইরানের কঠোর শর্ত, অন্যদিকে আমেরিকার সতর্ক কিন্তু আশাবাদী অবস্থান-এই দুইয়ের টানাপো।নে কূটনৈতিক সমাধানের পথ কতটা মসৃণ হবে, তা এখনই বলা কঠিন। বিশেষজ্ঞদের মতে, লেবাননের পরিস্থিতি এই আলোচনার কেে।দ্র চলে এসেছে। সেখানে চলা সংঘর্ষ বন্ধ না হলে বৃহত্তর শান্তি প্রক্রিয়া এগোনো সম্ভব নয়। ফলে ইরানের এই শর্ত কেবল রাজনৈতিক চাপ তৈরির কৌশল নয়, বরং আঞ্চলিক বাস্তবতার প্রতিফলনও। সব মিলিয়ে, ইসলামাবাদের এই বৈঠক ঘিরে অনিশ্চয়তা ক্রমশ বা।ছে। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আলোচনা শুরু হবে, নাকি শেষ মুহূর্তে তা ভেস্তে যাবে-এখন সেদিকেই তাকিয়ে আন্তর্জাতিক মহল।

তেলেঙ্গানায় মাওবাদী অধ্যায়ের অবসান দাবি পুলিশের, একসঙ্গে ৪২ জঙ্গির আত্মসমর্পণ

হায়দরাবাদ, ১০ এপ্রিল (হি.স.)ঃ দীর্ঘদিনের সশস্ত্র ল।ইয়ের অবসান ঘটিয়ে তেলেঙ্গানায় মাওবাদী কার্যকলাপ কার্যত শেষ-এমনই দাবি করল রাজ্য পুলিশ। শুক্রবার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপে সিপিআই (মাওবাদী)-এর শীর্ষস্তরের নেতৃত্ব সহ মোট ৪২ জন সশস্ত্র জঙ্গি আত্মসমর্পণ করায় রাজ্যে নক্সাল প্রভাবের পতন নিশ্চিত হয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসন। রাজ্যের পুলিশ মহাপরিদর্শক (ডি.জি.পি) বি. শিবধর রেড্ডি জানান, এই আত্মসমর্পণ শুধুমাত্র সংখ্যার দিক থেকে ব। নয়, সংগঠনের কাঠামোগত ভাঙনেরও ইঙ্গিত বহন করছে। তাঁর কথায়, তেলেঙ্গানা স্টেট কমিটি কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে প।ছে। রাজ্যে মাওবাদী সশস্ত্র উপস্থিতি আর নেই বললেই চলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আত্মসমর্পণকারী দলের নেতৃত্বে ছিলেন শীর্ষ মাওবাদী নেতা সোদি মল্ল ওরফে কেশল ওরফে নিখিল। তাঁর সঙ্গে স্টেট কমিটি, ডিভিশনাল কমিটি ও বিভিন্ন জোনাল স্তরের সদস্যরাও অস্ত্র সমর্পণ করেন। একসঙ্গে এত সংখ্যক সশস্ত্র ক্যাডারের আত্মসমর্পণকে প্রশাসন ‘ পয়েঃ ট’ হিসেবেই দেখছে। তদন্তকারী আধিকারিকদের মতে, গত কয়েক বছরে ধারাবাহিক নিরাপত্তা অভিযান, গোয়েঃদা

তপরতা এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ফলে জঙ্গলমহল ও সীমান্তবর্তী এলাকায় মাওবাদীদের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। পাশাপাশি সরকারের আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতি অনেক ক্যাডারকে মূলস্রোতে ফেরার পথে উসাহিত করেছে। ডি.জি.পি আরও জানান, মুপ্পলা লক্ষ্মণ রাও ওরফে গণপতি সহ মাত্র পাঁচজন সক্রিয় মাওবাদী নেতা এখনও দেশের অন্যত্র, বিশেষত ছত্তিশগড়ে অবস্থান করছে। তাঁদেরও দ্রুত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হয়েছে। পুলিশের দাবি, আত্মসমর্পণের সময় ক্যাডাররা ৩৬টি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, প্রায় ৮০০ গ্রাম সোনা এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ জমা দিয়েছে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে একে-৪৭, এসএলআর, ইনসাস রাইফেল, স্টেনগান, পিস্তল ও রিভলভার। এছা।।ও ১,০০৭টি জীবন্ত কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে, যা সংগঠনের সক্রিয়তার প্রমাণ বহন করে। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা-সোডি মল্লা (পিএলজিএ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার), চাপা নারায়ণ (স্টেট কমিটি সদস্য) এবং কদথি সান্নু (ডিভিশনাল কমিটি সদস্য)-দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সশস্ত্র অভিযানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে দাবি পুলিশের।প্রশাসনের মতে, এই আত্মসমর্পণের ফলে শুধু নিরাপত্তা পরিস্থিতিই নয়, তেলেঙ্গানার উন্নয়ন-পরিকল্পনাও নতুন গতি পাবে। বিনিয়োগ, শিল্পায়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব প।বে বলেও মনে করা হচ্ছে। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, আত্মসমর্পণকারী সকল ক্যাডারকে পুনর্বাসন নীতির আওতায় আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া হবে, যাতে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে।পুলিশের বক্তব্য, এটি শুধু একটি অপারেশনাল সাফল্য নয়, বরং একটি আদর্শগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত। সরকারের আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতির আওতায় আত্মসমর্পণকারী সকলকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। পুলিশের মতে, এই আত্মসমর্পণের ফলে রাজ্যে শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন আরও মজবুত হবে।

ফুলিয়ায় প্রাচীন চৈত্র সংক্রান্তি ব্রতকে ঘিরে আবারও জমে উঠেছে ধর্মীয় আবহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১১ এপ্রিল ঃ নদীয়ার ফুলিয়া বয়রা জোড়া বটতলা এলাকায় শতবর্ষ প্রাচীন চৈত্র সংক্রান্তি ব্রতকে ঘিরে আবারও জমে উঠেছে ধর্মীয় আবহ। প্রায় ৭০ বছরেরও বেশি পুরনো এই মন্দিরটি এলাকায় অন্যতম জাগ্রত বলে পরিচিত। প্রতি বছরের মতো এবারও নানা বয়সের ভক্তদের অংশগ্রহণে পালিত হচ্ছে এই ব্রত। পাঁচ বছর থেকে শুরু করে ৭০ বছর বয়সি মানুষ পর্যন্ত এখানে সন্ন্যাসী হয়ে ব্রতে অংশ নিচ্ছেন। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য বিষয়, সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরে মহিলারাও এই ব্রতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। এবছর প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন সন্ন্যাসী ব্রতে যোগ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। চৈত্র মাস শেষ হওয়ার সাত দিন আগে থেকেই শুরু হয় এই পুজোর আচার। কেউ কেউ আবার পুরো এক মাস ধরে এই ব্রত পালন করেন। তবে শিশু সন্ন্যাসীদের উপস্থিতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে সময়সীমা কমিয়ে আনা হয়। ব্রত পালনের সময় কঠোর নিয়ম মানতে হয় সন্ন্যাসীদের। তারা শিবের আরাধনা করেন এবং পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। সেই ভিক্ষা দিয়ে মন্দিরে ভোগ নিবেদন করা হয় এবং পরে প্রসাদ হিসেবে সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, ব্রতের এই কয়েকদিন সন্ন্যাসীরা নিজেদের বাড়িতে না গিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণেই অবস্থান করেন। প্রায় ৪০ বছর ধরে এই মন্দিরে সন্ন্যাসী হিসেবে ব্রত পালন করে আসছেন এক প্রবীণ, যার বর্তমান বয়স প্রায় ৭০ বছর। তার মতো প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও তরুণদের উৎসাহে এই প্রাচীন ব্রত আজও সমানভাবে জীবন্ত রয়েছে।

টিয়াপাখিদের তাণ্ডবে তিস্তাচরে ভুট্টা চাষে ব্যাপক ধাক্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১১ এপ্রিল ঃ মাঠে চলছে যুদ্ধ! একপাশে কৃষক, অন্যপাশে টিয়ার ঝাঁক। ভাবছেন টিয়ার ঝাঁকের সঙ্গে কৃষকদের এ কেমন লড়াই? শিষ পাকার আগেই শেষ! ফলনে টিয়াপাখির আক্রমণে দিশেহারা কৃষকেরা। তাই প্রকৃতি নয় এবার পাখিদের তাণ্ডবে তিস্তাচরে ভুট্টা চাষে চরম ধাক্কা। জলপাইগুড়িতে তিস্তার চরভূমিতে ভুট্টা চাষে টিয়াপাখির দাপটের জেরে দুশ্চিন্তায় কৃষকরা। তিস্তা নদীর উর্বর চরভূমি দীর্ঘ বছর ধরেই জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকদের অন্যতম ভরসার জায়গা। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় বিভিন্ন ফসলের চাষ হলেও ভুট্টা চাষ বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। প্রতি বছর এই সময়ে ভাল ফলনের আশায় মাঠে নামেন চাষীরা, আর সাফল্য এলে হাসি ফোটে তাঁদের মুখে। তবে চলতি মরশুমে সেই চেনা ছবি বদলেছে অনেকটাই। কৃষকদের অভিযোগ, ভুট্টার গাছে কলম এলেও ফলন পূর্ণতা পাওয়ার আগেই বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়ছে ফসল। সকাল-বিকেল ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখির হানায় নষ্ট হচ্ছে ভুট্টার শিষ। অনেক ক্ষেত্রেই অর্ধেকেরও বেশি ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে দাবি চাষীদের। স্থানীয় কৃষকরা জানাচ্ছেন, এবছর আবহাওয়া অনুকূল থাকায় ভুট্টার ফলন ভাল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই টিয়াপাখির আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় সেই আশায় জল পড়েছে। কিছু জমিতে গাছ নুয়ে পড়ছে। আর এতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ চাষীদের। ভাল ফলনের আশায় অনেকেই ভুট্টার পাশাপাশি অন্যান্য ফসলের দিকেও ঝুঁকেছিলেন, কিন্তু এই ক্ষতির ফলে তাঁদের আর্থিক হিসাবও ক্ষতির মুখেই।

বন, নদী পেরিয়ে জয়ন্তী এলাকায় যাচ্ছেন কালচিনি বিধানসভার প্রার্থীরা! শুরু প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালচিনি, ১১ এপ্রিল ঃ বন দফতরের কড়াকড়িতে আগে ভোট প্রচারে জয়ন্তী গ্রামে যেতে পারতেন না ভোটে লড়াই করা প্রার্থীরা। তবে এবারে নিয়ম কিছুটা শিথিল হতেই কালচিনি বিধানসভার প্রার্থীরা যাচ্ছেন জয়ন্তী গ্রামে ভোট প্রচারে। শুনছেন এলাকাবাসীদের সমস্যার কথা। ডুয়ার্সের বক্সা টাইগার রিজার্ভের মধ্যে জয়ন্তী গ্রামটির অবস্থান। জঙ্গল, নদীতে ঘেরা একটি পুরনো গ্রাম এটি। নানা জাতি, ভাষাভাষীর মানুষের বসবাস এখানে। মানুষ, বন, বণ্যপ্রাণের এক অবাক করা সহাবস্থান রয়েছে এখানে। ঘন সবুজ সেই গ্রামের এক পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে জয়ন্তী নদী। বর্ষায় এই নদীর দুরন্ত রূপটি দেখে বিস্মিত হতে হয়। অন্য সময় নানা ধারায় প্রবাহিত হয় নদী। তখন জয়ন্তী নদীর বেড়ে ঘুরে বেড়ানো যায়। সামনেই রয়েছে ভুটানের পাহাড়শ্রেণি। বক্সা জঙ্গল দিয়ে ঘেরা এলাকা। বন্যপ্রাণীর প্রতি সময় এলাকায় চলে আসা নতুন কোনও ঘটনা নয়। জয়ন্তীর গ্রামে নানা জাতি, নানা ভাষা ও বিভিন্ন ধর্মের মানুষের একত্রিত বসবাস। বর্তমান জয়ন্তী মূলত পর্যটন-নির্ভর একটি আরণ্যক গ্রাম। গ্রামের মানুষের জীবিকা ছিল নদীতে কাজ। সেই কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে বন দফতরের নিষেধজ্ঞায়। পর্যটন ব্যবসাতেও মাঝে মধ্যে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রতিটি জয়ন্তীবাসীর বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের কাছে দাবি সুনিশ্চিত কর্মসংস্থানের। প্রার্থীরা বিষয়গুলি শুনছেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে সিউড়ি থানায় জিরো এফআইআর দায়ের, সাম্প্রদায়িক উস্কানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি, ১১ এপ্রিল ঃ আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর ফের একবার আইনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। গত শুক্রবার রাতে বীরভূম জেলার সিউড়ি থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন 'রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘু সংরক্ষণ মোর্চা'-র সভাপতি হাজি মহম্মদ পারভেজ সিদ্দিকী। সিউড়ি থানায় একটি 'জিরো এফআইআর' দায়ের করে তাঁর দ্রুত গ্রেফতারির দাবি জানিয়েছেন সিদ্দিকী। অভিযোগে জানানো হয়েছে যে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হুমায়ুন কবীর রাজ্যে মেরুকরণের চেষ্টা করছেন এবং জনসমক্ষে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছেন। পারভেজ সিদ্দিকীর দাবি, অর্থের বিনিময়ে নির্বাচনে মেরুকরণ ঘটানোর চেষ্টা করছেন হুমায়ুন কবীর। তাঁর অভিযোগ, বাবরী মসজিদ দেশের মুসলমানদের কাছে একটি আবেগের প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে হুমায়ুন কবীরকে বলতে শোনা গেছে যে, বাবরী মসজিদ নির্মাণ তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, তিনি বিপুল পরিমাণ টাকার বিনিময়ে কোনও নির্দিষ্ট শক্তির পক্ষে নির্বাচনে লড়ে পরোক্ষভাবে 'ফ্যাসীবাদী শক্তিকে' সাহায্য করার কথা বলছেন। অন্যদিকে, হুমায়ুন কবীর তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা এই সমস্ত অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, এটি তৃণমূল কংগ্রেসের একটি গভীর চক্রান্ত। তিনি বলেন যে, নির্বাচনের আগে মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে তৃণমূল বাইরে থেকে লোক ভাড়া করে তাঁর বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালাচ্ছে। কবীর আরও জানান যে, এই একই অভিযোগকারী আগে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কোনো আগাম জামিন নেবেন না এবং আইন অনুযায়ী যা হওয়ার তাই হবে। উল্লেখ্য, হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে এটি তৃতীয় মামলা। এর আগে কলকাতার ময়দান থানা এবং মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। রেজিনগর থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই ওই মামলার তদন্ত চালাচ্ছে।

নববর্ষে হালখাতা পুজো ক্রমশ লুপ্তপ্রায়, অনলাইন লেনদেনের যুগে কী বলছেন ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১১ এপ্রিল ঃ বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর এই পার্বণের অন্যতম পয়লা বৈশাখ। ঐতিহ্য মেনেই আজও অনেককেই দেখা যায় বাংলার নববর্ষের পয়লা তারিখে লক্ষ্মী ও গণেশের মূর্তিপুজো করতে। সঙ্গে হালখাতাও করেন। মূলত ব্যবসায়ীরা এই হালখাতা পুজো করে থাকেন। তবে সেই প্রথা এখন ক্রমশ লুপ্তপ্রায়। পয়লা বৈশাখের আগে 'মাছি মারছেন' হালখাতা বিক্রির দোকানদাররা। বেহাল অবস্থা বিক্রি-বাট্টার। একসময় পয়লা বৈশাখ মানে বাঙালি ব্যবসায়ীদের কাছে ছিল নতুন বছরের নতুন করে হিসাব শুরুর দিন। হালখাতা নামে পরিচিত এই প্রথা ছিল পুরনো বছরের যাবতীয় হিসেব নিকেশ মিটিয়ে নতুন করে ক্রেতা এবং বিক্রেতার পথ চলার প্রতীক। কিন্তু আধুনিকতার ঢেউয়ের ঝাপটা আর ডিজিটালাইজেশনের ধাক্কায় ক্রমশই গুরুত্ব হারাচ্ছে বাঙালির ঐতিহ্যের হালখাতা। তবে বিক্রেতাদের দাবি অনলাইন লেনদেনের যুগে বাঙালির জীবন থেকে কি হারিয়ে যাচ্ছে পয়লা বৈশাখের হালখাতা। মোঘল যুগে আকবর শুরু করেছিলেন হালখাতা। হাল শব্দের অর্থ নতুন। প্রতিবছর প্রজারা তাঁদের খাজনা, দেনা-পাওনা মিটিয়ে নতুন বছরে নতুন খাতা করতেন। পরবর্তী সময় বাংলায় সেই প্রচলন থেকে যায়। যারা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা বাংলার নববর্ষে এই নতুন খাতা পুজো করাতেন। তবে হিসেব নিকেশের সেই খাতা যুগের সঙ্গে অতীত হয়েছে। তার জায়গা নিয়েছে কম্পিউটার আধুনিক সফটওয়্যার। তাই হালখাতার বিক্রির হাল খারাপ হয়েছে। বিশেষ করে আগের প্রজন্ম তবু এই খাতা কেনাকাটি করলেও এই প্রজন্ম একদমই কেনাকাটি করছে না বলেই দাবি বিক্রেতাদের। একসময় পয়লা বৈশাখের দিন ব্যবসায়ীরা মন্দিরে পুজো দিয়ে সেখানে হালখাতা ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে নিতেন। আবার অনেকেই নিজেদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্মী -গণেশের পুজো করার পর তাঁদের পায়ের কাছে যে হালখাতা রাখতেন তাতেই পরবর্তীকালে সারা বছর যাবতীয় হিসাব-নিকেশ করতেন। তবে হালখাতার চাহিদা কমলেও সেই পুরনো ঐতিহ্য গত কয়েক বছর ধরে বজায় রেখেছেন বহরমপুরের কিছু ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীরা জানান, 'হালখাতা হল নববর্ষের দিন ব্যবসায়ী এবং গ্রাহকদের মধ্যে নতুন করে সম্পর্ক ঝালিয়ে নেওয়ার একটি দিন। বহু আর্থিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলেও এখনও আমি আমার দোকানে হালখাতা কিনে ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে এই দিনটি পালন করি।'

মণিপুরে দুই সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে গুলির লড়াইয়ে মৃত জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১১ এপ্রিল ঃ মণিপুরে ডিউটিরত অবস্থায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হলেন মালদা জেলার মোথাবাড়ি থানার উত্তর লক্ষ্মীপুরের ভাগজানটোলা গ্রামের বাসিন্দা জওয়ান মিঠুন মণ্ডল। তাঁর মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নেমে

এসেছে পরিবার ও গোটা এলাকায়। জানা গেছে, মিঠুন মণ্ডল (৩৪) ১৭০ নম্বর ব্যাটালিয়নের 'এ' কোম্পানির জওয়ান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বুধবার বিকেল প্রায় সাড়ে ৫টা নাগাদ উখরুল জেলার লিতান থানার অন্তর্গত সিকিপুং ও মংকোট চেপু এলাকায় টহলদারি চলাকালীন দুই সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। সেই সময় অজ্ঞাত দিক থেকে ছোঁড়া একটি গুলি তাঁর গায়ে লাগে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত ইম্ফলের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (রিমস)-এ নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যা প্রায় ৬টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রায় সাত বছর আগে তিনি বিএসএফে যোগ দেন এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বাবা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর দুই ছোট ছেলে-মেয়ে রয়েছে। মিঠুনের আকস্মিক মৃত্যুর খবর রাতে বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার। বর্তমানে তাঁর দেহ রিমস হাসপাতালের মর্গে রাখা রয়েছে। ময়নাতদন্তের পর দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনার কবলে শান্তনু ঠাকুরের কনভয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১১ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে মুর্শিদাবাদে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের কনভয়। শনিবার বহরমপুর থানা এলাকার বলরামপুরে কনভয়ের একটি গা।রি সঙ্গে একটি ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সংঘর্ষটি এতটাই তীব্র ছিল যে ট্রাক্টরের সামনের অংশ পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীদের বহনকারী গাড়িটিও যথেষ্ট আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তবে অত্যন্ত স্বস্তির বিষয় এই যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এই দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছেন এবং তাঁর শরীরে কোনও চোট লাগেনি। ঘটনার পরপরই পুলিশ দ্রুত সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুর্ঘটনাটি কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে হয়েছে নাকি এর পেছনে চালকের কোনও গাফিলতি ছিল, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমিধ্যেই ট্রাক্টর চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনার জেরে এলাকায় সাময়িকভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ভোটের আবহে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এমন ত্রুটি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পূর্ব বর্ধমানের কালনা, দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডি এবং মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে তিনটি নির্বাচনী সভা করার কথা রয়েছে। শান্তনু ঠাকুর সেই কর্মসূচিতেই যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। আজকের এই ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে পুনরায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নির্বাচনী প্রচারের ভোলবদল, এখন প্রধান হাতিয়ার সামাজিক মাধ্যম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের আগে প্রচারের ধরণ ও কৌশলে আমূল পরিবর্তন এসেছে। একটা সময় ছিল যখন ভোটের প্রচার মানেই ছিল পাড়ায় পাড়ায় দেওয়াল লিখন, রাজপথে বিশাল জনসভা, কিংবা মাইকের কানফাটানো আওয়াজ। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় সেই পরিচিত ছবিটা এখন অনেকটাই বদলে যাচ্ছে। জনসভা বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগের গুরুত্ব কমেনি ঠিকই, তবে বর্তমানে সভা-সমাবেশ বা ব্যানার-পোস্টারকেও ছাপিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার অন্যতম প্রধান এবং শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে উঠে এসেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। আধুনিক যুগের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ফেসবুক, এক্স হ্যান্ডেল, ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবের মতো মাধ্যমগুলি এখন রাজনীতির নতুন ময়দান। প্রার্থীরা তাঁদের দলীয় আদর্শ, নির্বাচনী ইস্তেহার এবং উন্নয়নমূলক বার্তা নিয়ে নিমেষের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছেন কোটি কোটি ভোটারের ড্রয়িং রুমে। আগে যেখানে একটি জনসভা করতে বিপুল আয়োজন আর সময়ের প্রয়োজন হতো, এখন একটি 'ফেসবুক লাইভ' বা 'ইনস্টাগ্রাম রিলস'-এর মাধ্যমেই প্রার্থীরা সরাসরি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারছেন। এই ডিজিটাল বিপ্লব নির্বাচনী প্রচারের ধারণাকেই কার্যত বদলে দিয়েছে। ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী নতুন প্রজন্মের ভোটারদের সিংহভাগই তাঁদের দিনের অনেকটা সময় কাটান স্মার্টফোনের স্ক্রিনে। এই বিশাল সংখ্যক তরুণ ভোটব্যাঙ্ককে প্রভাবিত করতে রাজনৈতিক দলগুলি এখন আইটি সেল বা তথ্যপ্রযুক্তি শাখা তৈরি করেছে। চটকদার গ্রাফিক্স, ছোট ভিডিও ক্লিপ এবং মিমের মাধ্যমে তরুণদের মন জয় করার চেষ্টা চলছে। ফলে রাজনৈতিক বিতর্ক এখন সরাসরি চলে এসেছে কমেন্ট বক্সে। সামাজিক মাধ্যমের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি দ্বিমুখী যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়। জনসভায় নেতা কেবল ভাষণ দিয়ে যান, কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে ভোটাররা সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন, মতামত দিতে পারেন বা কোনো বিষয়ে তাঁদের আপত্তির কথা জানাতে পারেন। রাজনৈতিক দলগুলি এই মিথস্ক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে জনগণের নাড়ির স্পন্দন বোঝার চেষ্টা করছে। ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুক স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে প্রার্থীরা নিজেদের মানবিক দিকটি তুলে ধরে ভোটারদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে সামাজিক মাধ্যমের এই ব্যাপক ব্যবহারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে 'ফেক নিউজ' বা ভুয়ো খবরের আতঙ্ক। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে অনেক সময় বিকৃত ছবি বা ভিডিও ভাইরাল করা হয়, যা সাম্প্রদায়িক বা সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে। গুজব ছড়ানোর মাধ্যমে ভোটারদের বিভ্রান্ত করার প্রতিযোগিতা অনেক সময়ই নজরে আসে। এই ধরণের ডিজিটাল অপপ্রচার রোধ করা প্রশাসনের কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক মাধ্যমের গুরুত্ব বুঝে নির্বাচন কমিশনও এখন অত্যন্ত সতর্ক। অনলাইন বিজ্ঞাপনের খরচ এখন প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, উস্কানিমূলক পোস্ট বা ভুয়ো খবরের ওপর কড়া নজরদারি চালানোর জন্য বিশেষ পর্যবেক্ষক দল নিয়োগ করা হচ্ছে। কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচার চালানোর ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ মেনে চলা বাধ্যতামূলক। পরিশেষে বলা যায়, আগামীর রাজনীতি যে পুরোপুরি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নির্ভর হতে চলেছে-তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সামাজিক মাধ্যম যেমন রাজনৈতিক দলগুলোকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে, ঠিক তেমনই এর অপব্যবহার রোধ করাটাও সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য সমানভাবে জরুরি। প্রযুক্তির এই সঠিক মেলবন্ধনই পারে একটি স্বচ্ছ ও আধুনিক নির্বাচনী পরিবেশ উপহার দিতে।

পূর্ব রেলের মাসব্যাপী 'স্বচ্ছতা মহোৎসবের সূচনা'

কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ পয়লা বৈশাখের প্রাণবন্ত আমেজ বাতাসে মিশে আছে, আর সামনেই বাঙালির প্রিয় উৎসব জামাই ষষ্ঠী। চারদিকে এখন সাজ সাজ রব। এটি পুনর্মিলনের ঋতু, যখন পরিবারগুলি আত্মীয়দের বাড়িতে যাওয়ার জন্য বা ছোটখাটো ভ্রমণে বের হওয়ার জন্য ব্যাগ গুছিয়ে প্রস্তুত হয়। আপনি যখন শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য বা সমুদ্রতীরে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ট্রেনে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন পূর্ব রেল নিশ্চিত করতে চায় যে আপনার যাত্রা যেন আপনার উৎসবের পোশাকের মতোই পরিচ্ছন্ন হয়। যাত্রীদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে আরও স্বাস্থ্যকর ও আনন্দদায়ক করে তুলতে, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কর আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ মে, ২০২৬ পর্যন্ত এক বিশাল মাসব্যাপী 'স্বচ্ছতা সচেতনতা অভিযান' শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন। এই মিশনের গুরুত্ব তুলে ধরে মিলিন্দ দেউস্কর বলেন যে, তাঁদের লক্ষ্য হলো পরিচ্ছন্নতাকে যাত্রী অভিজ্ঞতার অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলা, যাতে প্রতিটি যাত্রী এই উৎসবের মরসুমে পূর্ব রেলের সাথে ভ্রমণের সময় গর্ব ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। এই মেগা-ড্রাইভটি রেলওয়ে কলোনি, রেলওয়ে স্কুল, রেলওয়ে অফিস, রেলওয়ে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য ইউনিট, গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন এবং রেললাইন সংলগ্ন এলাকা জুড়ে পরিচালিত হবে। এই ব্যাপক কর্মসূচিতে প্রতিটি মানুষের সমান অবদান নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলের জনসংযোগ বিভাগের পাশাপাশি সমস্ত ডিভিশনের এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউসকিপিং ম্যানেজমেন্ট (EnHM) বিভাগ এবং ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করছে। পুরো প্রচারকাল যেন প্রভাবশালী কর্মতৎপরতায় পরিপূর্ণ থাকে, তার জন্য আগেভাগেই একটি বিস্তারিত কার্যক্রম পঞ্জিকা তৈরি করা হয়েছে। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, পোস্টার এবং সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে জনবহুল এলাকাগুলোতে এই সচেতনতা অভিযান জোরদার করা হবে। জনগনকে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করতে এই অভিযানে স্লোগান লিখন, চিত্রাঙ্কন ও পোস্টার তৈরি, কার্টুন তৈরি, পথনাটক বা 'নুক্কড় নাটক', ঘরে ঘরে গিয়ে সচেতনতা মূলক প্রচার, স্টেশনে যাত্রী সচেতনতা অভিযান এবং আধুনিক ঘরানায় স্বচ্ছতা বিষয়ক 'রিলস' ও শর্ট ভিডিও নির্মাণের মতো বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে বিশেষ করে যুবসমাজ ও স্কুল পড়ুয়াদের উৎসাহী অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অভিযানটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জোরালোভাবে চালানো হবে, যার মধ্যে আসানসোল ডিভিশনের দুর্গাপুর, অন্ডাল, রানীগঞ্জ, আসানসোল, মধুপুর এবং জসিডি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হাওড়া ডিভিশনের অধীনে হাওড়া, শেওড়াফুলি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, কাটোয়া, রামপুরহাট, বোলপুর শান্তিনিকেতন ও আজিমগঞ্জে এবং শিয়ালদহ ডিভিশনের শিয়ালদহ, দমদম জংশন, বারাসাত, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, দক্ষিণেশ্বর, পার্ক সার্কাস, কোমাগাতা মারু বজবজ ও বালিগঞ্জে এই কর্মসূচি পালিত হবে। এছাড়া মালদা ডিভিশনের মালদা টাউন, সাহেবগঞ্জ ও ভাগলপুর এবং লিলুয়া ও বেলুড় এলাকাও এই প্রচারের কেন্দ্রে থাকবে। অভিযানের গতি বজায় রাখতে মাসজুড়ে ইউনিট স্তরে ধারাবাহিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রথম সপ্তাহে স্বচ্ছতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর স্লোগান লিখন, দ্বিতীয় সপ্তাহে পরিচ্ছন্ন রেল পরিবেশের ওপর চিত্রাঙ্কন, তৃতীয় সপ্তাহে স্বাস্থ্যবিধি সচেতনতায় কার্টুন তৈরি এবং চতুর্থ সপ্তাহে রিলস ও শর্ট ভিডিও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। স্কাউট জেলা স্তরের সেরা এন্ট্রিগুলি রাজ্য স্তরের বিচারের জন্য রাজ্য সদর দপ্তরে পাঠানো হবে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এবং ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর (ইস্টার্ন রেলওয়ে) রাজ্য সম্পাদক শিবরাম মাঝি জানান যে, এই উদ্যোগের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো যাত্রীদের মধ্যে মালিকানা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করা। তিনি উল্লেখ করেন, যেহেতু ছুটির মরসুমে যাত্রীদের চাপ বেশি থাকে, তাই ইন্টারেক্টিভ সেশন এবং পথনাটকের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন যে, স্কুল পড়ুয়াদের সম্পৃক্ত করে এবং রিলসের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে রেলওয়ে পরিচ্ছন্নতাকে একটি দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করতে চায়, যাতে প্রতিটি যাত্রীর উৎসবের সফর আরামদায়ক, স্বাস্থ্যকর এবং নির্মল থাকে।

স্কুলে জোরালো বিস্ফোরণ, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১১ এপ্রিল ঃ ভোটের আবহে শনিবার দুপুরে নদীয়ার একটি স্কুলে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে কল্যাণী বিধানসভা কেন্দ্রের সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘোড়াগাছা মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে। স্কুলের ভেতর আকস্মিক এই বিস্ফোরণে আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শনিবার দুপুর ১টা নাগাদ এই বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে স্কুল ভবনের একাংশের অ্যাসবেস্টসের চাল উড়ে যায় এবং দেওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে বড়সড় স্বস্তির বিষয় এই যে, ঘটনার সময় স্কুলে কোনো ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল না। ফলে এক ভয়াবহ প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়েছে। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে স্কুলে উপস্থিত থাকা চারজন শিক্ষক দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। খবর পাওয়া মাত্রই কল্যাণী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং তদন্ত শুরু করে। নির্বাচনের সময় হওয়ায় এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকরাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। আশপাশে আর কোনো বিস্ফোরক মজুত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশের পক্ষ থেকে ড্রোনের সাহায্যে তল্লাশি চালানো হয়েছে।

যাত্রীদের সুবিধার্থে বোর্ডিং পয়েন্ট পরিবর্তনের সুবিধা সম্প্রসারণ ভারতীয় রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১১ এপ্রিল ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আনন্দের সাথে জানাচ্ছে যে, ভারতীয় রেলওয়ে সম্প্রতি সেকেণ্ড রিজার্ভেশন চার্ট প্রস্তুত করার সময় পর্যন্ত 'বোর্ডিং পয়েন্ট' পরিবর্তনের সুবিধাটি সম্প্রসারিত করেছে। এই উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ভ্রমণের ফ্লেক্সিবিলিটি বৃদ্ধি করে, যাত্রীদের সুবিধা মজবুত করে এবং সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে পাশাপাশি, এটি ভ্রমণের পরিবর্তনশীল চাহিদাগুলো মেটানোর ক্ষেত্রে সুগম পরিকল্পনা ও অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করে। এর পূর্বে, যাত্রীদের কেবল ফার্ষ্ট রিজার্ভেশন চার্ট প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত তাদের বোর্ডিং পয়েন্ট পরিবর্তন করার অনুমতি ছিল। এই উন্নত ব্যবস্থার ফলে, যাত্রীরা এখন সুবিধাজনকভাবে পরবর্তী পর্যায়ে তাদের বোর্ডিং স্টেশন পরিবর্তন করতে পারবেন যা অধিক ফ্লেক্সিবিলিটি, উন্নত ভ্রমণ পরিকল্পনা এবং আরও সুগম ও আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। এই পদক্ষেপটি আরও সুবিধাজনক, সুগম এবং যাত্রী-কেন্দ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলেওয়ের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই পদক্ষেপকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়, যা যাত্রী সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করতে এবং এই অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক যাত্রীকে উপকৃত করবে। এটি ভারতীয় রেলেওয়ের সেবার উৎকর্ষ এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার সামগ্রিক উন্নয়নের ওপর অব্যাহত গুরুত্বারোপকেই আরও সুদৃঢ় করে। সিআরআইএ দ্বারা প্রয়োজনীয় সিস্টেম আপগ্রেডগুলো সফল ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা উন্নত এই সুবিধাটির সুগম প্রবর্তনকে সহজ করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই তথ্যটি সমস্ত যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারের লক্ষ্যে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে যাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সচেতনতা ও সুফল নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। যাত্রীদের এই উন্নত সুবিধাটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে এবং ভ্রমণের পূর্বে রেলওয়ের অফিসিয়াল রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে ভ্রমণের বিস্তারিত তথ্য যাচাই করে নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

হাওড়া বিভাগে প্রকৌশল রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ ১২.০৪.২০২৬ (রবিবার) তারিখে হাওড়া বিভাগের বিভিন্ন অংশে প্রকৌশল রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কারণে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির চলাচল নিম্নরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হবেঃ **১২.০৪.২০২৬ তারিখে ট্রেন বাতিলকরণ হাওড়া থেকে ঃ** ৩৭২৩৫, ৩৭২৪১, ৩৭২৪৩, ৩৭২৪৯, ৩৭২৫১, ৩৭২৫৩, ৩৭৬৫১, ৩৭৬৫৫, ৩৭৮২৯, ৩৬৮২৩, ৩৬৮২৫, ৩৬৮২৭, ৩৬৮২৯, ৩৬৮৩১, ৩৬০৩১, ৩৬০৩৩, ৩৭৯১৫। **বর্ধমান থেকেঃ** ৩৭৮৩৬, ৩৬৮৩২, ৩৬৮৩৪, ৩৬৮৩৬, ৩৬৮৩৮, ৩৬৮৪০, ৬৩৫১৭, ৬৩৫২১। **ব্যান্ডেল থেকেঃ** ৩৭২৩৬, ৩৭২৪০, ৩৭২৪২, ৩৭২৪৬, ৩৭২৪৮, ৩৭২৫০। **মেমারি থেকে ঃ** ৩৭৬৫২, ৩৭৬৫৬ **চন্দনপুর থেকেঃ** ৩৬০৩৪, ৩৬০৩২ **আসানসোল থেকেঃ** ৬৩৫১৪, ৬৩৫১৬ **কাটোয়া থেকেঃ** ৩৭৯২৪, ৩৫০৬১, ৫৩০১১ **আজিমগঞ্জ থেকেঃ** ৫৩০১৪, ৩৫০৬২। **আংশিক সমাপ্তি/ আংশিক সূচনাঃ** ৬৩৫২০ / ৬৩৫১৯ বোকারো স্টিল সিটি - বর্ধমান - বোকারো স্টিল সিটি মেমু ট্রেনটির যাত্রা আংশিকভাবে সমাপ্ত হবে / আংশিকভাবে শুরু হবে আসানসোল। **ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তনঃ** ৬৩০৮১ রামপুরহাট - জসিডি মেমু এবং ৬৩১৪২ গোড্ডা - শিয়ালদহ মেমু ট্রেন দুটির সময়সূচি যথাক্রমে ৯০ মিনিট ও ১২০ মিনিট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ১৩০১৬ জামালপুর - হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস এবং ৫৩০১৬ আজিমগঞ্জ - কাটোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন দুটিকে যাত্রাপথে যথাক্রমে ১৪০ মিনিট ও ৩০ মিনিট নিয়ন্ত্রণ (আটকে রাখা) করা হবে। আরও উল্লেখ্য যে, ব্লক চলাকালীন সময়ের ঠিক আগে শেষ ট্রেন হিসেবে চলবে ৩১১১১, ৬৩০০৮ এবং ১৩০৪৬ / ২২৩০৯ অন্যদিকে ব্লক শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন শাখায় প্রথম ট্রেন হিসেবে চলবে ৩৭৯১৭, ৫৩০১৬, ১৩০১৬ এবং ৬৩০৮১।

প্রধানমন্ত্রীর রোড শো, যানজট এড়াতে ট্রাফিক ব্যবস্থায় ব্যাপক রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দানে রবিবারের মেগা জনসভার আগে শনিবার শহরে এক বর্ণাঢ্য রোড শো করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দলীয় সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ইচ্ছাতেই এই প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ রোড শো- এর আয়োজন করা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডির সভা শেষ করে এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে সুকনার কাছে একটি চা রিসোর্টে যাওয়ার পথে বিহার মোড় থেকে স্টেশন মোড় পর্যন্ত সড়কপথে তিনি সাধারণ মানুষের অভিবাদন গ্রহণ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার কঠোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এবং ভিড় সামলাতে শনিবার দুপুর ২টো থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত শহরের প্রধান সড়কগুলোতে ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী যান চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহরবাসীকে এই সময়ের মধ্যে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে যাতে কোনো অপ্রীতিকর যানজটের সৃষ্টি না হয়। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন জানিয়েছেন, এই রোড শো-কে ঐতিহাসিক করে তুলতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবং প্রচুর মানুষের সমাগম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে প্রধানমন্ত্রীকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান, সেজন্য তাঁর কনভয় অত্যন্ত ধীরগতিতে এগোবে। প্রধানমন্ত্রীর এই কর্মসূচিকে ঘিরে ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের এই শহরে রাজনৈতিক উন্মাদনা তুঙ্গে পৌঁছেছে।

HALLMARK PROPERTIES AND TRADERS LIMITED
CIN : L70101WB1983PLC036161
Regd. Office :
7, P.K.Tagore Street, Kolkata - 700006
Email: shranchi@yahoo.com

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Thursday, the 16th day of April, 2026 at 11:00 A.M.** to take on record the Unaudited Financial Results for the 4th quarter ended on 30th March, 2026 at it's Registered Office.

By Order of the Board
Sd/-
(Vinita Harlalka)
Director
DIN: 00612517
Place : Kolkata
Date : 10.4.2026

NIQ
O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.
WBPWD/EE/JED/NIQ01/ 2026-27 & WBPWD/EE/JED/NIQ02/ 2026-27
Bid submission last date: 13/04/2026 up to 12:00 PM
For details follow www.pwdwb.in or visit the office.

Govt. of West Bengal.

Short Notice Quotation Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works. Name of Works: Temporary Electrical Installation work for arrangement of Infrastructure and Logistics for Appellate Tribunal in connection with SIR Activities at SPM NIWAS, Pailan under Bishunpur P.S. **(Tender Ref: NIQ No. 84/Q of S24PED of 2026-27)**
Date of Permission: : **14.04.2026 Upto 01.00 P.M**
Bid Submission closing: **14.04.2026 Upto 01.30 P.M**
Bid opening Date: **14.04.2026 after 02.00 P.M.**
Sd/- A. Haldar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

বিজ্ঞপ্তি

আমি রীতা দাস স্বামী- তারকনাথ দাস গত ইংরাজী 07.07.25 তারিখে হাওড়া ADSR অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-7549 নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটনী বা আমোক্তানামা দলিল বলে শ্রী প্রহ্লাদ সাউ পিতা- মৌজি সাউ নিকট হইতে জগদীশপুর মৌজায় হাল 4716 নম্বর দাগে হাল 10560 নম্বর খতিয়ানে কমবেশি ১২.৫০ শতক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালি জগাছা BL & LRO অফিসে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি
DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Sunday, 12th April 2026	James Long Sarani, 9B, Sahid Dinesh Gupta Rd, Jadu Colony, Sarada Pally, Kolkata - 700034.	6:30 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dsplm.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dsplm.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।

‘অদ্ভুত অ্যাকশন’ নিয়ে নতুন বিতর্ক

মুম্বই, ১১ এপ্রিল ঃ ক্রিকেট মাঠে মাঝে মধ্যেই এমন কিছু মুহূর্ত তৈরি হয়, যা শুধু ম্যাচের ফলাফল নয়, খেলার নিয়ম ও ন্যায্যতা নিয়েও ব। প্রশ্ন তুলে দেয়। পাকিস্তান সুপার লিগে ঠিক তেমনই এক বিতর্ক ফের সামনে এল, যার কেঃদ্রে পাকিস্তানের স্পিনার উসমান তারেক। তাঁর অদ্ভুত বোলিং অ্যাকশনকে ঘিরে এবার সরব হলেন নিউজিল্যান্ডের ব্যাটার মিচেল-এবং আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন ভারতের অভিজ্ঞ স্পিনার রবীচন্দন অশ্বীন।

পাকিস্তান সুপার লিগে ম্যাচে এই ঘটনা ঘটে। রান তাড়া করতে নেমে দলকে জেতানোর দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন মিচেল। ঠিক সেই সময় বল করতে আসেন উসমান তারেক কিন্তু তিনি রান-আপ নিয়ে ডেলিভারির আগে হঠাৎ থেমে যাওয়ায় মিচেল ক্রিজ থেকে সরে যান এবং স্পষ্ট জানান, তিনি এইভাবে বল খেলতে প্রস্তুত নন। এটা একবার নয়-একই ওভারে দু’বার এমনটা করেন মিচেল, যা মুহূর্তের মধ্যে বিতর্কের জন্ম দেয়।

উসমান তারেক-এর বোলিং অ্যাকশন অনেকদিন ধরেই আলোচনায়। সাধারণ স্পিনারদের মতো সোজা কাঁধের উপর দিয়ে বল না করে, তিনি কিছুটা সাইড-আর্ম অ্যাকশনে বল করেন। তার সঙ্গে ডেলিভারির ঠিক আগে তাঁর হঠাৎ থেমে যাওয়ার অভ্যাস ব্যাটারদের বিভ্রান্ত করে। এই অ্যাকশন নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। অনেক ব্যাটার অভিযোগ করেছিলেন, এই ধরনের অ্যাকশন খেলার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া কঠিন। অন্যদিকে, কিছু ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের মতে, এই অ্যাকশন আইনের সীমার মধ্যে থাকলেও স্পিরিট অফ দ্য গেম-এর প্রশ্ন তোলে। মিচেলের প্রতিক্রিয়া ছিল সরাসরি এবং স্পষ্ট। তিনি আম্পায়ারকে জানিয়ে দেন, বোলার যদি ডেলিভারির আগে অনিয়মিতভাবে থামে, তাহলে ব্যাটারের প্রস্তুতি নষ্ট হয়-এবং সেই ক্ষেত্রে সরে যাওয়াই তাঁর অধিকার। ক্রিকেটের নিয়ম অনুযায়ী, বোলার যদি অস্বাভাবিকভাবে থামে বা ব্যাটার প্রস্তুত না থাকেন, তাহলে ব্যাটার ক্রিজ ছাড়তে পারেন। মিচেল ঠিক সেটাই করেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল Ravichandran Ashwin-এর প্রতিক্রিয়া। তিনি প্রকাশ্যে মিচেলের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। অশ্বিন বলেন,এই বিষয়টা আম্পায়ারদের হাতে। যদি বোলার অনিয়মিতভাবে থামে, তাহলে ব্যাটারের পুরো অধিকার আছে সরে যাওয়ার। ম্যাচের আগে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। দারুণ করেছে মিচেল। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় একই অশ্বিন তারিকের পক্ষেই কথা বলেছিলেন। তখন তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, ব্যাটাররা যেমন সুইচ হিট বা রিভার্স সুইপ খেলতে পারেন, তেমনই বোলারদেরও কিছু বৈচিত্র্য আনার অধিকার আছে। এই পরিবর্তিত অবস্থান ক্রিকেট মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে।

ইস্টবেঙ্গলকে উড়িয়ে প্রিমিয়ার হকি লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১১ এপ্রিল ঃ ফের হকি ডার্বির রং সবুজ-মেরুন। কলকাতা প্রিমিয়ার

হকি লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল মোহনবাগান। ফাইনালেও সবুজ-মেরুন আগ্রাসন বজায় থাকল। কলকাতা প্রিমিয়ার হকি লিগের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে ৩-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। খেতাব জয়ের জন্য সবুজ-মেরুন খেলোয়াড়রা পাচ্ছেন ৪ লক্ষ টাকা। এরমধ্যে ২ লক্ষ টাকা ক্লাবের পক্ষ থেকে। বাকি ২ লক্ষ বাগান সচিব সৃঞ্জয় বোস ব্যক্তিগতভাবে ২ লক্ষ টাকা পুরস্কার মূল্য দেবেন সবুজ-মেরুন হকি খেলোয়াড়দের। ফাইনালের আগে মোহনবাগান শিবিরে চোট-আঘাতের কোনও সমস্যা ছিল না। ইস্টবেঙ্গলে অবশ্য চোটের জন্য দুই তারকা দেবেন্দ্র বাল্মীকি ও আফফান ইউসুফকে ফাইনালে পায়নি। প্রাথমিকভাবে হকি লিগের ফাইনাল রবিবার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল হকি বেঙ্গল। তবে সেদিন আইএসএলে মোহনবাগান বনাম পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ রয়েছে যুবভারতীতে। তাই একদিন এগিয়ে শনিবার বিকাল চারটে থেকে ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গতবারও হকি লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মেরিনার্সরা। এদিন যুবভারতীর হকি স্টেডিয়ামে সেই ফলাফলেরি পুনরাবৃত্তি ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে নেমেছিল মোহনবাগান। শনিবার শুরু থেকেই একাধিপত্য বজায় রাখেন ববি সিং ধামি, মহম্মদ রাহিলরা। যার ফলও পায়। প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় সবুজ-মেরুন। গোল দু’টি করেন অভ্রান সুদেব এবং অর্জুন শর্মা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফিরে আসে লাল-হলুদ। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ব্যবধান কমান প্রতাপ লাকরা। তবে ছাড়ার পাত্র ছিল না মোহনবাগানও। মহম্মদ রাহিল ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন মোহনবাগানকে। এরপর দুই দল বেশ কিছু সুযোগ পেলেও তা থেকে গোল হয়নি। দু’দলের গোলকিপারই দুরন্ত কিছু সেভ করেন। শেষ পর্যন্ত খেলার ফলাফল থাকে সেটাই। হকি লিগের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে স্টেনগান সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা। গোটা প্রতিযোগিতায়, কাস্টমস ম্যাচ বাদ দিয়ে, মোহনবাগান অসাধারণ খেলেছে। আক্রমণ থেকে ডিফেন্স সবেতেই প্রতিপক্ষকে টেক্কা দিয়েছেন বাগান খেলোয়াড়রা।

রোহিত শর্মাকে সম্মান জানিয়ে আবেগঘন বার্তা হার্দিকের নেতা হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেও অসাধারণ

মুম্বাই , ১১ এপ্রিল ঃ আইপিএলের মঞ্চে আবারও উঠে এল এক আবেগঘন মুহূর্ত, যেখানে ক্রিকেট শুধু খেলা নয়, হয়ে উঠল সম্পর্ক, সম্মান এবং উত্তরাধিকারের প্রতীক। মুম্বই ইন্ডিয়ানস-এর জার্সিতে ১৫ বছর পূর্ণ করলেন রহিত শর্মা-আর সেই উপলক্ষে তাঁকে বিশেষ সম্মান জানালেন বর্তমান অধিনায়কহার্দিক পান্ডিয়া। একজন খেলোয়াড় থেকে কিংবদন্তি হয়ে ওঠার এই দীর্ঘ যাত্রা শুধু পরিসংখ্যানের নয়, বরং নেতৃত্ব, প্রভাব এবং অনুপ্রেরণার এক অনন্য গল্প-যা নতুন করে আলোচনায় উঠে এল এই বিশেষ মুহূর্তে।২০১১ সালের ১০ এপ্রিল, রহিত শর্মা প্রথমবার মুম্বই ইন্ডিয়ানস-এর জার্সি গায়ে চাপান। তার আগে তিনি ডেককান চ্যালেঞ্জার-এর হয়ে আইপিএলে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ২০০৮ সালে। তবে মুম্বইয়ে যোগ দেওয়ার পরই তাঁর ক্যারিয়ার এক নতুন মোড় নেয়। এই ১৫ বছরে তিনি শুধু একজন নির্ভরযোগ্য ব্যাটার নন, বরং দলের অন্যতম স্তম্ভে পরিণত হয়েছেন। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৫৯৯৪ রান (২৩০ ম্যাচে), যার মধ্যে রয়েছে দুটি শতরান এবং অসংখ্য ম্যাচ জেতানো ইনিংস। রোহিত শর্মার সবচেয়ে বড় পরিচয় নিঃসন্দেহে তাঁর নেতৃত্ব। তাঁর অধিনায়কত্বে মুম্বই ইন্ডিয়ানস জিতেছে পাঁচটি আইপিএল শিরোপা-২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯ এবং ২০২০ সালে। এই সাফল্য তাঁকে আইপিএল ইতিহাসের অন্যতম সফল অধিনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। শুধু ট্রফি জেতাই নয়, দলের সংস্কৃতি গড়ে তোলা, তরুণদের সুযোগ দেওয়া এবং চাপের মধ্যে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া-এই সব

গুণই তাঁকে আলাদা করে তুলেছে। বর্তমান অধিনায়কহার্দিক পান্ডিয়া রোহিতকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যে বার্তা দিয়েছেন, তা ক্রিকেটপ্রেমীদের মন ছুঁয়ে গেছে। তিনি বলেন, ভাই, ১৫ বছর পূর্তির জন্য অভিনন্দন। তুমি যেভাবে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছ, তার জন্য ধন্যবাদ। আমি তোমার অধিনায়কত্বেই অভিষেক করেছি, মুম্বই ইন্ডিয়ানসও করেছে এবং আরও অনেকেই করেছে। এই বক্তব্য শুধু সম্মান নয়, বরং একজন নেতার প্রতি তাঁর দলের খেলোয়াড়দের গভীর কৃতজ্ঞতার প্রতিফলন। হার্দিক আরও যোগ করেন, তুমি অনেককে অনুপ্রাণিত করেছ, যারা পরে এই দল ও দেশের হয়ে খেলেছে। তুমি শুধু নেতা হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেও অসাধারণ-সব সময় সহজ, বন্ধুসুলভ এবং সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছ। এই কথাগুলো থেকে স্পষ্ট যে, রোহিতের প্রভাব মাঠের বাইরেও সমানভাবে বিস্তৃত।

রোহিত শর্মার নেতৃত্বে বহু তরুণ ক্রিকেটার নিজেদের জায়গা তৈরি করার সুযোগ পেয়েছেন। বুবরাহ থেকে শুরু করে হার্দিক পান্ডিয়া অনেকেই তাঁর অধিনায়কত্বে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর অন্যতম বড় গুণ হল, তিনি তরুণদের উপর ভরসা রাখতে জানেন এবং তাদের আত্মবিশ্বাস জোগাতে পারেন। এই কারণেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শুধু একটি দল নয়, বরং একটি ক্রিকেটিং পরিবারে পরিণত হয়েছে। ২০২৬ সালের আইপিএলে রোহিত শর্মা ইতিমধ্যেই ভালো ফর্মে রয়েছেন। তিনটি ইনিংসে তিনি ১১৮ রান করেছেন এবং একটি অর্ধশতরানও রয়েছে। যদিও তিনি এখন দলের অধিনায়ক নন, তবুও তাঁর অভিজ্ঞতা এবং উপস্থিতি দলের জন্য অমূল্য। ডাগআউটে কিংবা মাঠে-সব জায়গাতেই তাঁর প্রভাব স্পষ্ট। রোহিত শর্মার নেতৃত্বের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তাঁর শান্ত স্বভাব। চাপের মুহূর্তেও তিনি কখনও আবেগপ্রবণ হয়ে প।নে না। বরং পরিস্থিতি বুঝে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেন। এই গুণই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে এবং দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগায়। এই পুরো ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, ক্রিকেট শুধুমাত্র পরিসংখ্যান বা জয়ের হিসাব নয়-এটি সম্পর্কের খেলা। হার্দিক পান্ডিয়া-র বার্তায় যে আবেগ এবং শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে, তা এই খেলাটির মানবিক দিককে সামনে নিয়ে আসে।১৫ বছরের এই দীর্ঘ যাত্রায়রোতি শর্মা নিজেকে শুধু একজন সফল ক্রিকেটার হিসেবেই নয়, বরং একজন অনুপ্রেরণাদায়ক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মুম্বই ইন্ডিয়ানস-এর ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আগামী দিনে হয়তো নতুন তারকারা আসবে, নতুন রেকর্ড গড়বে-কিন্তু রোহিত শর্মার এই ১৫ বছরের অধ্যায় আইপিএলের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

সূর্যবংশীর ঝড়ে উড়ল বেঙ্গালুরু, টানা চতুর্থ জয়ে রাজস্থানের দাপট

বারসাপাড়া, ১১ এপ্রিল ঃ গুয়াহাটির বারসাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এক রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল ক্রিকেটপ্রেমীরা, যেখানে দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্সে রাজস্থান রয়েলস ছয় উইকেটে হারাল রয়েল চ্যালেঞ্জ বেঙ্গালুরুকে। এই জয়ের ফলে রাজস্থান তাদের টানা চতুর্থ জয় নিশ্চিত করল, অন্যদিকে বেঙ্গালুরুর জয়ের ধারা থেমে গেল। এই ম্যাচের নায়ক নিঃসন্দেহে তরুণ ব্যাটসম্যান বৈভব সূর্যবংশী, যিনি মাত্র ২৬ বলে ৭৮ রানের এক বিস্ফোরক ইনিংস খেলে ম্যাচের গতিপথ একাই বদলে দেন। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রয়েল চ্যালেঞ্জ বেঙ্গালুরু খুব একটা ভালো শুরু করতে পারেনি। ইনিংসের প্রথম বলেই আউট হয়ে যান, যা দলের জন্য বড় ধাক্কা ছিল। এরপর কিছুটা ভরসা দেন বিরাট কোহলি যিনি ১৬ বলে ৩২ রান করেন, তবে বড় ইনিংস গড়ার আগেই ফিরে যান। মিডল অর্ডারে দেবদূত, ক্রুনাল পান্ডে জীতেশ শর্মা ব্যর্থ হন। দলের হাল ধরেন অধিনায়ক রজত পাতিদার তিনি ৪০ বলে ৬৩ রানের একটি দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন, যেখানে ছিল চারটি ছক্কা ও চারটি চার। তাঁর এই ইনিংসই মূলত বেঙ্গালুরুকে লড়াইয়ে রাখে। শেষদিকে রোমারিও (২২) এবং বেঙ্কটেশ (২৯) গুরুত্বপূর্ণ রান যোগ করে দলের স্কোর ২০১-এ পৌঁছে দেন। ২০২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্যাট করতে থাকে রাজস্থন রয়েলস। যদিও ওপেনার জশ্বষী জয়শাওয়াল মাত্র ১৩ রানে আউট হয়ে যান, কিন্তু তার পরেই শুরু হয় আসল ঝড়।

সূর্যবংশী-জুরেলের জুটি,, ম্যাচের মোড় ঘোরানো মুহূর্ত-

দ্বিতীয় উইকেটে বৈভব সূর্যবংশী এবং দেবরূপ জুরেল মিলে গড়ে তোলেন ১০৮ রানের গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ। এই জুটিই কার্যত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। বিশেষ করে সূর্যবংশীর ব্যাটিং ছিল

চোখ ধাঁধানো। মাত্র ২৬ বলে ৭৮ রান-যেখানে ছিল ৮টি চার ও ৭টি ছক্কা-তাঁর এই ইনিংস দর্শকদের মুগ্ধ করে। তাঁর প্রতিটি শটেই ছিল আত্মবিশ্বাস এবং আগ্রাসন। অন্যদিকে, জুরেলও দারুণভাবে সঙ্গ দেন এবং চাপ সামলাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ম্যাচের শেষদিকে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন যশ যিনি চোট কাটিয়ে ফিরে এসে দুটি উইকেট নেন। কিন্তু ততক্ষণে ম্যাচ অনেকটাই হাতছাড়া হয়ে গেছে বেঙ্গালুরুর।

শেষ পর্যন্ত দুই ওভার বাকি থাকতেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে রাজস্থন রয়েলস এবং ছয় উইকেটে জয় নিশ্চিত করে।

এই জয়ের ফলে রাজস্থান রয়য়্যালস তাদের জয়ের ধারা আরও মজবুত করল। টানা চারটি জয় তাদের আত্মবিশ্বাসকে অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে এবং পয়েন্ট টেবিলে তাদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে। অন্যদিকে, রয়েল চ্যালেঞ্জ বেঙ্গালুরু-এর জন্য এই হার একটি বড় ধাক্কা। টানা দুটি জয়ের পর এই পরাজয় তাদের গতি কিছুটা থামিয়ে দিল।

এই ম্যাচে রাজস্থানের জয়ের পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। আক্রমণাত্মক ব্যাটিং ূশুরু থেকেই রান তাড়া করার ক্ষেত্রে তারা কোনো রক্ষণাত্মক মনোভাব নেয়নি, পার্টনারশিপঃ সূর্যবংশী ও জুরেলের ১০৮ রানের জুটি ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, চাপ সামলানোর ক্ষমতাঃ বড় লক্ষ্য তাড়া করেও তারা শান্ত থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলেছে।

গুয়াহাটির এই ম্যাচটি শুধু একটি জয় নয়, বরং রাজস্থান রয়েল-এর শক্তির প্রদর্শন। বৈভব-র দুরন্ত ইনিংস এই ম্যাচকে স্মরণীয় করে রাখবে। অন্যদিকে, রয়েল চ্যালেঞ্জ বেঙ্গালুরু-কে এই ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এটি ছিল এক রোমাঞ্চকর রাত-যেখানে ব্যাটের ঝড়, রানের বন্যা এবং উত্তেজনার সব উপাদানই ছিল ভরপুর।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে এএফসি প্রস্তুতিতে ইয়ং টাইগ্রেসরা

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি. স.) ঃ এএফসি অনূর্ধ্ব - ১৭ মহিলা এশিয়ান কাপ চীন ২০২৬ - এর প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ধাপে পৌঁছল ভারতীয় অনূর্ধ্ব - ১৭ মহিলা ফুটবল দল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের প্রীতি সিরিজ খেলতে শনিবার সোচির মাতসেস্তা ফুটবল সেন্ট।রে মাঠে নামছে ‘ টাইগ্রেস’রা। বাকি দুই ম্যাচ ১৪ ও ১৭ এপ্রিল, তিনটিই ভারতীয় সময় দুপুর ২.৩০-এ শুরু হবে। বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতি সেরে ৬ এপ্রিল রাশিয়ায় পৌঁছেছে দল। প্রায় তিন মাসের অনুশীলনের পর ফুটবলারদের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট প্রধান কোচ পামেলা কুন্তি। তাঁর কথায়, কম বয়স হলেও খেলোয়া।দের শেখার আগ্রহ ও মানসিকতা অত্যন্ত ইতিবাচক, যা ভবিষ্যতের জন্য আশাব্যঞ্জক। রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই সিরিজকে কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবেই

দেখছেন কোচ। শারীরিকভাবে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মোকাবিলায় উচ্চচাপের ফুটবল খেলতে হবে বলেও সতর্কবার্তা তাঁর। উল্লেখ্য, গত মাসে মায়ানমারের বিরুদ্ধে দুই প্রীতি ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসী ভারত। এএফসি কাপে ভারতের গ্রুপে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও লেবাননন। কঠিন লড়াইয়ের আভাস থাকলেও লেবাননের বিরুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা দেখছেন খোদ কোচ, তবে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই বলে অভিমত তাঁর।

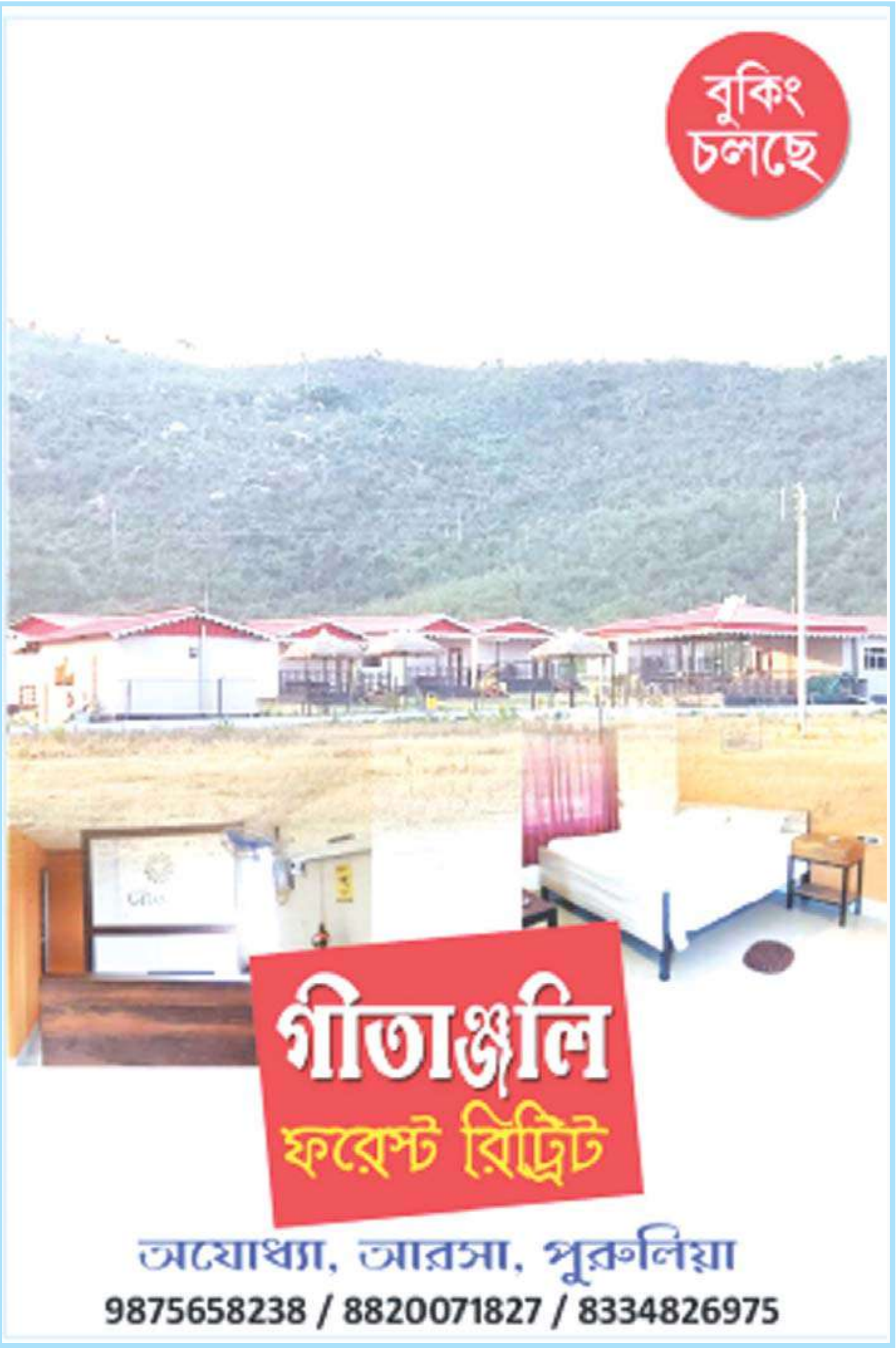

সৌদি লিগে তোলপাড়, রেফারিং বিতর্কে রোনাল্ডোকে ঘিরে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের ইঙ্গিত

ফুটবল বিশ্বে বড় টুর্নামেন্টের আগে সাধারণত আলোচনার কেন্দ্রে থাকে খেলোয়াড়দের ফর্ম, দলগঠন বা কৌশল। কিন্তু FIFA World Cup ২০২৬-এর ঠিক আগে এক ভিন্ন কারণেই শিরোনামে উঠে এলেন রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগে রেফারিং নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ ঘিরে তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক, যার কেন্দ্রে রয়েছেন এই বিশ্বখ্যাত তারকা। এই বিতর্কের সূত্রপাত Al-Ahli Saudi FC-এর ফুটবলার Ivan Toney-এর মন্তব্য থেকে, যিনি সরাসরি নাম না করলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে কিছু সিদ্ধান্ত বিশেষ একটি দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য নেওয়া হচ্ছে। বুধবারের লিগ ম্যাচে Al-Ahli Saudi FC ১-১ গোলে ড্র করে Al-Fayha FC-র বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে দুটি সম্ভাব্য পেনাল্টি না পাওয়াকে কেন্দ্র করেই ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। ম্যাচের পর Ivan Toney স্পষ্ট ভাষায় বলেন,

দিনের আলোর মতো পরিষ্কার ছিল যে ওই দুটোই পেনাল্টি। আর কী হলে পেনাল্টি দেওয়া হবে? এই ড্রয়ের ফলে আল-আহলি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে পিছিয়ে পড়ে, যা তাদের হতাশাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। টনির অভিযোগ এখানেই থেমে থাকেনি। তিনি জানান, ম্যাচ শেষে রেফারির সঙ্গে কথা বলতে গেলে রেফারি নাকি বলেন, অন্য টুর্নামেন্ট -বিশেষ করে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মন দিতে। এই মন্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করে টনি বলেন, আমরা এই ম্যাচ নিয়ে কথা বলছি, আর উনি অন্য প্রতিযোগিতার কথা বলছেন-এটা কীভাবে সম্ভব? এমন বক্তব্য থেকেই প্রশ্ন উঠছে, রেফারিং কি সত্যিই নিরপেক্ষ ছিল? সবচেয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয় যখন টনিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এই সিদ্ধান্ত থেকে কারা লাভবান হচ্ছে। উত্তরে তিনি রহস্যময় হাসি দিয়ে বলেন, আমরা তো জানি কে আমরা কার বিরুদ্ধে খেতাবের দৌড়ে রয়েছি? এই মন্তব্যকে অনেকেই সরাসরি Al-Nassr FC এবং তাদের তারকা Cristiano Ronaldo-র দিকে ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন। যদিও তিনি সরাসরি নাম উল্লেখ করেননি, তবে ফুটবল মহলে এই বক্তব্য ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিতর্ক আরও তীব্র হয় যখন আল-আহলির আরেক ফুটবলার Galeno সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন, যে কোনও ভাবে আমাদের চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড় থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে। একজনের হাতেই ট্রফি

তুলে দিতে চায়। এই মন্তব্য সরাসরি লিগের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং পুরো বিষয়টিকে আরও গুরুতর করে তোলে। বর্তমানে সৌদি প্রো লিগের শীর্ষে রয়েছে Al-Nassr FC, যাদের সংগ্রহ ৭০ পয়েন্ট। দ্বিতীয় স্থানে থাকা Al-Hilal-এর থেকে তারা দুই পয়েন্ট এগিয়ে।

তৃতীয় স্থানে থাকা কড-কঞ্জুট ঙ্কজ্বত্মএ্ট ক্লক্ট-র পয়েঃট ৬৬। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আল নাসের এখনও একটি ম্যাচ কম খেলেছে-যা তাদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি ম্যাচের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, এবং সেই কারণেই রেফারিং নিয়ে এই বিতর্ক এত বড় আকার ধারণ করেছে।

এই ধরনের অভিযোগ সৌদি প্রো লিগের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক তারকাদের আগমনে এই লিগের জনপ্রিয়তা অনেক বেড়েছে। কিন্তু যদি রেফারিং নিয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হয়, তাহলে তা লিগের ভাবমূর্তির জন্য বড় ধাক্কা হতে পারে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল-রোনাল্ডো নিজে এই বিতর্কে সরাসরি কিছু বলেননি। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণও এখনও সামনে আসেনি। তাই এই মুহূর্তে বলা যায়, অভিযোগগুলি মূলত প্রতিপক্ষ দলের হতাশা এবং ক্ষোভ থেকেই উঠে এসেছে। তবে এই অভিযোগ কতটা ভিত্তিহীন বা কতটা সত্য, তা তদন্ত ছাড়া বলা সম্ভব নয়। সৌদি প্রো লিগে এই বিতর্ক ফুটবল দুনিয়ায় নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে-রেফারিং কতটা নিরপেক্ষ? বড় তারকাদের উপস্থিতি কি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে? Ivan Toney এবং Galeno-এর মন্তব্য পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলেছে, অন্যদিকে রোনাল্ডো-র নাম জড়িয়ে যাওয়ায় বিতর্ক আরও বড় আকার নিয়েছে। আগামী দিনে এই অভিযোগ নিয়ে লিগ কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে একথা নিশ্চিত-এই ঘটনা সৌদি প্রো লিগের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকবে এবং বিশ্ব ফুটবলের নজর এখন সেদিকেই।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com